

মাঘোৎসব।

ষট্‌ত্রিংশ

সাম্বৎসরিক।

উপহার।

১১ মাঘ ১৭৮৭ শক।

ভূমিকা।

ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্বৎসরিক মহোৎসবে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজে গত বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল বক্তৃতা হইয়াছে, সেই সমুদায় সংগ্রহ করিয়া এই ষটত্রিংশ সাম্বৎসরিক উপহার নামক পুস্তক খানি প্রস্তুত হইল। মাঘের একাদশ দিবসীয় বক্তৃতা পাঠ করিলে সংক্ষেপে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ই জানা যাইতে পারে। যে অবধি ব্রাহ্ম সমাজের জন্মোপলক্ষে ১১ মাঘে মহাসভা আহ্বান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতি অবগত হইবার একটি প্রশস্ত পথ প্রমুক্ত হইয়াছে। সম্বৎসরকাল ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সংক্রান্ত যে সকল আলোচনা হইয়া গম্ভীর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এবং যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠানে পরিণত করা হয়, প্রতি বৎসরের বক্তৃতা গুলিন সেই সকল আলোচনা ও কার্য্য-কলাপের দর্পণ স্বরূপ—ব্রাহ্ম-ধর্ম্মীয় সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্তের সার চুম্বক স্বরূপ। যেমন "সত্যং শিবং সুন্দরং" সকল দর্শনশাস্ত্রের সার বলিয়া পরিগণিত হয়, তেমনি এই বক্তৃতা গুলিনও সম্বৎসরকালীয় আলোচনার সার। সাম্বৎসরিক বক্তৃতা সম্বৎসর পরিপালিত জ্ঞান-রূপ তরুর কুসুম স্বরূপ, হৃদয়-রূপ পদ্মের গন্ধ স্বরূপ, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ সুগন্ধ প্রচারের বসন্ত মারুত স্বরূপ এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সমুন্নতির চিহ্ন স্বরূপ। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যাঁহারদের হৃদয়ের ধর্ম্ম, তাঁহারদের উচ্ছ্বসিত ভাবের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ, যেন হৃদয়ের একটি আকৃতি পরিণত নিশ্বাস স্বরূপ এবং ঈশ্বরচরণে সম্বৎসর ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আলোচনার উপহার স্বরূপ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-রূপ পরমার্থ-তত্ত্ব-বৃক্ষে প্রথম বসন্ত কালীন কুসুমের ন্যায় মাঘৈকাদশ দিবসীয় বক্তৃতা কুসুমে সরস একাবলী বিরচন করিয়া অদ্যকার এই মাঘ মহোৎসব মহাসভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চরণে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণত হইয়া তথায় সম্বৎসরের উপহার ধারণ করিলাম তিনি প্রসন্ন নয়নে ইহার প্রতি একবার কটাক্ষপাত করুন ইতি।

১১ মাঘ
১৭৮৭ শক

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ওঁ তৎসৎ

১৭৬৫ শক।



সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা।

আমারদিগের এই পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে যিনি নানাবিধ সুখের উপযোগি সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকটে আমরা কি প্রার্থনা করিব? বালক ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত হইবেক এনিমিত্তে তিনি মাতার মনে সুখ-জনক স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারের নিয়ম এই যে যাহা হইতে কোন ক্লেশ পাওয়া যায় তাহার প্রতি স্নেহ করা দূর থাকুক তাহাকে শত্রুজ্ঞানে তৎপ্রতিফল ততোধিক ক্লেশ দিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু মাতার মনের ভাব এস্থলে সম্পূর্ণ রূপে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। দশমাস পর্য্যন্ত যাহার দ্বারা সমূহ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়েন এবং যাহার ভূমিষ্ঠ হইবার কালীন জীবনের আশা পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়, তাহাকে কোন যন্ত্রণা দেওয়া দূরে থাকুক মাতা আপনার প্রাণ হইতেও তাহাকে অধিকতর স্নেহ করেন। সেই বালকের পীড়া হইলে তাঁহার পীড়া হয় এবং সেই বালকের সুস্থ শরীর হইলে তাঁহার সুস্থ শরীর হয়, সুতরাং সেই বালক অতি পরিপাটীরূপে রক্ষিত হয়। পিতাও তদ্রূপ স্নেহ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন নৈপুণ্য রূপে ঐ পুত্রের বিদ্যা ধন মান প্রভৃতি সুখোপার্জ্জনার্থে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন এবং যাঁহারা আপনা হইতে অন্য কাহাকে অধিকতর বিদ্বান্ ধনি বা সম্ভ্রান্ত দেখিলে দ্বেষ করেন তাঁহারাই আপনা হইতে পুত্রের অধিকতর বিদ্যা ধন সম্ভ্রম দেখিয়া আপনারদিগকে কৃতার্থ রূপে মান্য করেন। ক্ষুধাতুর বা শীতার্ত্ত হইয়া দুঃখ জানাইবার নিমিত্তে বালক রোদন করিলে মাতা তাহার রোদ-নের কারণ অবগত হইলে পরে অন্ন বা বস্ত্র দ্বারা তাহার সেই দুঃখ নিবারণ করেন কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে আমারদিগের

দুঃখ কোন চিহ্ন দ্বারা জানাইতে হয় না; তিনি দুঃখ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে দুঃখ উপস্থিত হইলে যে রূপে তাহার শান্তি হয় এমত নিয়ম আমারদিগের মনে সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা একদেশ মাত্র দর্শি কোন্ বস্তু হইতে আমারদিগের মঙ্গল এবং কোন্ বস্তু দ্বারা অমঙ্গল হইবে তাহা আমরা সম্যক্ রূপে বোধ গম্য করিতে অক্ষম, ইহাতে যদি পরমেশ্বর প্রার্থনা মতে আমার দিগের কামনা পূর্ণ করিতেন তবে আমারদিগের অসুখের আর সীমা কি থাকিত? বালক অপকারজনক আহারের নিমিত্তে রোদন করিলে মাতা কি তাহাকে সেই আহার দিয়া থাকেন? তদ্রূপ পরমেশ্বরের নিকটে সাংসারিক সুখ ভ্রমে যে কিছু প্রার্থনা করিয়া থাকি তাহা তাঁহার নিয়মের বিপরীত সুতরাং আমার-দিগের অনিষ্টজনক, তাহা কেন পরমেশ্বর পূর্ণ করিবেন? যাহা আমরা তাঁহার নিকট কখন প্রার্থনা করি নাই তাহাও যখন প্রাপ্ত হইতেছি এবং যাহা সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি তাহাও যখন প্রাপ্ত হই না তখন তাঁহার নিকটে প্রার্থনা হইতে একেবারে নিরস্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।*

এই বিচিত্র জগতের কারণ স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর আমারদিগের মনে নিরন্তর চৈতন্য রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ এই প্রকার জ্ঞানের আবৃত্তি করা এবং সুচারুরূপে সংসার নির্ব্বাহের নিমিত্তে পরমেশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া সাবধান পূর্ব্বক তদনুযায়ি কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করা পরমেশ্বরের মুখ্যোপাসনা হইয়াছে।

ফলকামনাতে আক্রান্ত থাকিলে মনের চাঞ্চল্য নিমিত্তে পরমেশ্বরের উপাসনা বিধি মতে হয় না। ফলকামনাতে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ যদি বিজ্ঞ থাকেন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তিনি তাঁহার পিতাকে কি নিমিত্তে ভক্তি করেন? ইহাতে যদি বলেন যে পিতা তাঁহার জন্ম দাতা

* যাঁহারা স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারা তাঁহার নিকটে বিষয়-সুখ প্রার্থনা করা অকর্ত্তব্য বলিয়াই জানেন।

এবং তাহার সুখ চেষ্টা তিনি প্রাণ পণে করিতেছেন এনিমিত্তে তিনি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি করেন তবে তিনি সাধু ব্যক্তি অতএব তাঁহার প্রতি এ উপদেশ করা যায় যে পরমেশ্বর তোমাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন ও তিনি তোমার পিতার পিতা হইয়াছেন ও আমরণ তোমাকে রক্ষা করিতেছেন এবং উপযুক্ত মত তোমার সুখ বিধান করিতেছেন তবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি এবং তাঁহার উপসনা না কর কেন?

এই ফলকামনা যুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অত্যন্ত অধম এবং অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি পিতাকে এ নিমিত্তে ভক্তি করে যে তিনি মৃত্যু সময়ে তাহাকে তাঁহার সমুদয় ধনের অধিকারি করিবেন, এবং তাঁহার সেই ধন প্রাপ্তির প্রতি ব্যাঘাত হইবে কেবল এই ভয়ে তাঁহাকে তুচ্ছ এবং অভক্তি করিতে সে পারে না। এই রূপ মৌখিক পিতৃ ভক্তিকে যেমন কৃত্রিম ভক্তি কহা যায় তদ্রূপ যে কোন লোভি ব্যক্তি ফলকামনা বিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞাদি বা প্রতিমাদির দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করে তাহার উপাসনাকেও কৃত্রিম উপাসনা কহা যায়, কারণ পুত্র বা রাজ্য বা ইন্দ্রপদ তাহার প্রয়োজন হইয়াছে। যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্তির আশা না থাকিত এবং প্রতিমাদি পূজার দ্বারা ধন পুত্র সৌভাগ্যাদি প্রাপ্তির আশ্বাস না থাকিত তবে সে ব্যক্তি অশ্বমেধযজ্ঞ বা প্রতিমাদির অর্চ্চনা আর করিত না। ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্তির কারণ যে অশ্বমেধ যজ্ঞ তাহাকে যদি পরমেশ্বরের উপাসনা কহা যায় তবে রাজ্য লাভের কারণ বিপক্ষ রাজার সহিত যুদ্ধ করাকেও পরমেশ্বরের উপাসনা কহা যাইতে পারে। পরমেশ্বরেতে যাহারদিগের প্রীতি নাই তাহারদিগকে কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিবার নিমিত্তে বেদে যজ্ঞাদি কর্ম্ম শ্রুত হইতেছে।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়িনান্যথেতোস্তি নকর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

বাজসনেয় শ্রুতিঃ॥

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত এক শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক। এইরূপ নরাভিমানি যে তুমি এই প্রকার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর অন্য কোন প্রকার নাই যাহাতে অশুভ কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয়।

বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া যিনি আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে মনকে অভিনিবেশ করত নির্ম্মল আনন্দের অনুভব করেন তিনি ব্রহ্মের যথার্থ উপাসক হয়েন। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বা তাঁহার নাম শ্রবণ হইলেই যাঁহার মনে আনন্দের উদয় হয় তিনি যে প্রকার যথার্থ বন্ধু সেই রূপ পরমেশ্বর প্রতিপাদ্য বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহার জ্ঞানালোচনাতে যাঁহার আনন্দ হয় সেই ব্যক্তিই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক। বন্ধুতা দ্বারা পরস্পর উপকার উদ্দেশ্য না হইলেও যে পরস্পর বন্ধুর উপকার সহজে হয় তাহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই, তদ্রূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় সাংসারিক সুখ উদ্দেশ্য না হইলেও সহজেই সে সুখের উপস্থিতি হয়।

মনের সুখের নিমিত্তেই যদি সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন হয় তবে যে পরমেশ্বরের উপাসনা নিষ্প্রয়োজন তাহা বলা যাইতে পারে না কারণ পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক আপনার মনকে আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মেতে সমাধান করিয়া যে প্রকার অখণ্ড আনন্দের অনুভব করেন তাহা তিনিও বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারেন না, অন্য দ্বারা কি প্রকারে তাহা অনুভূত বা ব্যক্ত হইবে।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতন শ্চেতনানাং
একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্॥
তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥

কঠশ্রুতিঃ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণির কামনাকে দেন তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে

সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতরদিগের সে সুখ হয় না।

যাঁহারা এই আনন্দ স্বরূপকে চিন্তনের দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা ইতর সুখের নিমিত্তে আর ব্যস্ত হয়েন না; যিনি সূর্য্য কিরণ দ্বারা সমুদায় বস্তুকে স্পষ্ট রূপে দর্শন করিতেছেন তিনি আর প্রদীপের আলোককে প্রার্থনা করেন না।

সত্যেতে যাঁহার প্রীতি আছে সুতরাং সর্ব্বদা যিনি সত্যের অনুসন্ধান সর্ব্বতোভাবে করেন তাঁহার প্রতি সত্য প্রসন্ন হইয়া আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন তখন সেই সাধক কৃতার্থ হয়েন এবং বারম্বার সেই সত্যের আলোচনার দ্বারা যখন তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হয় তখন তিনি সম্পূর্ণ আনন্দের উপভোগ করেন। যেমন কোন ক্ষুধাতুর বানপ্রস্থ অনেক পর্য্যটনে কোন ফলপূর্ণ বৃক্ষকে দেখিয়া আনন্দিত হয়েন তদ্রূপ সংসারানলে দীপ্ত শিরা কোন পুরুষ বহু অনুসন্ধানে যখন সত্য-স্বরূপ অমৃতকে লাভ করেন তখন তাঁহার সে আনন্দের পরিসীমা কে করিতে পারে?

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্
সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্
সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ।

যে ব্যক্তি হৃদয়াকাশস্থিত বিশুদ্ধ মনে সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানেন তিনি সেই জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত সকল কামনাকে উপভোগ করেন।

যে ব্রহ্মোপাসক আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মেতে মনকে সমাধান করিয়া আনন্দের অনুভব করিয়াছেন তিনি জানেন যে পরমেশ্বরের কিঞ্চিৎ মাত্র নিয়মোল্লঙ্ঘন করিলে এবং ইন্দ্রিয়গণকে যথা উপযুক্ত মত নিয়োগ করিতে না পারিলে সমাধিকালে ব্রহ্মেতে চিত্তের অভিনিবেশ করিতে পারা যায় না সুতরাং ব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তি হয় না। যেমন জলের চাঞ্চল্য হইলে তাহাতে আপনার রূপ দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ মনের চাঞ্চল্য হইলে তাহাতে

পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না। অতএব যাঁহারা পরব্রহ্মের অন্বেষণ করেন তাঁহারা স্বভাবতঃ সর্ব্বদা পাপ কর্ম্ম হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন ইহাতে ব্রহ্মোপাসক দ্বারা সাংসারিক কর্ম্ম নিয়ম পূর্ব্বক যেরূপ নির্ব্বাহ হইতে পারে এমত অন্য কোন উপাসক দ্বারা সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের নিয়মকে আলোচনা করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্ম করা যেমন পরব্রহ্মের উপাসকদিগের উপাসনা হইয়াছে এমত অন্য কোন উপাসকের উপাসনা নহে।

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
কঠশ্রুতিঃ।

যে পুরুষের বুদ্ধিরূপ সারথি প্রবীণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে সে পুরুষ সংসার রূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের পদ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন।

পরমেশ্বরের নিয়মের অন্যথাচরণ দ্বারা সংসারে দুঃখের বাহুল্য হইতেছে, যদি পরমেশ্বরের নিয়ম মত সংসার নির্ব্বাহ সকলে করিত তবে এই পৃথিবী স্বর্গতুল্যা হইত। পুরুষ যদি পরস্ত্রী গমন না করে এবং স্ত্রী যদি পতিব্রতা সতী হয় পিতা যদি তাঁহার সকল পুত্রকে [illegible]ান স্নেহ করেন এবং পুত্রেরা যদি পিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করে এবং কেহ যদি মিত্রদ্রোহী মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন বিশ্বাস ঘাতক চতুর শঠ ও পরদ্বেষী না হয় অথচ তদ্বিপরীত গুণ বিশিষ্ট মিত্রেষ্টকারী সত্যবাদী কৃতজ্ঞ বিশ্বাসী সরল ও শান্ত পরোপকারী হয় তবে এ পৃথিবীতে আর সুখের অভাব কি থাকে? এই রূপে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করা ব্রহ্মোপাসকদিগের উপাসনা হয় সুতরাং যদি সকলে ব্রহ্মোপাসক হয়েন তবে এই পৃথিবী সাংসারিক সমূহ সুখের স্থান হয়!

ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধি কালে পূর্ণানন্দকে উপভোগ করিয়া এবং ব্যবহার কালে সাংসারিক সমূহ সুখে সুখী হইয়া অন্তকালে পরব্রহ্মের সহিত লীন হয়েন।*

* ইহা বৈদান্তিক মত, ইহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সম্মত নহে।
প্রধান আচার্য্য।

যথা নদ্যঃস্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথাবিদ্বান্নাম রূপাদ্বিমুক্ত পরাৎপরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যং।

যেমন নদী সকল সমুদ্রে গমন করিয়া আপনাপন নামরূপের পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রের সহিত ঐক্য ভাব প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় জ্ঞানি ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর প্রকাশ স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন।*

সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া অনর্থ মূলক কাল্পনিক উপাসনাতে রত থাকিলে এসংসার যে প্রকার দুঃখে পরিপূর্ণ হয় তাহা এক্ষণে এই বঙ্গদেশ নিরীক্ষণ করিলে বিলক্ষণ বিদিত হইবেক। এই কাল্পনিক উপাসনা হইতে এই দেশকে মুক্ত করিবার নিমিত্তে এবং সর্ব্বশাস্ত্রোৎকৃষ্ট বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের প্রচার করিতে প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় অগ্রসর হইয়াছিলেন; ইহাতে তিনি কি কি ক্লেশ সহ্য না করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে বিপক্ষ দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও নদীর প্রতিস্রোতে গমনের ন্যায় ঐ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মহাত্মা কতিপয় বন্ধুর সাহায্য দ্বারা ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে এই স্থানে এই ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত করেন। তদবধি এপর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা ক্রমে উন্নতি জন্য অদ্য যে এই ব্রাহ্মসমাজের শোভা হইয়াছে ইহা যদি ঐ মহাত্মা এপর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া সন্দর্শন করিতেন তবে পূর্ব্বের সমূহ ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তিনি আনন্দ নীরে মগ্ন হইতেন এবং আমারদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। যদি এসময়ে তিনি অবর্ত্তমান জন্য আমারদিগের ক্ষোভ জন্মিতেছে তথাপি তাঁহার প্রধান সহযোগী পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি আমার সম্মুখে আচার্য্যাসনে উপবিষ্ট আছেন তিনি এপর্য্যন্ত আমারদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ থাকাতে পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ করিতেছি। হে আচার্য্য পূজ্যপাদ

* ইহা বৈদান্তিক মত, ইহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সম্মত নহে।
প্রধান আচার্য্য।

আপনি যখন ইহার পূর্ব্বকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া অদ্যকার এই সমাজের সমারোহ এবংএই সমাজস্থ তাবৎকে ব্রহ্মোপাসনার প্রতি আগ্রহ দেখিতেছেন তখন আপনার মনে যে কি আনন্দের অনুভব হইতেছে তাহা আপনি ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি অনুভূত করিতে সমর্থ হয়? হে সমাজস্থ মহাশয়েরা এই ক্ষণে আপনারা যদি উৎসাহ যুক্ত এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া এই মহাত্মা ব্যক্তিদিগেব পরিশ্রমের সহস্রাংশের একাংশ মাত্র পরিশ্রম করেন তবে এই দেশে সম্যক্ রূপে এই ধর্ম্ম প্রচারের বিস্তর কাল বিলম্ব হইবেক না।

ধর্ম্মেমতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং
সহ্যেকএবপরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাস্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানাঃ।
নৈবাপ্তভাব মুপয়ান্তি নচ স্থিরত্বং॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৬৫ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

যখন একাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রের মধ্যে সেই শাস্ত্র অতি শ্রেষ্ট রূপে গ্রাহ্য হইতেছে যে শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে, যথা সমুদয় বেদের মধ্যে উপনিষৎ, মহাভারতের মধ্যে ভগবদ্গীতা, ও তন্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র; এবং যখন পূর্ব্বকালের মহানুভব ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ এবং মান্যরূপে গণ্য হইয়া বিখ্যাত আছেন যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানি ছিলেন, যথা মনু, ব্যাস, পরাশর, শৌনক, যাজ্ঞবল্ক, জনক, রামচন্দ্র ইত্যাদি তখন এই অজ্ঞান তিমির আচ্ছন্ন কালের পূর্ব্বে যে এক অদ্বিতীয় নিত্য পরমেশ্বরের উপাসনা এদেশে বিস্তীর্ণ ছিল এবং

অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাহা গৃহীত হইত তাহার প্রতি কোন সংশয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞানী যে সকল হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা মানবীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইতেছে, যথা—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতা ॥
ব্রাহ্মনেষু চ বিদ্বাংসোবিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥

মনুঃ ॥

স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বুদ্ধিজীবী পশু সকল শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কর্ত্তব্যতা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাঁহারা ঐ কর্ত্তব্যতা জ্ঞান পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হয়েন।

প্রতিমা পূজাদি কাল্পনিক ধর্ম্ম সকল, যাহা এই ক্ষণে এ দেশময় ব্যাপ্ত দেখিতেছি তাহা প্রথমে কেবল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের মন স্থিরের জন্য ভগবান্ বেদব্যাস প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সূত্রে এ দেশ হইতে এক ব্রহ্মের উপাসনা প্রায় লুপ্ত হইয়া কাল্পনিক ধর্ম্মই লোকের সাধারণ ধর্ম্ম রূপে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল তাহা স্মরণ করিতে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। যবনরূপ দুর্দ্দান্ত দানবেরা ভারত বর্ষকে অধিকার করাতে হিন্দুধর্ম্মের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার আর বিলম্ব ছিল না। তাহারদিগের কেবল এই প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল যে যে উপায় দ্বারা হউক এ দেশীয় ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিবে। মামুদসাহ প্রভৃতি যবন দৈত্যের দৌরাত্ম্য ভাবনা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাহারদিগের অত্যাচারে জ্ঞানের আলোচনা খর্ব্ব হইল, জ্ঞানের হ্রাসতা প্রযুক্ত বেদের অর্থ অনবগম্য হইল, এবং ধর্ম্ম পথে নানাপ্রকার প্রবঞ্চনার প্রবলতা জন্য এ দেশবাসি মনুষ্য সকল ভণ্ড ধর্ম্মজালে বদ্ধ হইল। বিদ্যার যে সকল প্রাচীন বীজ ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে লাগিল, সুতরাং

এ দেশে জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর হইল, ইহাতে ভারত বর্ষে সত্য ধর্ম্মের পথ প্রায় একে বারে রুদ্ধ হইল। এবম্প্রকার সময়ে ঈশ্বর প্রসাদে এ দেশ ইংলণ্ডীয় সুপণ্ডিত ন্যায়বান্ মনুষ্যদিগের অধিকৃত হওয়াতে অন্য দিক্ অর্থাৎ ইউরোপ হইতে বিদ্যার স্রোত প্রবাহিত হইয়া এ দেশস্থ লোকের অন্তঃকরণকে অজ্ঞানরূপ মলিনতা হইতে পরিষ্কার করিতেছে। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের প্রসন্নতাবশতঃ তাঁহার যথার্থ উপাসক, ভারত বর্ষের পরমহিতৈষী স্বদেশোজ্জ্বলকারী, আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান্, এক অসাধারণ মনুষ্য বঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার এক সর্ব্বশক্তিমান্ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিলেন—এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়। তিনি স্বয়ং একাকী তর্কের দ্বারা সকলকে নিরস্ত করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে এক অপ্রত্যক্ষ পরব্রহ্মের আরাধনাই যথার্থ ধর্ম্ম, এবং কেবল ইহাই বেদাদি সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, এবং তাহার আলোচনা জন্য ১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এতৎ ব্রাহ্মসমাজ এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সমাজ যদিও অতি দুঃসাধ্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তথাপি ইনি যে ক্রমশঃ কৃতকার্য্য হইতেছেন তাহার সংশয় নাই। ইহার স্থাপন কর্ত্তা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের সময়ের সহিত এ সময়ের তুলনা করিলে এই ক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের বাহুল্য প্রমাণ হইবে। তাঁহার প্রথম কালে কণ্টকিবনের মধ্যে এক চম্পক বৃক্ষের ন্যায় তিনি এ দেশস্থ অজ্ঞানিদিগের মধ্যে এক মাত্র জ্ঞানী দীপ্তবান্ ছিলেন। তিনি শারীরিক আয়াস, মানসিক পরিশ্রম, দেশ পর্য্যটন, অর্থের ব্যয়, মানের ত্রুটি, পরিবারের যন্ত্রণা ইত্যাদি নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াও ঈশ্বরজ্ঞান প্রচারে কাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন; তথাপি প্রায় সমুদায় স্বদেশস্থ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শত্রুভাব ব্যতীত এক দিনের নিমিত্তে মিত্রভাবে কটাক্ষপাত করে নাই। কিন্তু এ সময়ে তিনি অসত্ত্বেও কত ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের নিমিত্তে ব্যগ্র হইয়াছেন,

তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিতা হইয়া নানা উপায় দ্বারা এই ধর্ম্মের বিস্তার করিতেছেন, যে সভা হইতে বংশবাটীতে এক পাঠশালা সংস্থাপন হওয়াতে বালক পর্য্যন্তও ঈশ্বরের উপাসনা শিক্ষা করিতেছে, এক যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠা প্রযুক্ত অনেকবিধ জ্ঞান-জনক গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়াতে তদ্দর্শনে আবাল বৃদ্ধ সকলের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় শ্রদ্ধা জন্মিতেছে। আহা এই কাল যদি মহাত্মা রামমোহন রায়ের বর্ত্তমান কাল হইত তবে এ সমুদয় ঘটনা কি তাঁহার প্রতি সামান্য আহ্লাদের কারণ হইত? বিশেষতঃ অদ্যকার এই আনন্দপূর্ণ সমাজে আমারদিগের সহিত উপ-বেশন পূর্ব্বক এই ব্রহ্মোপাসক মহোদয় মণ্ডলীকে দর্শন করিলে তাঁহার অন্তঃকরণে কি সামান্য আহ্লাদের সঞ্চার হইত?

যে বঙ্গ দেশে কোন সভার জীবন সম্বৎসর হওয়া দুষ্কর, এবং যেখানে বিজাতীয় ধর্ম্ম মহাপরাক্রম দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে, সেখানে যে এই সমাজ পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে ইহা নিতান্ত কেবল এই ধর্ম্মে সত্যতার ফল। কিন্তু হে সভাস্থ ব্রহ্মজ্ঞানোৎসাহি মহোদয়গণ! এ সমাজ কিঞ্চিৎ বলবান্ হইয়াছে, এই ক্ষণে যেন আর যত্নের আলস্য হয় না। বিবেচনা করিলে অধুনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন আবশ্যক। যেরূপ কোন বৃক্ষের বীজ রোপণের কাল অপেক্ষা উন্নতির কালে অধিক শত্রু বৃদ্ধি হয়; কীট সকল তাহার মূলচ্ছেদন করে, পশুগণ তাহার শাখা পল্লবাদি ভক্ষণ করে এবং চৌরেরা তাহার ফল পুষ্প অপহরণ করিতে চেষ্টিত হয়, তদ্রূপ এ সমাজের বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সহিত তাহার বিপক্ষ-দলেরও অধিক শত্রুতা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং যে পরিমাণে ইহার উন্নতি হইতেছে, সেই পরিমাণে তাহারদিগেরও দ্বেষের আধিক্য হইতেছে। অতএব যেরূপ বৃদ্ধিকালে সেই বৃক্ষকে কীট চৌরাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য অধিক যত্ন আবশ্যক, তদ্রূপ এ ক্ষণে এই সমাজকে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অধিক যত্ন আবশ্যক হইয়াছে। সাহসকে আশ্রয় কর,

উৎসাহকে প্রজ্বলিত কর, এবং সমাজের কর্ম্ম সাধন জন্য ব্যগ্র হও। আমারদিগের কার্য্য অতি মহৎ, আশা অতি দীর্ঘ, ফল অতি আশ্চর্য্য, তৎপরিমাণে আমারদিগের পরিশ্রমও অতি বৃহৎ হইবে। অসাধারণ কার্য্য কি অসাধারণ ক্লেশ বিনা সিদ্ধ ? হয় এবং ঐহিক সাধনা বিনা কি পারমার্থিক সুখ প্রাপ্ত হয় আমি ? পুনর্ব্বার উচ্চারণ করিতেছি যে অতি কঠিন কর্ম্মের ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছি, যেহেতু এ দেশের অধিপতিরা আমারদিগের বিধর্ম্মী স্বদেশস্থ লোক আমারদিগের বিপক্ষ, এবং কি আক্ষেপ ! কি লজ্জার বিষয় ! যে আপন পরিবার আমারদিগের বিরোধী। এই সকল ভয়ঙ্কর কণ্টক দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া এক জনের উৎসাহে, কি এক জনের যত্নে, কি এক জনের সাহায্যে নির্ভর করিয়া আমরা স্বয়ং অলস রহিব ? এবং চির কাল কি সমভাবে কাল ক্ষেপণ করিব ? অদ্য অপেক্ষা কল্য অধিক উৎসাহি হও, এবং কল্য অপেক্ষা তৎপর দিবস অধিকতর যত্ন কর। যদিও ব্রহ্মোপাসক সমুদায় মহোদয়দিগের শরীর সর্ব্বদা একত্র হওয়া দুষ্কর, কিন্তু যখন তাঁহারদিগের মনের ঐক্য আছে তখন তন্মধ্যে যিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন, কেবল ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার তাঁহার সকল কার্য্যের মূলীভূত হইবে। সকল বিবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারদিগের মধ্যে কেবল এই বিবাদ থাকিবে যে এই মহৎ কার্য্যে কে অধিক সাহায্য করিতে পারে। ফলতঃ আমারদিগের চেষ্টা নিষ্ফলা হইবার আর সংশয় নাই, যত কাল জ্ঞানালোচনার অল্পতা ছিল, তত কাল এ ধর্ম্মের খর্ব্বতা ছিল, কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে এই ক্ষণে এ দেশের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে যেখানে ছাত্রেরা যুক্তির দ্বারা কেবল এক পরমেশ্বরের উপাসনাই সত্য ধর্ম্ম জানিতেছে, এবং গৃহে যে সকল কাল্পনিক প্রতিমা পূজাদির অনুশীলন দেখে, তাহাকে কাল্পনিক ধর্ম্ম রূপে বোধ করিতেছে, অতএব তাঁহারদিগকে এই মাত্র উপদেশ দেওয়া আবশ্যক যে তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া জানিতেছেন, তাহাই আমারদিগের শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, সুতরাং ইহা হইলে যাঁহারা এই ক্ষণে আমারদিগের বিপক্ষ আছেন, তাঁহারদিগের সন্তানেরাই আমার-

দিগের স্বপক্ষ হইবেক; তখন ঈশ্বরপ্রসাদে এ দেশ ব্যাপিয়া বংশবাটীর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ন্যায় বিদ্যালয় সকল স্থানে স্থানে স্থাপিত হইবে যেখানে বালকেরা যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রাপ্ত হইবে। এমত আহ্লাদজনক কাল উপস্থিত হইলে সূর্য্যকিরণের ন্যায় অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এই ভারত বর্ষ পূর্ণ থাকিবে, তৎকালাবধি ব্রহ্মজ্ঞানের হ্রাস হইবার আর সম্ভাবনাও থাকিবে না। আমারদিগের ভারত বর্ষে এমত সুখের কাল কোন্ দিন উপস্থিত হইবে!

অদ্যকার সমাজ দর্শনে এ সমাজকে অনেক কৃতকার্য্য দেখিয়া অন্তঃকরণ যেরূপ প্রফুল্ল হইতেছে, তাহাতে কোন ক্ষোভ, কোন আশঙ্কা চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, কেবল এই আশা হইতেছে যে ভবিষ্যৎ বৎসরে স্বদেশের অধিক ভাগে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভা বিকীর্ণ দেখিব।

হে জগদীশ্বর এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা ব্রাহ্মদিগের প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৬৬ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা।

পঞ্চদশ বৎসর গত হইল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বজ্ঞান-শ্রেষ্ঠ এবং ঐহিক আনন্দ ও পারত্রিক মুক্তির সোপান-স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার জন্য শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম দ্বারা এই ব্রাহ্ম-সমাজ ১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এই স্থানে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার পরিশ্রম ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে চিত্ত কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। তাঁহার জীবিতাবস্থায় বঙ্গ ভূমির এক দিগে বিজাতীয় ধর্ম্ম-সংস্থাপকেরা দেশের

প্রত্যেক পল্লীতে এবং নগরস্থ প্রত্যেক পথে দলবদ্ধ হওত তত্তৎ ধর্ম্ম পুস্তকান্তর্গত গ্রন্থ সকল বিতরণ এবং পাঠশালা সংস্থাপনাদি বিবিধ উপায়ের দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জাল বিস্তীর্ণ করিতেছিল, অন্য দিগে এই দেশস্থ ধর্ম্মোপদেশকেরা পুরাণ তন্ত্রানুযায়ি কাল্পনিক পৌত্তলিক ধর্ম্মে মত্ত থাকিয়া সংস্কারবলে বহু কালের পুরাতন শাস্ত্রার্থের বিভাব করত দেশস্থ লোকের মন তমোবৃত করিতেছিলেন; কিন্তু সেই মহাত্মা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা এই খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-জালচ্ছেদন করিতে এবং লোকের মনকে অন্ধকার হইতে মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি যে তাঁহার উৎসাহে আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার পথ মুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার সহযোগি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকেও ধন্যবাদ করি যে তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করত আমারদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। এই ক্ষণে পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা যে এই পুণ্য ভারত ভুমি পুণ্যবান্ ব্রাহ্ম দ্বারা আশু পরিপূর্ণা হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৬ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

কোন ধর্ম্ম বিধি পূর্ব্বক গৃহীত না হইলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না, এবং সাধকের মনে দৃঢ়তা থাকে না; এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিধি ও নিয়ম পূর্ব্বক গৃহীত না হওয়াতেই লুপ্ত প্রায় হইতেছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যে বিধি পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা গ্রহণ করাইতে পারেন নাই ইহাতে তাঁহার এ বিষয়ে ক্রুটি বলা যায় না; কারণ যে রূপ কোন

বন্য ভূমিতে সুফল বৃক্ষ রোপণ করিবার নিমিত্তে অগ্রে তাহার বন্যবৃক্ষচ্ছেদনাদি দ্বারা তাহাকে আধার করিয়া পশ্চাৎ মনোগত বৃক্ষের রোপণ করিতে হয়, সেই রূপ ঐ মহাত্মার এ প্রদেশকে অজ্ঞান কণ্টক হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞান বীজ রোপণের আধার করিতেই সময় ক্ষেপণ হইয়াছিল; বরঞ্চ তাঁহার সহযোগী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অবগতি হইয়াছে যে এই রূপে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু লোক সকল মলিনান্তঃকরণে ও ব্যবহারিক ভয়ে তাহা গ্রহণ না করাতে সুতরাং তাঁহাকে ক্ষান্ত এবং দুঃখিত থাকিতে হইয়াছিল। এই ক্ষণে পরমেশ্বর প্রসাদাৎ অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে সেই রামমোহন রায়ের যত্নে এত কালে লোকের মনঃক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইয়াছে যে তাঁহার সেই সহযোগী শ্রীযুক্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য রূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক এই ব্রাহ্মধর্ম্ম লোক সকলকে উপদেশ করিতে সমর্থ হইতেছেন। তন্নিয়মে উপদিষ্ট অনেক ব্রাহ্মকে অদ্যকার সমাজে স্থানে স্থানে দেখিয়া কি আনন্দে মন মগ্ন হইতেছে! হে পরমেশ্বর! যেন আগামি বৎসরের এই সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৬৬ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

তৃতীয় বক্তৃতা।

নিয়ম পূর্ব্বক বিধিবৎ ঔষধ সেবন দ্বারা যেরূপ পীড়ার আশু শান্তি হয়, সেইরূপ নিয়মমত প্রতিজ্ঞার সহিত কার্য্যারম্ভ করিলে তাহার সুসিদ্ধি অবিলম্বে সম্ভব হয়। অশ্বগণ

দুরন্ত হইলেও যেরূপ সংযত প্রতিজ্ঞাশীল সুবোধ সারথির শাসন দ্বারা ক্রমশঃ বশীভুত হয় এবং সুপথে গমন করে, সেই রূপ ইন্দ্রিয়গণ চাঞ্চল্যমান হইলেও যথাবিধি নিয়ম প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাশীল ব্যক্তির যত্ন দ্বারা অবিলম্বে তাহারা শান্ত হইতে পারে। অতএব সকল কার্য্য বিশেষতঃ ধর্ম্মের আশ্রয় বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এই সমাজের স্থাপনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এই রূপ বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসকের দল স্থাপন করিবার জন্য দৃঢ়তর উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানের প্রাবল্য ও দ্বেষের আধিক্য প্রযুক্ত সে উদ্যোগ বিফল হইল, কেহ তদ্বিষয়ে সাহসী হইল না। ঈশ্বরপ্রসাদাৎ উক্ত মহাত্মা কর্ত্তৃক রোপিত জ্ঞানাঙ্কুর বল প্রাপ্ত হওয়াতে কালবশে এই ক্ষণে সেইরূপ বিধিনিষেবিত প্রতিজ্ঞাশীল ব্রহ্মোপাসক অনেকে হইতেছেন যাঁহারা ব্রাহ্ম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ফলতঃ অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রধান সহকারী যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি তৎকালে ব্রাহ্মদল স্থাপনে অধিক উৎসাহী ছিলেন, তিনিই এইক্ষণকার ব্রাহ্মদিগের আচার্য্য হইয়াছেন। তিনি এক বার এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রাচীন কালে সেই প্রাচীন আশাকে পূর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদযুক্ত হইয়াছেন, এবং সে আহ্লাদ তিনি ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে যে প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনেক ব্রাহ্মই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এই ক্ষণে যে বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা দেশ উজ্জ্বল হইবে তাহার অতিশয় আশা হইতেছে। হে জগদীশ্বর এই আশা অচিরাৎ ফলবতী করিয়া এ দেশ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭১ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন যে যখন বিপদ্ কি অন্য কোন সময়ে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা সিদ্ধ করিতে তিনি আপনার অখণ্ড নিয়ম সকল কখন উল্লঙ্ঘন করেন না, আর যখন কোন পৃথিবীস্থ রাজার ন্যায় স্তুতি বন্দনা তাঁহার তুষ্টিকর হয় না তখন তাঁহার উপাসনার আবশ্যক কি? এ রূপ আপত্তি কারকেরা বিবেচনা করেন না যে যদ্যপি ঈশ্বরোপাসনার প্রতি কোন সাংসারিক কামনার সাফল্য নির্ভর করে না বটে, তথাপি তাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি মঙ্গল অভিপ্রায়ে প্রাকৃতিক সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, যিনি জল বায়ু আলোক প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সকল এমত প্রচুররূপে দিয়াছেন যে সে সকল মূল্য দিয়া আহরণ করিতে হয় না, যিনি মনের ক্ষুধা নিবারণ নিমিত্ত বিদ্যার নিয়োগ করিয়াছেন, যিনি ভাবি বালকের পোষণ নিমিত্ত মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করেন, যিনি কি পুণ্যবান্ কি পাপী কি ব্রহ্মনিষ্ঠ কি নাস্তিক সকলেরই উপজীবিকা বিতরণ করিতেছেন, আর পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলেও এবং প্রভুর কোপে জীবিকাচ্যুত হইলেও যিনি বাস ও জীবিকা প্রদান করিতে ক্ষান্ত হয়েন না, হা! তাঁহার প্রতি কি কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণ করা কি উচিত বোধ হয় না? যখন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে হইল তখন পিতা, মাতা, ও বন্ধু স্বরূপে তাঁহার প্রতি আমারদিগের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাও সাধন করিতে হইবেক। "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।" পরমেশ্বর আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরাও যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। হে অকৃতজ্ঞ পুত্রেরা! তোমারদিগের পিতাকে তোমরা স্মরণ না কর, তাঁহার প্রতি তোমরা শ্রদ্ধা

না কর, কিন্তু তিনি তোমারদিগের প্রতি যে রূপ করুণা বর্ষণ করিতেছেন তাহা বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন না। পরমেশ্বরের উপাসনা কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে তাহা অত্যন্ত আনন্দ জনক হইয়াছে। জগদীশ্বর যত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তন্মধ্যে এই এক নিয়ম যে ব্রহ্ম চিন্তাতে অত্যন্ত সুখোৎপত্তি হয়। বোধাতীত সুকৌশল সম্পন্ন মহৎ বিশ্ব কার্য্য আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, করুণা প্রতিপন্ন করা যে কি আনন্দজনক তাহা বাক্য পথের অতীত। সে সুখ যে ব্যক্তি যথার্থরূপে আস্বাদন করেন তাঁহার নিকট পৃথিবীর বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ও শোভনতম মুকুট সকল তুচ্ছ বোধ হয়। যখন মন ঈশ্বরের কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া তাঁহার মহিমা স্বভাবতঃ এইরূপ কীর্ত্তন করে যে "হে পরমাত্মন্! তোমার মঙ্গলানন্দোৎপন্ন এই বিচিত্র জগৎ কি আশ্চর্য্য রচনা! কি নিরুপম কৌশল! কি অনন্ত ব্যাপার! ভুরি ভুরি গূঢ় কার্য্য সহিত এই এক ভুলোকই কি প্রকাণ্ড পদার্থ! এই ভুমণ্ডল অপেক্ষা অতুল পরিমাণে বৃহত্তর কত অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য লোকমণ্ডল গগণে বিস্তৃত রহিয়াছে! অন্ধকার রজনীতে ঘন বর্জ্জিত আকাশে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ উজ্জ্বল নক্ষত্র গহন কি অগণ্যরূপে প্রকাশ পায়! নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, সুর্য্যের পর সূর্য্য! এমত সূর্য্য সকলও আছে যাহারদিগের রশ্মি নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে অদ্যাপি আসন্ন হইতে পারে নাই! হে জগদীশ্বর! তোমার শক্তি বাক্য মনের অগোচর এমত ব্রহ্মাণ্ড তুমি এক কালে সৃজন করিলে, তুমি চিন্তা করিলে আর এ সমস্ত তৎক্ষণাৎ হইল! তোমার জ্ঞানের কথা কি কহিব? যখন এক বৃক্ষ পত্রের রচনা আমরা এ ক্ষণ পর্য্যন্তও সম্যক্-রূপে জ্ঞাত হইতে পারি নাই তখন আমরা তোমার জ্ঞান-সমুদ্র সন্তরণ দ্বারা কি প্রকারে পার হইব? দিবারাত্র ষড়্ঋতুর কি সুচারু বিবর্ত্তন! পঞ্চ ভুতের পরস্পর সামঞ্জস্য কি চমৎকার নিয়ম! জীবশরীর কি পরিপাটী শিল্পকার্য্য! মনুষ্যের মন কি নিগূঢ় কৌশল! তুমি সৃষ্টির সময়ে যে সকল নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিলে অদ্যাপি সেই সকল নিয়ম দ্বারা জগতের কার্য্য

সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে; প্রথম দিবসে তোমার সৃষ্টি যে রূপ মনোহর দৃশ্য ছিল অদ্যাপি তাহা সেই রূপ মনোহর দৃশ্য রহিয়াছে। মহৎ তোমার কীর্ত্তি, জগদীশ্বর! অনন্ত তোমার মহিমা! কোন্ মন তোমাকে অনুধাবন করিতে পারে? কোন্ জিহ্বা তোমাকে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? যখন ঈশ্বরের কার্য্য আলোচনা করিয়া মন এ প্রকারে আপনা হইতেই সেই পরম পাতার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে তখন সে কি বিপুল ও বিমলানন্দ সম্ভোগ করে! ফলতঃ সকল পদার্থ হইতে যিনি শ্রেষ্ঠতম তাঁহার স্বরূপ-চিন্তা অত্যন্ত আনন্দপ্রদ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এমত শ্রেষ্ঠতম পদার্থের প্রতি—এমত প্রীতিযোগ্য পদার্থের প্রতি যে পরিমাণে প্রীতি প্রগাঢ় হইতে থাকে সেই পরিমাণে ব্রহ্মোপাসনার আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকে। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।" যিনি মঙ্গল-সঙ্কল্প-জ্ঞান, যিনি নির্ম্মলানন্দস্বরূপ পদার্থ, যাঁহার সহিত আমারদিগের নিত্য সম্বন্ধ, যিনি আমারদিগের শেষ গতি, যিনি ইহ কালে মঙ্গল বিতরণ করিতেছেন এবং পর কালে ক্রমে ক্রমে অধিকতর মঙ্গল বিতরণ করিবেন, যিনি অবশেষে আমারদিগকে এক আনন্দ পরিচ্ছদ প্রদান করিবেন যাহা কখনই জীর্ণ হইবেক না, তাঁহাকে চিন্তা করিলে কোন্ সুস্থ মন প্রীতিরূপ পুষ্প দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে অগ্রসর না হইবেক? মনুষ্যের শরীর ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যের মন পরিবর্ত্তনের আকর। পরমেশ্বরের প্রতি যিনি প্রীতি করেন তাহার সুহৃদের সহিত তাঁহার কখন বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই "সযআত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি"। মনুষ্যের যে নিজোন্নতির বাসনা আছে তাহা মোক্ষাবস্থা ব্যতীত, পরমপুরুষার্থ ব্যতীত, আর কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না? ঈশ্বরব্যতীত, আর কোন বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া তিনি প্রীতির সার্থকতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহা আপনার অত্যন্ত সৌভাগ্য জ্ঞান করেন যে এই প্রধ্বংসমান সংসারে তিনি এমত এক পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন যাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া যাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি তাহাতে সুস্থির

থাকিতে পারেন। যখন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় পরমাত্মাকে দর্শন করেন, সর্ব্বব্যাপিরূপে আপনার নিকট আপনার অন্তরে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত সন্তোষামৃতে সিক্ত হয় এবং বিশ্ব সংসার পরম মঙ্গল ও নির্ম্মলানন্দের আলয়রূপে প্রতীত হইয়া সকল বস্তু তাঁহার সম্বন্ধে সুখের আকর হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্ম অথচ পরম উৎকৃষ্ট আনন্দজনক ব্রহ্মোপাসনা সুচারুরূপে সম্পাদন করা, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যাহাতে উত্তরোত্তর গাঢ় হয় তাঁহার প্রত্যক্ষ ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্থায়ি হয়, এমত অভ্যাস করা, জীবনের মুখ্য কর্ম্ম হইয়াছে কারণ প্রতীত হইতেছে যে পরমেশ্বর যে নিত্য পূর্ণ সুখের অবস্থা আমারদিগকে প্রদান করিবেন তাহার সুখ কেবল এই সুখ। হে পরমাত্মন্! প্রীতিপূর্ণ মনের সহিত তোমার আলোচনার সময়ে যে সুস্নিগ্ধ সুনির্ম্মল মহদানন্দ দ্বারা চিত্ত কখন কখন প্লাবিত হয়, তোমার নিকটে এই প্রার্থনা যে সেই আনন্দ তুমি চিরস্থায়ী কর তাহা হইলে আমি পরিত্রাত ও কৃতার্থ হইলাম। ঈশ্বরের প্রীতি উত্তরোত্তর যত গাঢ় হইবে তাঁহার প্রত্যক্ষ উত্তরোত্তর যত অধিক স্থায়ী হইবে ততই আমারদিগকে মুক্তির নিকটতর জ্ঞান করিতে হইবেক।

কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনাতে এ প্রকার আনন্দ প্রতিভাত হয় না, এ প্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যদ্যপি সেই উপাসনার এক অঙ্গ সাধন অর্থাৎ তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন না হয়। যেমত রাজার নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া তাঁহাকে কেবল অভিবাদন করিলে তাঁহার নিকট তাহা গ্রাহ্য হয় না তদ্রূপ ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে সে উপাসনাও তাঁহার গ্রাহ্য হয় না। অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে ঈশ্বরজ্ঞান তাহাতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় না। "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে এ ক্ষণে অনেকের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান কোন আমোদ জনক বিদ্যার ন্যায় আলোচিত হইয়া থাকে, কার্য্যের সময় তাহা কিছুই প্রকাশ পায় না। হে পাপাসক্ত ব্যক্তি! নরকস্বরূপ

তোমার মনের সহিত সেই পরিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে কি প্রকারে তোমার ভরসা হয়? সুমধুর স্বরে অতি পরিপাটীরূপে বেদ পাঠই কর আর উপনিষদের ভুরি ভুরি শ্লোক কণ্ঠস্থই থাকুক, আর সুচারুরূপে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি-দিগের সন্দেহ সুতর্ক দ্বারা নিরাকরণই কর তথাপি অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে? বরঞ্চ পরমেশ্বর অজ্ঞ পাপী অপেক্ষা বিদ্বান্ পাপীর প্রতি অধিক রুষ্ট হয়েন। অন্ধ ব্যক্তি কূপে পতিত হইয়া থাকে; চক্ষুঃ থাকিতে কূপে পতিত হইলে কোন প্রকারে ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না। বিদ্বান্ পাপী অপেক্ষা অজ্ঞ সাধু মহত্তর ব্যক্তি। হে বিদ্বন্! আমি মানিলাম যে তুমি বিবিধ শাস্ত্রে অতি ব্যুৎপন্ন, জ্ঞানোপদেশ প্রদানে অতিদক্ষ, নানা শাস্ত্র হইতে ভুরি ভুরি সমীচীন শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে আশ্চর্য্যে স্তব্ধ করিতে পার কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার চরিত্র শোধন না কর, তোমার ব্যাখ্যাত উপদেশ সকল কার্য্যেতে পরিণত না কর, সে পর্য্যন্ত তুমি কেবল এক গ্রন্থবাহক চতুষ্পদ তুল্য। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। পরমাত্মা ইন্দ্রিয়লোল ব্যক্তিদ্বারা কখন লব্ধ হয়েন না। "নাবি-রতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসোবাপি প্র-জ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ"। অশান্ত অসমাহিত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। ঈশ্বরের নিয়ম কি সুচারু কি সুখাবহ! মন রিপুসকল বশে রাখিয়া ও হিতৈষণা দ্বারা আর্দ্র থাকিয়া কি সুস্থ ও প্রফুল্লতা দ্বারা জ্যোতিষ্মান্ থাকে! ইন্দ্রিয় নিগ্রহে চরিত্র শোধনে প্রথম অনেক কষ্ট কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহজ হইয়া পরিশেষে অপর্য্যাপ্ত সুখ লাভ হয়। অদ্য তুমি নিত্য আচরিত কুকর্ম্ম হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া নিবৃত্ত হও, কল্য নিবৃত্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, পরশ্বঃ তদপেক্ষা এই রূপে ক্রমে তুমি পাপ রূপ পিশাচীর লৌহশরীরের আলিঙ্গন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে ধর্ম্মাচল আরোহণ করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট বোধ হয় কিন্তু তাহাতে আরোহণ করিলে শান্তির সুমন্দ হিল্লোল সেবিত পরমোৎকৃষ্ট আনন্দ কুঞ্জে অবস্থিতি

কয়ত্র মুমুক্ষু ব্যক্তি কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হয়েন তাহা বর্ণনাতীত। ইহা নিঃসন্দেহ যে সেই আনন্দের স্বরূপ যদি এক বার পাপাত্মা ব্যক্তির প্রতি প্রতিভাত হয় তবে সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে বিরত হইতে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হয়। ধর্ম্ম কি রমণীয় পদার্থ, ধর্ম্মের কি মনোহর স্বরূপ! "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি" সকল বস্তুর মধ্যে ধর্ম্ম মধু স্বরূপ হইয়াছে, ধর্ম্ম হইতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। "হে পরমাত্মন্ মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া ও দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়ম পালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরমমঙ্গল ও নির্ম্মলানন্দ স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত কর যাহাতে ক্রমে নিত্য পূর্ণ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হই"।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭২ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা।

অদ্য কি শুভ দিন! অদ্য আনন্দরূপ সুধাকর কিরণে জগৎ সুশোভিত দেখিতেছি! ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অদ্যকার সুখময় সময় অতিশয় পবিত্র ও পরম প্রার্থনীয়। যিনি অদ্য সমাজস্থ হইয়া কেবল উজ্জ্বল দীপ-জ্যোতি ও বাহ্য শোভা মাত্র সন্দর্শন করিয়া নিবৃত্ত রহিয়াছেন, তিনি অদ্যকার সমাজের অপূর্ব্ব অনুপম শোভার কিছুই দেখিলেন না। বাহ্য সৌন্দর্য্যের অপেক্ষায় কোটি গুণ উজ্জ্বল ও অনন্ত গুণ শোভাকর যে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় রমণীয় জ্যোতিঃপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পরমেশ্বরপরায়ণ সচ্চরিত্র সাধুদিগের হৃদয়াকাশ পূর্ণ করিতেছে, তাহা তাঁহার অনুভূত হইল না। এক বৎসরের পরে আমরা সাম্বৎ-

সরিক সমাজের কার্য্য সাধনার্থে—জগদীশ্বর সন্নিধানে আমারদিগের ধর্ম্মোন্নতি ও জ্ঞান বৃদ্ধির পরিচয় প্রদানার্থে একত্র সমাগত হইয়াছি। গত সাম্বৎসরিক সমাজের পর সম্পূর্ণ এক বৎসর অতীত হইয়াছে,—সূর্য্য ক্রমে ক্রমে আর এক বার দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়াছেন, সমুদায় ঋতু একাদি ক্রমে আর এক বার পরিবর্ত্ত হইয়াছে, পৃথিবীও আর এক বার প্রজা পরিপালন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপনার অপার ঔদার্য্য গুণের পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এই রূপ ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু পরমেশ্বরের শুভকর শাসনানুসারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক সংসারের উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছে। এ ক্ষণে, হে ব্রাহ্মগণ! এই অতীত দ্বাদশ মাসে আপনারা আপনারদিগের উন্নতি সাধনে কত দূর সমর্থ হইয়াছেন, তাহা এক বার অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত। এ উন্নতি শব্দে ধন বৃদ্ধি নহে, ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি নহে, মান ও প্রভুত্ব বৃদ্ধিও নহে। তদপেক্ষায় কোটি গুণ—অনন্ত গুণ উৎকৃষ্ট অমূল্য ধনের উন্নতি জিজ্ঞাসা আমার উদ্দেশ্য। আপনারা স্বকীয় স্বরূপ মার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ করিতে—পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিতে—নির্ভয়ে ও সানন্দ হৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করিতে—প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতে কত দূর সমর্থ হইয়াছেন, ইহা অদ্য আলোচনা করা কর্ত্তব্য। হে জগদীশ্বর! এ সমাজে যেন এমন কোন ব্যক্তি না থাকেন, যে তিনি গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর আপনাকে অধর্ম্মপঙ্কে অধিক নিমগ্ন দেখিয়া তোমার "উদ্যত বজ্র" ভয়ে তোমাকে স্মরণ করিতে শঙ্কিত হইতেছেন। আমারদিগের ইহা সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম রাখা উচিত, যে আমারদিগের এই ধর্ম্ম যেন কেবল মৌখিক ধর্ম্ম না হয়। ভূমণ্ডলে এ প্রকার অত্যুৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই। এই ধর্ম্মই ঈশ্বরাভিপ্রেত যথার্থ ধর্ম্ম এবং পরম পুরুষার্থ সাধনের একমাত্র উপায়। পৃথিবীস্থ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানাপন্ন মহাত্মারাই স্ব স্ব দেশ-প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াও এই ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহা আমারদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, যে আমরা

অনেকে একমত হইয়া এই পরম ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে সমর্থ হই-তেছি। ব্রাহ্মেরা যৎপরিমাণে এ ধর্ম্ম পালন করিতে পারিবেন—ব্রাহ্ম-ধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিতে শক্ত হইবেন, তৎপরিমাণে তাঁহারদিগের ব্রাহ্মত্ব রক্ষা পাইবে, স্বধর্ম্ম প্রবল হইয়া স্বদেশের কল্যাণ হইবে, পরমেশ্বরের শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন হইবেক, এবং যিনি এ দেশে এই ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

তাঁহাকে স্মরণ হইলে অন্তঃকরণে আর অন্য কোন বিষয় স্থান পায় না। অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়, ভক্তি শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হয়, শরীর লোমাঞ্চিত ও প্রেমাশ্রু বিনির্গত হয়। সেই পরমেশ্বরপরায়ণ অসাধারণ আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিই প্রথমে এ দেশে অজ্ঞান বন ছেদন ও জ্ঞানাঙ্কুর রোপণের পথ প্রদর্শন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল অন্বেষণ করিলে তিনিই এই ব্রাহ্ম-সমাজরূপ সুরম্য বৃক্ষমূলে বীজরূপে দৃষ্ট হয়েন। এখ-নও তাঁহার নাম উচ্চারিত হয় নাই বটে, কিন্তু অদ্য সমাজস্থ হইয়া কোন্ ব্যক্তি রামমোহন রায়কে অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিতে পারে? যাহাতে ভারত বর্ষের বিষম দুরবস্থা দূরীকৃত হয়, বিশেষতঃ কাল্পনিক ধর্ম্ম সকল নিরাকৃত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কারণ এক মাত্র অদ্বিতীয় নিরবয়ব পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচলিত হয়, তাহাই তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। জননী জন্ম-ভূমির দুঃখ মোচনার্থে যে রূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য, তাহা তিনিই জানিতেন ও তিনিই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা কি কেবল এই ক্ষুদ্র বঙ্গ দেশের উপকার মাত্রে পর্য্যাপ্ত ছিল? তাঁহার স্বভাব যেমন উদার ও অভিপ্রায় যেমন মহৎ তাঁহার কার্য্য ও সেই প্রকার অসাধারণ। বেগবান সিন্ধুনদ, তুষার-মণ্ডিত হিমালয় এবং আবা ও আসামের বনাকীর্ণ পর্ব্বতও তাঁহার জন্ম-ভূমির সীমা ছিল না। তাঁহার জন্ম-ভূমি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চতুর্মহা-সাগর দ্বারা আবদ্ধ ছিল। তিনি সমুদায় ভূমণ্ডলকে স্বকীয় দেশ এবং ভারত বর্ষকে গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তিনি

সকলকেই স্বদেশীয় মনুষ্য বোধ করিতেন, এবং তিনি স্বয়ং যে জ্ঞান রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ব সাধারণকেই বিতরণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র ছিলেন। এক মাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে ব্যাপ্ত হয়, ইহাই তাঁহার বাঞ্ছিত ছিল। যে পরম ধর্ম্ম সমুদায় মনুষ্যের মানস-পটে ও সকল বাহ্য পদার্থের সর্ব্ব স্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এই বিশ্বরূপ অভ্রান্ত গ্রন্থই যে ধর্ম্মের সাক্ষী, সুতরাং যাহার প্রামাণ্য বিষয়ে লেশ মাত্রও সংশয় নাই, তাহাই প্রচার করণার্থে তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ মাত্রকে পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপ বিবেচনা করিতেন, এবং তদীয় আলোচনা এবং তন্মূলক গ্রন্থানুশীলন দ্বারা স্বয়ং চরিতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি নানা দেশীয় নানা জাতীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিতেন, এবং তাঁহারদের স্বীয় স্বীয় শাস্ত্র হইতে সত্য ধর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারদিগের বোধসুলভ করিয়া দিতেন। তিনি যেমন স্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার কালে স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন, সেই রূপ মোসলমানদিগের সহিত বিচার কালে কোরাণের প্রমাণ এবং খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিচার কালে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিতেন, কারণ সত্য-স্বরূপ মহারত্ন সর্ব্ব স্থান হইতেই লভনীয়। তিনি এই রূপ বিচারে সমুদায় প্রতিপক্ষ নিরস্ত করিয়া স্বীয় পক্ষ স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টান তিনেরই মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে আপন ধর্ম্মে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বি ব্রহ্মোপাসকদিগের সাধারণ উপাসনা-স্থান, এবং সকল দেশে তাঁহার যে ধর্ম্ম প্রচারের অভিলাষ ছিল, তাহাই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। তাঁহার এই প্রকার মহৎ অভিপ্রায় ছিল, যে পরাৎপর পরমেশ্বর আমারদিগের সকলেরই পরমপিতা, সকলেরই পরমারাধ্য এবং সকলেরই পরম প্রীতিভাজন। তিনি "সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ" সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ্য, সকলের সুহৃৎ।

তিনি "সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা" সকল প্রাণির অধিপতি ও সকল প্রাণির রাজা। তাঁহার নিকট জাতি নাই, বর্ণ নাই, উপাধি নাই, অভিমানও নাই। আমরা সকলেই সেই "অমৃতস্য পুত্রাঃ" এবং সকলেই তাঁহার তত্ত্ব রস পানে অধিকারি। সকলেরই শ্রদ্ধাভিষিক্ত হইয়া সমবেত স্বর নিঃসারণ পুরঃসর তাঁহার গুণগান করা কর্ত্তব্য। যে দেশীয় যে জাতীয় যে কোন ব্যক্তি আপনার হৃদয় আসনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীতি রূপ পবিত্র পুষ্প প্রদান করেন, তিনি তাঁহারই আরাধনা গ্রহণ করেন। অতএব শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এই পরম শুভকর অভিপ্রায়ানুসারে এই ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত করিয়া ব্রহ্মোপাসকদিগের সাধারণ উপাসনার স্থান করিলেন। যে দেশীয় যে কোন ব্যক্তি এক মাত্র, অদ্বিতীয়, বিচিত্র-শক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাবয়ববিবর্জ্জিত, সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্ত্তা, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল প্রদাতা পরাৎপর পরমেশ্বরে প্রীতি করেন, এবং তাঁহারই প্রীত্যর্থে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সমুদায় সাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এ সমাজ তাঁহারই উপাসনা স্থান।

অতএব যে স্বদেশহিতৈষি পরম ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তি এই ধর্ম্ম প্রচার ও এই সমাজ সংস্থাপন পুর্ব্বক আমারদের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন, অদ্য সকলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে এক বার মনের সহিত ধন্যবাদ প্রদান কর। তিনি আমারদের নিমিত্ত কত কষ্টই বা স্বীকার করিয়াছেন! শারীরিক আয়াস, মানসিক পরিশ্রম, দেশ পর্য্যটন, অর্থ ব্যয়, লোকনিন্দা, মানের ক্রটি, পরিবারের যন্ত্রণা, গুরু লোকের তাড়না ইত্যাদি অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও—সহস্র সহস্র বিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হইয়াও তিনি স্বীয় সঙ্কল্প সাধনে ক্ষণকালও নিরস্ত হয়েন নাই। অকৃতজ্ঞ দেশস্থ লোকে তাঁহাকে অত্যুৎকট যাতনা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল,—তাঁহার প্রাণের উপরেও আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তথাপি তিনি নিমেষের নিমিত্তেও প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। যাহারা তাঁহার এত অনিষ্ট করিয়াছে,

তিনি তাহারদিগেরই হিতার্থে শরীর নিপাত করিয়াছেন। তিনি এ সমাজ কেবল সংস্থাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই; তিনি যত দিন এ দেশে বিদ্যমান ছিলেন, তত দিন যত্ন, উৎসাহ ও পরিশ্রম দ্বারা ইহার উন্নতি সাধনে সম্যক্ রূপ সচেষ্টিত ছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কৃতকার্য্য হইতেছিলেন। যদিও তাঁহার দেশান্তর ও লোকান্তর গমনের পরে তাঁহার অভাবে সমাজের দুরবস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন তাহা কদাপি নির্ব্বাণ হইবার নহে; তিনি যে সত্য-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও আচ্ছন্ন হইবার নহে; তিনি এই জড়ীভূত-প্রায় মুমূর্ষু বঙ্গভূমিতে যে মহামৃত সেচন করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও ব্যর্থ যাইবার নহে। তাঁহার প্রকাশিত জ্যোতিঃ পুঞ্জের এক মাত্র কিরণে মহীয়সী তত্ত্ববোধিনী সভার জীবন সঞ্চার হইয়াছে,—তৎ সংস্থাপক অকস্মাৎ রামমোহন রায় প্রকাশিত উপনিষদ্ বিশেষের একটি পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র পত্র প্রাপ্ত হওয়াতেই এই সভা সংস্থাপনের উপক্রম হইল, এবং পরমেশ্বর প্রসাদে এই পরম ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন হইবার সূত্রপাত হইল। এই সভার সভ্যেরা সত্যান্বেষণার্থে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, জ্ঞান চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন, ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত হইলেন, শাস্ত্রানুশীলনে নিবিষ্ট হইলেন, বিশ্ব-কর্ত্তার বিশ্ব-কার্য্যের জ্ঞান লাভে অনুরাগি হইলেন, এবং আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া ব্যক্ত করিতেছি, যে তাঁহারা নানা প্রকার বিচার করিয়া পরিশেষ এই ধার্য্য করিলেন, যে রামমোহন রায় প্রদর্শিত পথই প্রকৃষ্ট পথ —পরম পুরুষার্থ সাধনের অদ্বিতীয় উপায়—মানব জন্মের সাফল্য-সাধক—দুস্তর দুঃখ সাগর সন্তরণ ও অনির্ব্বচনীয় অনুপম নির্ম্মল সুখধাম আরোহণের এক মাত্র সোপান। তাঁহারা এই জ্ঞান রূপ মহারত্ন লাভ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং তদ্দ্বারা স্বপরিবার স্বরূপ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে বিভূষিত করিতে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা যুক্তিযোগে যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া শাস্ত্র বিষয়ে এই পরম সত্য নিশ্চয় করিলেন, যে "অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং

ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এ সমুদায়ই অপকৃষ্ট বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশি পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট বিদ্যা। তাঁহারদের দ্বারা এ দেশে ব্রহ্ম বিদ্যার অত্যন্ত আন্দোলন হওয়াতে কতিপয় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি একমত হইয়া নিয়মিত রূপে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, তদ্দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি হইতে লাগিল, এবং এই সমাজ সংস্থাপক সেই মহাশয় পুরুষের মনোবাঞ্ছা এত দিনে পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। প্রণিধান করিয়া দেখুন, তিনি যদর্থে ভূমণ্ডলে প্রেরিত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা সাধন করিতেছেন। বোধ হইতেছে, যেন অদ্যাপি তিনি আমারদের পথ-প্রদর্শক ও জীবিতবান্ আদর্শ স্বরূপ হইয়া আপনার শুভ সঙ্কল্প সম্পন্ন করিতেছেন। যদিও তিনি আমার-দিগের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অন্তরের বহির্ভূত হয়েন নাই,—অদ্যাপি আমারদিগের হৃদয় মধ্যে জা-জ্বল্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি আমারদের অন্তঃ করণকে যে অভিনব পথে চালিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা অদ্যাপি তাঁহার অনুবর্ত্তি হইয়া সেই অপূর্ব্ব পথে ভ্রমণ করি-তেছি, অদ্যাপি আমরা তাঁহার উৎসাহ-প্রভাব অনুভব করিতেছি, এবং আমরা যে তাঁহারই অনুগামি তাহা প্রতিক্ষণ প্রতিকার্য্যে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। তাঁহাকে স্মরণ করিলে আমারদের নির্বীর্য মনেও বীর্য্য সঞ্চার হয়, আশানিল প্রবল হয়, সাহস অতি বর্দ্ধিত হয়, উৎসাহানল প্রজ্বলিত হয়, শরীরের শোণিত দ্রুতবেগে সঞ্চলন করে, এবং মনের ভাব ও রসনার শব্দ সকল চতুর্গুণ তেজ ধারণ করে! তিনি এই ভারতভূমিতে জন্ম গ্রহণ না করিলে কোথায় বা ব্রাহ্ম-সমাজ, কোথায় বা তত্ত্ববোধিনী, কোথায় বা ব্রহ্ম-বিদ্যার আলোচনা, কোথায় বা ব্রাহ্ম, কোথায় বা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম থাকিত? অদ্য এই ব্রাহ্ম-সমাজে যে অপরূপ আনন্দ-উৎস উৎ-সারিত হইতেছে তাহাই বা কোথায় থাকিত? তিনি আমার-দিগের হিতের নিমিত্ত হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক দয়া-স্রোত

প্রবল করিয়া যে অপার উপকার করিয়াছেন—যে মহাধন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি রূপে পরিশোধ করিব? তিনি আমারদিগকে রজত দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, এবং হীরক বা মুক্তাফলও প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু তদপেক্ষা সহস্র গুণ —কোটি গুণ—অনন্ত গুণ উৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব রত্ন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সে রত্নের মূল্য নাই, জগতে তাহার উপমাও নাই। যিনি আমারদের কল্যাণার্থে চিরজীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঋণ কি রূপে পরিশোধ করিব? তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্য অবলম্বন ও সম্পাদন করা ব্যতিরেকে এ ঋণ পরিশোধের আর উপায়ান্তর নাই। হে ব্রাহ্মগণ! আর একটি উপায়ও আছে। তিনি এ প্রকার কহিয়া গিয়াছেন যে "আমি এই ভরসায় যাবতীয় যন্ত্রণা স্থিরচিত্তে সহ্য করিতে পারি, যে এমন দিন উপস্থিত হইবে যে তখন লোকে আমার সমুদায় চেষ্টার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেক—বোধ করি তন্নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকারও করিবেক।" আপনারা তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন করুন।

এ দেশস্থ সমস্ত লোকেরই তাঁহার এই প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারদিগের এই বৃহদ্ভার গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করাই হইয়াছে। এ ক্ষণে তাঁহারা প্রত্যেকে এই অতি কর্ত্তব্য গুরুতর ব্যাপার সাধনে যথোচিত যত্ন করিতেছেন কি না তাহা আপনারাই বিবেচনা করুন। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, যে ব্রাহ্মেরা এবৎসর ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া এক মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই যে অখিল বিশ্ব রূপ সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ দ্বারা আপনার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ও আমারদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমারদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের এক মাত্র মূল। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদিগের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ ছিল না, তাঁহারদিগের ধর্ম্ম, মত ও অভিপ্রায় নানা গ্রন্থে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ছিল। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রকাশ হইয়া এ অভাব দূরীকৃত হইয়াছে। এ ক্ষণে যাহাতে এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, তদ্দ্বারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আলোচনা বৃদ্ধি হয়, এবং এই পরম ধর্ম্ম

নানা দেশে নানা স্থানে প্রচারিত হয়, তাহার ঐকান্তিক চেষ্টা করা ব্রাহ্মদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, যে অনেক ব্রাহ্মই দুই এক ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়া আপনারা স্বধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচার বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ও অনুরাগ-শূন্য থাকেন। এ কর্ম্ম সকলের সাধারণ কর্ম্ম; ইহা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করা উচিত। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে কি প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিতেছেন? তাঁহারা কি নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন না, যে কত শত সহস্র বিজাতীয় মনুষ্য স্বধর্ম্ম প্রচারার্থে ভয়ঙ্কর সমুদ্র-তরঙ্গ ও বনাকীর্ণ দুর্গম পর্ব্বত সকল উত্তরণ পূর্ব্বক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে? তাঁহারা কি অহরহ দেখিতেছেন না, যে স্বদেশীয় সাকার-উপাসকেরা আপনারদিগের দেবসেবা ও ব্রত নিয়মাদি পালন রূপ ব্যয়-সাধ্য কর্ম্মকে স্বকীয় অবশ্য কর্ত্তব্য সাংসারিক কার্য্য মধ্যে গণিত করিয়া তদনুযায়ি আচরণ করে? যখন কাল্পনিক ধর্ম্মাবলম্বি লোকে এই রূপ ব্যবহার করে, তখন শ্রেষ্ঠাধিকারি হইয়া তাঁহারদের স্বকর্ত্তব্য সাধনে মনের সহিত যত্ন ও উৎসাহ প্রকাশ না করা কি শোভা পায়? বিশেষতঃ যে সময়ে বিপক্ষ দল প্রবল হইবার জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছে, তখন একের যত্নে বা একের চেষ্টায়, বা একের উৎসাহে, বা একের আনুকূল্যে নির্ভর করিয়া কি আপনারদিগের নিরস্ত থাকা উচিত? আমারদের "পর্ব্বত তুল্য ভার ও সমুদ্র তুল্য কার্য্য" অতএব সকলে ঐক্য হইয়া এ ভার বহন করা কর্ত্তব্য;—সকলে এ বৃহদ্ভার বহন করিলে সকলেরই লাঘব বোধ হইবে। ধর্ম্মার্থে সকলে ঐক্য হইয়া সমবেত চেষ্টা করিলে দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসাধ্য হইবে। ঐক্যই এই অখিল সংসারের জীবন। বলিতে কি, এ বিষয়ে আমারদের একীভুত হইতে হইবে। সপ্ত বৎসর পূর্ব্বে যে কথা কথিত হইয়াছিল, এখনও তাহা পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতেছি,—"সকল বিবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারদের মধ্যে কেবল এই বিবাদ থাকিবে, যে এই মহৎ কার্য্যে কে অধিক সাহায্য করিতে পারে?" আপনার-

দের অভ্যুদয়ের বিষয় কি ? আপনারা সত্যকে অবলম্বন করিয়াছেন। সত্য-জ্যোতি কি কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে ? সূর্য্য কি কখনও মেঘাবরণ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে ? অন্ধকার কি কখনও আলোককে আচ্ছন্ন করিতে পারে? রত্ন যদি বালুভূমিতে নিহিত থাকে, গভীর কাননে পতিত থাকে, অগাধ সমুদ্রে মগ্ন থাকে, তথাপি সে রত্নই থাকিবে, এবং প্রকাশিত হইলেই সর্ব্ব সাধারণের আদরণীয় হইয়া পরম শোভাকর স্বর্ণময় ভূষণে সংযুক্ত বা রাজমুকুটে আরূঢ় হইবেক। বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যে সত্যের অপলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। সত্যকে প্রকাশ করিলে তাহার স্বকীয় তেজে জগৎ দীপ্ত হইবেক। কিন্তু সাবধান, যেন অন্যের দৃষ্টান্তানুসারে দ্বেষ মৎসরতা আমারদের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে না পারে। আমরা যে রত্ন লাভ করিয়াছি, তাহা যাহাতে পরিষ্কৃত ও সুশোভিত থাকে ও সকলে তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই করা উচিত। এই আমারদের উদ্দেশ্য, এই আমারদের সাধ্য ও এই আমারদের প্রাণপণে কর্ত্তব্য। হে পরম সত্য পরমেশ্বর ! তোমার এই পরম প্রিয় কার্য্য সাধনে আমারদিগকে সমর্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭২ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং"।

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে তিনি মধ্যে মধ্যে আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েন। কত দূর আমি পাপ হইতে বিরত হইয়াছি ; কত দূর আমার ধর্ম্ম পথে মতি হইয়াছে ; কত দূর পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি জন্মিয়াছে ; এই প্রকার আত্ম জিজ্ঞাসা অত্যন্ত আবশ্যক। যখন বিষয় কর্ম্মের বিরাম হয়, যখন আমোদ-

কোলাহল শ্রুত হয় না, তখন নির্জ্জনে আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে আমার জীবন এত অধিক গত হইল কিন্তু মনুষ্য নামেয় কত দুর উপযুক্ত হইলাম, মন কত দুর পরিষ্কৃত হইল, সম্মুখে যে অশেষ নিত্য কাল রহিয়াছে, তাহার নিমিত্তে কি সম্বল করিলাম! দেখা যাইতেছে যে সাংসারিক বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিলে সে প্রীতির সার্থকতা হয় না। যাঁহার গুণবতী প্রিয়তমা ভার্য্যার বিয়োগ হইয়াছে, কিম্বা যিনি সাংসারিক দুঃখকে নিরাস করিবার এক মাত্র উপায় স্বরূপ প্রিয়তম বন্ধুকে হারাইয়াছেন; কিম্বা বৃদ্ধাবস্থাঁর যষ্টি স্বরূপ যাঁহার উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তিনিই জানিয়াছেন যে মৃত্তিকা নির্ম্মিত ক্ষণ-ভঙ্গুর পদার্থের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিবার সার্থকতা কি? হা! আমরা এখনও পর্য্যন্ত কি নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? নিত্য কালের তুলনায় এই জীবন কি পল মাত্র নহে? ঐহিক ঐশ্বর্য্যের সহিত কি পরম পুরুষার্থের তুলনা হইতে পারে? হে কর্ম্মদক্ষ পুরুষ! আমি স্বীকার করিলাম যে বিষয় কর্ম্মে তুমি অতি সুচতুর, কিন্তু যে চতুরতার ফল নিত্য কাল পর্য্যন্ত উপভোগ করিবে সে চতুরতা কত দুর আয়ত্ত করিলে। হে বিদ্বন্! আমি স্বীকার করিলাম যে তুমি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা আপনার লক্ষণ ও স্বভাব জানা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা আপনার চরিত্রকে পবিত্র করা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা আপনার মনকে পরব্রহ্মের প্রিয় আরাম স্থান করা যায় সে বিদ্যাতে তোমার কত দুর ব্যুৎপত্তি হইয়াছে? পাপ প্রবেশ সময়ে আমারদিগের সতর্ক হওয়া উচিত; ইন্দ্রিয় নিগ্রহে—চরিত্র শোধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া উচিত; প্রত্যহ আত্ম জিজ্ঞাসা করা, আত্ম সংবাদ লওয়া উচিত; পূর্ব্বকৃত পাপ সকলের নিমিত্তে অনুতাপ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করা আমারদিগের আবশ্যক, যে তিনি পাপিদিগের পক্ষে ‘মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং’ উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক হয়েন; যে যদ্যপি আমরা পূর্ব্বকৃত পাপ জন্য অনুতাপ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত না হই, তবে আমারদিগের আর নিস্তার নাই।

হে পরমাত্মন! তোমার আজ্ঞা অন্যথা করিয়া পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার শাস্তি ভয়ে কোথায় পলায়ন করিব; গুহা কি গহ্বরে, কাননে কি সমুদ্রে—কি পরলোকে সর্ব্বত্র তোমার রাজ্য, সর্ব্বত্রই তোমার শাসন বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল তোমার করুণার উপর, তোমার মঙ্গল-স্বরূপের উপর আমার নির্ভর, অতএব পাপ তাপ হইতে আমার মনকে মুক্ত কর, এমত পাপাচরণ আর করিব না। এই প্রকার অনুতাপ করিলে আর ভবিষ্যতে পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলে তখন দেখা যায় যে করুণা পূর্ণ পরম পাতা আত্ম-প্রসাদ-রূপ অমৃত রস সেই ব্রণক্লিষ্ট চিত্তোপরি সিঞ্চন করেন। নিষ্পাপ হওয়া, চরিত্র শোধন করা মহৎ কর্ম্ম হইয়াছে। নিষ্পাপ না হইলে;—চরিত্রকে পবিত্র না করিলে ব্রহ্মেতে মনের প্রীতি হয় না সুতরাং সেই পরম সুখ লাভ হয় না, যে সুখ মনেতে অনুভব করা যায় না, যে সুখ বাক্যেতে বর্ণনা করা যায় না, যে সুখ-প্রাপ্তি সকল কামনার শেষ হইয়াছে। অতএব হে ব্রাহ্ম সকল! তোমরা আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিয়া কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হও এবং আপনার মনকে পবিত্র করিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের সহবাসী হইবার উপযুক্ত হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৩ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

মাসাবধি যে শুভদায়ক দিবসের প্রতি আমারদিগের বিশিষ্ট-রূপ দৃষ্টি রহিয়াছে, দিবাকরের মকররাশি প্রবেশাবধি আমরা যে দিবসকে লক্ষ্য করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে একাদি-ক্রমে প্রত্যেক দিন গণনা করিয়া আসিতেছি, অদ্য সেই অতুল আনন্দজনক পবিত্র দিবস উপস্থিত! সম্বৎসর পরে এই অনুপম স্থানে অবস্থিত হইয়া একবার ইহার আদ্যন্ত বিবেচনা করিয়া

দেখা উচিত। এই যে সুখ-সলিলের উৎস স্বরূপ অপূর্ব্ব ব্রাহ্ম-সমাজ, ইহার আদি অন্ত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য বটে। যে সমাজ আমারদের প্রগাঢ় প্রীতির আস্পদ স্বরূপ, আমারদের স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি যাহার সহিত লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; যাহার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে, আমারদের কত সাধু সমাগম হইয়াছে—কত জ্ঞান পবিত্র সচ্চরিত্র জনের সহিত অভিনব প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে, যাহা হইতে আমারদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল একেবারে সমুদ্ভূত হইতেছে; যে বিশুদ্ধ সমাজ চতুর্দ্দিকস্থ নানা প্রকার কাল্পনিক ধর্ম্মে পরিবেষ্টিত থাকিয়া কণ্টকি বনের মধ্যবর্ত্তি চম্পক বৃক্ষের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; যে পবিত্র ভুমিতে আমারদের প্রিয়তম পরম পিতার অপার মহিমা ও অনন্ত গুণ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইতেছে; কোন অনির্দ্দেশ্য ভবিষ্যৎকালে যে সকল অনুপম আনন্দধাম দ্বারা ভুমণ্ডল পরি-পূর্ণ হইয়া অতি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিবে, যে সমাজ তাহার আদর্শ স্বরূপ; তাহার আদি অন্ত আলোচনা করা অতি সুখের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি একটি মাত্র প্রফুল্ল পদ্ম পুষ্প হস্তে করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছেন, বিকশিত-শতদল-পরিপূর্ণ সরোবরের শোভা তাঁহার অবশ্যই অনুভূত হইতে পারে। অতএব, যে কালে ভুমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া স্থানে স্থানে এই রূপ ব্রাহ্ম-সমাজ সকল শ্রেণীবদ্ধ রূপে সংস্থাপিত হইবে, তখন যে এই মর্ত্ত্যলোক স্বর্গলোক তুল্য হইয়া পরম সুখের আস্পদ হইবে, ইহা ভাবিয়া কাহার অন্তঃকরণ আনন্দনীরে নিমগ্ন না হয়?

এই যে সুখ-রত্নাকর স্বরূপ ব্রাহ্ম-সমাজ, অদ্য ইহার সূত্র সঞ্চারের বিষয় আলোচনা করিবার নিমিত্তে অধিক প্রয়াস আবশ্যক করে না। মনের কি আশ্চর্য্য শক্তি! পূর্ণিমা নিশা উচ্চারণ করিবা মাত্র নিশাকর পূর্ণচন্দ্র যেমন তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে, সেই রূপ এই ব্রাহ্ম-সমাজের সূত্র স্মরণ হইবা মাত্র, এক ভক্তিভাজন পরম শ্রদ্ধেয় মুর্ত্তি মানস-পটে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে। এ ক্ষণে মনোমধ্যে তাঁহার

প্রতিরূপ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল, এবং অন্তঃকরণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি রসে আর্দ্র হইতে লাগিল। তাঁহার পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন নাই, তাঁহার গুণ বর্ণনা ও কীর্ত্তি গণনা করিবারও আবশ্যকতা নাই। ভূমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানের সমস্ত সভ্য জাতীয় মনুষ্য তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে তাঁহার অসামান্য গুণ স্বীকার করে। তাঁহাকে উৎপাদন করিয়া জননী জন্ম-ভূমি ধন্য হইয়াছেন, এবং আমারদের গৌরব শত গুণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। এমন মহাত্মা এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয়, তিনি আমারদের বাঞ্ছানুযায়ি পরমায়ু প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি আর বিংশতি বৎসর জীবিত থাকিলে, এ ধর্ম্ম এ দেশের ভূরি ভাগে প্রচলিত হইত, এবং আমারদের অবস্থা এক্ষণকার অপেক্ষা বিংশতি গুণে উৎকৃষ্ট হইত।

সম্প্রতি এক দিবস কথা প্রসঙ্গে আমার কোন প্রণয়াস্পদ মিত্র কহিলেন, এখন তোমারদের এক জন রামমোহন রায় আবশ্যক করে। আমি তাঁহার এই ভাবার্থ-ঘটিত বাক্য শ্রবণ করিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ আমার নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু নিঃসৃত হইবার উপক্রম হইল। তিনি একাকী যে সমুদায় অসাধারণ ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন, লক্ষ লক্ষ সামান্য মনুষ্য একত্র হইলে তাহার দশ ভাগের এক ভাগও করিতে পারে না। তিনি একাকী ভারতবর্ষীয় সমস্ত লোকের শুভ সাধনার্থে যে রূপ আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? কিন্তু হিমালয় অবধি কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত যে চতুর্দ্দশ কোটি মনুষ্য ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারা আপনারদের এই আবাস-ভূমির তদনুরূপ কি উপকার করিতেছে? জলবিম্বের ন্যায় উত্থিত হইতেছে আর জলবিম্বের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে। সমুদ্রের এক মাত্র তরঙ্গ বলে যে ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে, সহস্র সহস্র শিশির বিন্দু সংযুক্ত হইলে তদনুরূপ কিছুই হইতে পারে না। তিনি সূর্য্য স্বরূপ স্বকীয় বুদ্ধির তেজে একেবারেই

আমারদের শুভাশুভ অবধারণ করিয়া আপনার অভিপ্রায় সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মহান্ আশয় ও অনুপম উদার স্বভাব স্মরণ করিলে, এক বার আমাদের অন্তঃকরণেও উদার ভাবের আবির্ভাব হয়। তিনি যেমন সমুদায় ভূমণ্ডলকে আপনার করুণাস্পদ স্থির করিয়াছিলেন, সেই রূপ আমারদিগকে সকল বিষয়ে সুখী করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। যিনি এ দেশের রীতি নীতি সংশোধন অভিলাষ করেন, যিনি রাজ নিয়মের সুশৃঙ্খলা প্রার্থনা করেন, যিনি আপনার জন্ম-ভূমিকে বিদ্যা-জ্যোতিতে সুপ্রকাশিত ও ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত দেখিতে মানস করেন, সকলেই রামমোহন রায়ের নাম স্মরণ করিলে এক বার সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমারদের এক দিবসের, বা এক বৎসরের, কি ইহকাল মাত্রের উপকার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাতে আমরা ঐহিক পারত্রিক উভয় সুখে সুখি হই, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহাই তিনি সমস্ত জীবনের কার্য্য স্থির করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার আমোদ ছিল, ইহাই তাঁহার অবলম্বন ছিল, এবং ইহার চেষ্টাতেই তাঁহার জীবনের সারভাগ গত হইয়াছিল।

তিনি আপনার জন্ম-ভূমির ভগ্নদশা দৃষ্টি করিয়া বিষম পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, কেবল দ্বেষ, মাৎসর্য্য, নিষ্ঠুরতা, কপটতা, কৃত্রিম ধর্ম্ম, ছদ্ম ব্যবহার স্বদেশের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যেমন কোন কীট-পতঙ্গ-পরিপূর্ণ পুরাতন ভঙ্গুর প্রাসাদ বায়ু ভরে কম্পমান হয় এবং তাহার শিথিল ইষ্টক সকল ক্রমে ক্রমে স্খলিত হইতে থাকে, অথবা যেমন কোন বহুকাল-ব্যাপি প্রবল রোগ দ্বারা শরীর শুষ্ক ও জীর্ণ হয়, রামমোহন রায় স্বদেশের সেই রূপ ভগ্নাবস্থা অবলোকন করিয়া কাতর হইলেন। তিনি দেখিলেন, লোকে অগাধ দুঃখ সাগরে মগ্ন হইতেছে, তথাপি কেহ উদ্ধার করে না; প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভুত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে, তথাপি কেহ নিবারণ করে না; জ্ঞানাভাবে জড় পিণ্ডবৎ অচেতন-প্রায় হইতেছে, তথাপি কেহ বিন্দুমাত্র জ্ঞানামৃত প্রদান

করে না; অধর্ম্মিদিগের অধর্ম্মজালে দেশ আচ্ছাদিত হইয়াছে, তথাপি কেহ সে দুশ্ছেদ্য জাল ছেদন করিতে অগ্রসর হয় না। তিনি কত স্থানে দেখিলেন, লোকে অচেতনকে সচেতন জ্ঞান করত আপনারদের উদার বুদ্ধিকে ক্ষুদ্র করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে। কোন স্থানে দেখিলেন, ভূরি ভূরি ব্যক্তি অমূল্য জ্ঞানরত্ন বলিয়া অজ্ঞান রূপ কাচ মণি বিক্রয় করিতেছে। কোথাও দেখিলেন, পুত্র আপনার পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তিভাজন জীবিতবতী জননীকে অগ্নি-শয্যায় শয়ান করিয়া নিরাশ্রু নেত্রে দগ্ধ করিতেছে। কোথাও দেখিলেন, পুত্র, বা ভ্রাতা, বা মিত্রবর্গে কোন সজীব মুমূর্ষু ব্যক্তিকে প্রগাঢ় শীতের সময়ে নীহার-সংযুক্ত দুঃসহ বায়ু-প্রবাহ কালে পঙ্কে ও জল মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া দুঃসহ যাতনা প্রদান করিতেছে। কোথাও দেখিলেন, লোক ধর্ম্মচ্ছলে অতি লজ্জাকর, ঘৃণাকর, ঘোরতর কুকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিতেছে। এ সমুদায় স্মরণ করিলে, সামান্য লোকেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ইহাতে রামমোহন রায়ের অন্তঃকরণ যে প্রকার কাতর হইয়াছিল, তাহা কি বলিব? স্বদেশের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এবং তৎপ্রতীকারার্থে ব্যগ্র হইল। এই বিষম রোগ-সঙ্করের ঔষধ কি এবং তাহা কোন্ স্থানেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়? তিনি এ ঔষধ আর কোথায় পাইবেন? তিনি তাঁহার স্পর্শমণি স্বরূপ আশ্চর্য্য বুদ্ধি নিযোজন দ্বারা সর্ব্বস্থান হইতেই সে মহৌষধ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, এবং তৎ প্রতিপাদক এই মহাবাক্য প্রচার করিয়া দিলেন, "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভুতানাং মধু। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি।"

তিনি চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার কাল্পনিক ধর্ম্ম জালে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও স্বকীয় বুদ্ধিবলে অবধারণ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার যথার্থ নিয়ম প্রতিপালনই সংসারের দুঃখ রূপ দারুণ রোগের এক মাত্র ঔষধ এবং পরম পুরুষার্থ সাধনের অদ্বিতীয় উপায়। তিনি নিশ্চিত নিরূপণ করিয়াছিলেন, যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সর্ব্ব-পাপ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্ব দুঃখের মহৌষধ স্বরূপ, সর্ব্বমঙ্গলালয়,

অদ্বিতীয়, চৈতন্যময়, পরমেশ্বরই মনুষ্যদিগের পরম উপাস্য, এবং জ্ঞান যোগে তাঁহার যে সকল যথার্থ নিয়ম নিরূপিত হয়, তাহাই আমারদের প্রতিপাল্য। এক এক অসীম-প্রায় সৌর জগৎ যে বিশ্ব-রূপ-মূল-গ্রন্থের এক এক পত্র স্বরূপ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষর স্বরূপ, এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী মসী দ্বারা লিখিতবৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল্প অভ্রান্ত শাস্ত্র। যে দেশের যে কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাঢ় মূলগ্রন্থ শুদ্ধরূপে পাঠ ও তাহার যথার্থ অর্থ প্রতীতি করিতে পারেন, তিনিই স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অন্য লোকের ভ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হয়েন। প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জনের আর অন্য উপায় নাই, যথার্থ ধর্ম্ম শিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই। নানা দেশীয় পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারেরা যদি এই মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিতেন, এবং যে পর্য্যন্ত অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার সহিত মনঃকল্পিত ব্যাপার সমুদায় মিশ্রিত করিয়া না লিখিতেন, তবে ভূমণ্ডলের সর্ব্ব স্থানে আমারদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এত দিনে অতি প্রাচীন ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইত। রামমোহন রায়ের কি আশ্চর্য্য অসাধারণ বুদ্ধি! এই যে এক মাত্র সুনির্ম্মল সত্য-ধর্ম্ম, যাহা নানা দেশীয় সহস্র সহস্র ব্যক্তি নানা বিদ্যায় বিদ্যাবান্ হইয়াও অবগত হইতে পারেন নাই, তাহাই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম; তিনিই প্রথমে এ ধর্ম্মের সূত্রপাত করেন, এবং তিনিই তদর্থে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের ট্রষ্টডীড্ নামক লেখ্য পত্র তাহার বলবৎ প্রমাণ রহিয়াছে। যদিও সেই বীর পুরুষ স্বীয় মতে সকলকে বিশ্বাস করাইতে পারেন নাই, কিন্তু বিচার বলে সকলের বুদ্ধিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। যাহারা পুস্তক পাঠ করিতে সমর্থ নহে, তাহারাও তাঁহার বুদ্ধির প্রভাব অনুভব করিয়াছিল। তিনি যে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিচার সম্বন্ধীয় সংগ্রাম বিষয়ে তিনি সে উপাধির সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। এতদ্দেশীয় যে সকল অবিজ্ঞ লোকে ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া তাঁহার প্রতি অনাদর

প্রকাশ করে, তাহারও তাঁহাকে বিচার-সিদ্ধ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। বুদ্ধি দ্বারা শুভাশুভ উভয়ই সঙ্কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার যেমন অসাধারণ বুদ্ধি, তেমনি অসামান্য কারুণ্য-স্বভাব। তিনি আপনার উজ্জ্বল বুদ্ধিকে ধর্ম্ম স্বরূপ সুধারসে অভিষিক্ত করিয়া ভূমণ্ডল শীতল করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

তিনি আপনার পবিত্র হৃদয়ে আমারদিগের চির-সুখের অঙ্কুর ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাহা অতি যত্নপূর্ব্বক রোপণ করিয়া গিয়াছেন। আপনারা দেখিয়াছেন, তাহা হইতে কি পরম সুন্দর মনোহর বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে! এই স্থলেই তাহা শোভা পাইতেছে। সেই বৃক্ষ এই ব্রাহ্ম-সমাজ। এ ক্ষণে কতিপয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম তাঁহারদিগের মানস ক্ষেত্রে এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা তাঁহারই প্রসাদাৎ জীবনের যষ্টি স্বরূপ এই ব্রাহ্ম-সমাজ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ অদ্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া আনন্দ-নীরে অবগাহন করিতেছি। অতএব, যিনি আমারদের নিমিত্তে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, গুরুতর লাঞ্ছনা অঙ্গীকার করিয়াছেন, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া শরীর নিপাত করিয়া গিয়াছেন, অদ্য সকলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে এক বার ধন্যবাদ প্রদান কর, এবং তাঁহার সংকল্প সাধনে নিয়ত নিযুক্ত থাক।

তিনি যে মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহারই দ্বারা সম্পন্ন হইবে; কারণ তিনি যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কদাপি রুদ্ধ হইবার নহে। তিনি এই দুঃখানল-দগ্ধ বঙ্গ-ভূমিতে যে জ্ঞান বারি সেচন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাপি ব্যর্থ হইবার নহে। যদিও তিনি এ ক্ষণে বিদ্যমান নাই— যদিও ভারত ভূমির দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি আমারদের বাঞ্ছানুযায়ি আয়ু প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ, তাঁহার কীর্ত্তি, ও তাঁহার গুণ শ্রবণ অহরহ আমারদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছে। তাঁহার পূর্ব্বকার এতদ্দেশীয় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের

সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার গ্রন্থমধ্যে অভিনব উৎসাহ-দিবসের লক্ষণ সকল স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। আপনারা দেখিতেছেন না, তাঁহার অপ্রতিহত সাহস ও অসাধারণ সহিষ্ণুতা আমারদিগকে অকুতোভয়ে অম্লান বদনে নিন্দা তিরস্কার সহ্য করিতে প্রচোদিত করিতেছে। তিনি আমারদিগের নিবীর্য্য মনের বীর্য্য; তিনি আমারদিগের আচার্য্য। প্রতি বর্ষে এই দিবসে তাঁহার নাম উচ্চারণ ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া আমরা কত উৎসাহই প্রাপ্ত হই। তাঁহার প্রশস্ত নেত্রের উজ্জ্বল জ্যোতি মনে হইলে, "আমারদের নিবীর্য্য মনেও বীর্য্য সঞ্চার হয়, আশানিল প্রবল হয়, সাহস অতি বর্দ্ধিত হয়, উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত হয়, শরীরের শোণিত দ্রুতবেগে সঞ্চলন করে, এবং মনের ভাব ও রসনার শব্দ সকল চতুর্গুণ তেজ ধারণ করে।" এখন কেবল তাঁহার অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় মূর্ত্তি মানস পটে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। রামমোহন রায় এলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াও আমারদিগকে উৎসাহ প্রদান ও পথ প্রদর্শন করিতেছেন।

এ ক্ষণে যে তাঁহার মহৎ অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইবার পুর্ব্বলক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে, ইহা অপেক্ষায় আমারদের আনন্দের বিষয় আর কি আছে? এ বৎসর দুই তিনটি অভিনব ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অল্প বা বহুকাল বিলম্বে তাঁহার সংস্থাপিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যে অবশ্যই প্রচলিত হইবে, ইহা আমারদের কত সুখের ও কত উৎসাহের বিষয়! ব্রাহ্মগণ! আমি যাহা জাজ্জ্বল্যমান দেখিতেছি, তাহাই আপনারদের সমক্ষে ব্যক্ত করিতেছি। যখন, আমারদের প্রকৃতি-সিদ্ধ পরমেশ্বর-প্রদত্ত সমুদায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা অবধারিত হইতেছে, যে পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ, ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, এবং যখন ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে ভুমণ্ডলের যে ভাগের যে দেশে যে জাতি মধ্যে যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সমুদায়ই মনুষ্যের

মনঃকল্পিত ও ভ্রান্তিমূলক, তখন চরমে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান-স্বরূপ-সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় কাল্পনিক ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইতে থাকিবে, এবং তৎপরিবর্ত্তে পরম পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ মহারত্নের মনোহর শোভা প্রকাশ পাইবে। পরমাত্মন্! কত দিনে আমারদের এই পরম মনোরম আশা পূর্ণ হইবে!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৩ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

এই ক্ষণে অনেকে ঈশ্বর যে আকার বিশিষ্ট নহেন, তাহা বুঝিয়াছেন, এবং সুতরাং পৌত্তলিকতাতে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কিন্তু যে স্থানে শ্রদ্ধা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা দিতেছেন না। কেবল মৃত্তিকা ও প্রস্তরে অশ্রদ্ধা করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন, কিন্তু যেখানে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা কর্ত্তব্য, সেখানে সম্যক্ রূপে তাহা করিতে যত্ন করিতেছেন না। ইহা কি আমারদিগের অত্যন্ত উচিত নহে, যে যাঁহার প্রসাদাৎ আমরা এই সমুদায় প্রয়োজনীয় ও সুখদ দ্রব্য লাভ করিতেছি, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার পুর্ব্বক সেই সকল ভোগ করি। এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে প্রদাতাকে কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার না করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখ সম্পত্তি ভোগ করা কি মনুষ্যের উচিত? তাঁহার প্রতি মনের এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করা তাঁহার উপাসনার এক অঙ্গ। তিনি মঙ্গল-সঙ্কল্প, তিনি আমারদিগের সমুদায় সুখ সৌভাগ্য বিধান করিতেছেন, তিনি "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং" তিনি ধর্ম্মের আকর পাপের শাস্তা, তিনি আমারদিগকে ক্ষণ কালের নিমিত্তে বিস্মৃত নহেন, তিনি প্রীতি-পুর্ণ দৃষ্টিতে সর্ব্বদাই আমারদিগকে দেখিতেছেন। আমরা কি তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিব? আমরা কি সে প্রেমাস্পদের প্রতি প্রীতি করিবনা? "পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা

করিবেক।" "যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মোপাসক বলেন, যে তোমার যে প্রিয় সে বিনাশ পাইবে, তাঁহার এ প্রকার বলিবার অধিকার আছে, বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন, তাহাই হয়।" প্রীতি বিহীন যে উপাসনা সে উপাসনাই নহে, প্রীতির সহিত তাঁহার উপাসনা করিবেক। মনের এই ভাব যাহাতে অভ্যাস পায়, যাহাতে তাঁহার এই জগতে তাঁহারই আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখ সম্পত্তি ভোগ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা মনেতে সর্ব্বদা উদয় হয়, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয়, এ জন্য এক নিয়ম অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করা আমারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমারদিগের মনে নানা প্রকার বৃত্তি আছে, সকলের মধ্যে সকল হইতে উৎকৃষ্ট পরমেশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তি, অন্য অন্য বৃত্তি সকল যেমন অভ্যাসেতে সবল হয় এবং অনভ্যাসেতে দুর্ব্বল হয়, এ বৃত্তিরও স্বভাব তদ্রূপ। এমত উৎ-কৃষ্ট বৃত্তিকে নিরোধ করিলে আমারদিগের কি শ্রেয় আছে? প্রতিদিন অতি নিশ্চিন্ত সময়ে পরিশুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি পুর্ব্বক মনকে সমাধান করা এবং কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক মনের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করা আমারদিগের নিত্যকর্ম্ম। ঈশ্ব-রেতে কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁহার প্রীতি-রসে মনকে আর্দ্র করা— তাঁহার উপাসনা করা ক্লেশ দায়ক কর্ম্ম নহে, তাহাতে অপার আনন্দের উদ্ভব হয়; অতএব তাহা হইতে আমরা কেন বিরত থাকি? সে সুখ হইতে কেন বঞ্চিত হই? সে কি দুর্ভাগ্য, যে তাঁহা হইতে বিমুখ রহিয়াছে, যে মনের অধিপতিকে আপনার মনে স্থান দেয় না, যে সেই পরিশুদ্ধ অপাপ বিদ্ধকে তিরস্কার করিয়া অপবিত্র হইয়াছে। হে মানব! অতি যত্ন পুর্ব্বক তাঁহাকে সাধন কর, তাঁহাকে উপার্জ্জন কর, তাঁহাকে পাইলে সকল লোক প্রাপ্ত হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়। তদ্ব্যতীত মনের তৃপ্তি আর কিছুতেই হয় না, কেবল তাঁহাকে পাইলেই মনের সমুদয় কামনার পর্য্যাপ্তি হয়। সেই পরিশুদ্ধ স্বভাবকে লাভ করিয়া মনকে শুদ্ধ কর, সেই পূর্ণ স্বরূপের সহবাসে আপ-

নাকে পূর্ণ কর। অমৃতের পুত্র হইয়া অমৃতের উপযুক্ত হও, অশুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিয়া আপনাকে মলিন করিও না। ইনি আমারদিগের পরম গতি, ইনি আমারদিগের পরম সম্পদ্, ইনি আমারদিগের পরম লোক, ইনি আমারদিগের পরমানন্দ; এই পূর্ণানন্দের কলামাত্র আনন্দকে উপভোগ করিয়া আমরা সকলে জীবিত রহিয়াছি।

পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনা করা—তাঁহার নিয়ম পালন করা, তাঁহার উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ। তাঁহার নিয়ম পালন কর, তাঁহার আজ্ঞাবহ থাক, এবং তাঁহার অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য শরীর ও মনকে তাঁহার প্রদর্শিত পথে চালনা কর। আপনার সমুদায় ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন কর, আপনার সমুদায় অভিপ্রায় সেই তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুযায়ী কর। প্রিয় বন্ধুর প্রিয় অভিপ্রায় রক্ষা না করিলে কি প্রীতি করা হয়? আমরা আলস্যেতে কাল যাপন করি, এবং নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সংসারে অনুপযুক্ত হই, পরম পুরুষের এরূপ অভিপ্রায় নহে। সৎপথে থাকিয়া—ন্যায়পথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন করি, স্ত্রী পুত্র পরিবার মধ্যে থাকিয়া কুশল লাভ করি, স্বদেশের যাহাতে মঙ্গল হয়, এমত অনুষ্ঠান করি, লোকের সুহৃৎ হই, এই আমারদিগের প্রিয় বন্ধুর প্রিয় অভিপ্রায়। অতএব সন্তোষ পূর্ব্বক তাঁহার নিয়মের অধীনে থাকিয়া এবং তাঁহারই পথে শরীর ও মনকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখ সম্ভোগের সহিত তাঁহার কৃতজ্ঞতা রসে নিমগ্ন থাকি এবং তিনি আমারদিগের এককালে পিতা মাতা ও বন্ধু এই ভাবে তাঁহাতে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করি। এই প্রকারে যদিও আমরা প্রতি নিশ্বাসে—প্রতি নিমেষে তাঁহার প্রতি মনের কৃতজ্ঞতা ভাবে উপাসনা না করিতে পারি তথাপি এই রূপে প্রতি দিন কোন নিশ্চিন্ত সময়ে যেন তাঁহার উপাসনা করি, তাহাতে যেন আলস্য না হয়।

প্রতিদিন এক সময় নিরূপিত করা কর্ত্তব্য, যে সময়ে শান্ত হইয়া আপনার মন তাঁহাতে সমাধান করা যায়, তাঁহার প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করা যায়। প্রাতঃকাল

এই উপাসনার অতি প্রশস্ত কাল। এই সময়ে মন স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ ও শান্ত থাকে এবং একাগ্র হইয়া সেই শান্ত স্বরূপে— মঙ্গল স্বরূপে অতি সহজেই ধাবিত হয় এবং তৃপ্ত হইয়া সেই আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করে। তাঁহাতে মন প্রবিষ্ট হইবার জন্য শব্দ এক অতি সুলভ উপায়। যে সকল শব্দ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ-ভাব মনেতে উদ্ভব হয় এবং হর্ষ জন্মে, এমত সকল শব্দ দ্বারা তাঁহার উপাসনা আবশ্যক। আমারদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অতি প্রাচীন মহর্ষিরা যে সকল তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ উদ্বোধক অতি আশ্চর্য্য অনুপম শব্দ দ্বারা ঈশ্বর স্বরূপে মনোনিবেশ করিতেন, সেই সকল শব্দ দ্বারা আমারদিগের প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা পূর্ণ রহিয়াছে। পূর্ব্বকার প্রাচীন ঋষি সকল হিমবৎ গুহাদি হইতে যে সকল শব্দ উচ্চারণ পুরঃসর অদৃশ্য, অলক্ষ্য, নিরাধার পরব্রহ্মের উপাসনা ও ঘোষণা করিতেন, ইদানীন্তন সেই সকল পুরাতন শব্দ দ্বারা পুরাণ অনাদি পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা আমারদিগের পরম সৌভাগ্য, ইহা আমারদিগের পরম সৌভাগ্য।

ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক এবং আপনারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের আলোচনা ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। অতএব তাঁহারদিগের উচিত, অবকাশ মতে সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা না জানেন, তাঁহারদিগের জন্য বঙ্গভাষাতে তাহার অনুবাদ করা গিয়াছে, অতএব মূল পাঠ করিতে না পারিলেও তাহার অনুবাদ পাঠ দ্বারা তাঁহারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন। সর্ব্বসাধারণের বিদিত থাকিবার জন্য জ্ঞাপন করিতেছি, যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বীজ ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাসের ঐক্য স্থল। উক্ত বীজ এই।

১ ব্রহ্ম বাএকং ইদমগ্রআসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য পদার্থ মাত্র ছিল না। তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

২ তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবমানন্দং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্ববিৎ বিচিত্রশক্তিমচ্চেতি।

তিনি জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ আনন্দস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ নিত্য নিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ নিরবয়ব একমাত্র অদ্বিতীয় বিচিত্র শক্তিমান্ হয়েন।

৩ একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভং ভবতি।

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনা করাই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে।

এই বীজের বিস্তার সমুদায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে প্রকাশিত রহিয়াছে। ইহার প্রথম খণ্ডে ঈশ্বরের স্বরূপ বাহুল্য রূপে বর্ণিত আছে; এই সকল বাক্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রাচীন মহর্ষিদিগের প্রণীত। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে কি প্রকারে আমারদিগের সাংসারিক ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করা উচিত, তাহার উপদেশ। এই উপদেশানুসারে যিনি এই সংসারে ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন, তিনি মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি সাংসারিক অনেক ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, তিনি অনেক উৎকৃষ্ট সুখ ভোগ দ্বারা তৃপ্ত হইবেন এবং নিত্য পরম সুখের অধিকারী হইবেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিষয়ে আমার এক পরম বন্ধু তাঁহার যে অভিপ্রায় অতি নিপুণ রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আপনারদিগের নিকটে পাঠ করিতেছি, শুনিয়া অবশ্য আনন্দিত হইবেন।

"তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

"তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনা করাই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে, এই মাত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম।

"কিন্তু এই কতিপয় সামান্য শব্দ কি আশ্চর্য্য সুরম্য ভাব প্রকাশ করিতেছে; কত অসংখ্য প্রকার মনোহর কার্য্য প্রতিপাদন করিতেছে। আমারদিগের সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্মই এই এক

বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থে যাহা কিছু সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহা তাহার বীজ স্বরূপ।

"পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি তাঁহার উপাসনার প্রথম অঙ্গ এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন দ্বিতীয় অঙ্গ। এ ধর্ম্ম এরূপ যুক্তি সিদ্ধ, যে সকলেই ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন এবং সমস্ত বিশ্বই ইহার সাক্ষী স্বরূপ।

"জগৎ-পিতা জগদীশ্বর অপর সাধারণ সকলের সমক্ষে তাঁহার সত্তা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিশ্ব-রূপ মহা গ্রন্থ নিয়তই তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুনির্ম্মল মুক্তাফল তুল্য শিশির বিন্দু, প্রফুল্ল কমল পরিপূর্ণ মনোহর সরোবর, অথবা নীরদ সমান নীলবর্ণ বিস্তৃত সমুদ্র, সকল পদার্থই তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে। সুকোমল সজল দুর্ব্বাদল, কিম্বা বিশ্ব যন্ত্রের চক্র স্বরূপ সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ মণ্ডলী, সমস্ত বস্তুই তাঁহার মহীয়সী শক্তি, অপরিসীম জ্ঞান, ও অপার কারুণ্য স্বভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহাকে যে ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা কর্ত্তব্য, ইহা শিক্ষা করিবার নিমিত্তে অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই। একবার মনোরূপ কবাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক নেত্র উন্মীলন করিলেই অন্তঃকরণ পরমেশ্বরের প্রেমামৃত রসে অভিষিক্ত হয়। তিনি পশু পক্ষি কীট পতঙ্গাদি সমুদায় জীবের প্রতি যেরূপ করুণা বারি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা যাহার হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহার চিত্ত কত ক্ষণ পরমাত্মার প্রীতি রসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে? তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গলাভিপ্রায় আলোচনা করিলে প্রীতি প্রবাহ আপনা হইতেই প্রবাহিত হইতে থাকে।

"তাঁহার প্রিয় কার্য্য করা দ্বিতীয় অঙ্গ। আমারদিগের সমুদায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এক মত হইয়া উপদেশ করিতেছে, যে প্রীতি ভাজনের প্রিয় কার্য্য না করিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায় না। তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যই তাহার প্রিয় কার্য্য। জগদীশ্বর আপনার অভিপ্রায় সর্ব্বত্র প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন, বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা

করিয়া দেখিলেই অবগত হওয়া যায়। তাঁহার অভিপ্রায় বিশ্ব-রূপ বৃহৎ গ্রন্থের সর্ব্ব স্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, শুদ্ধ রূপে পাঠ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। মন, শরীর ও ভৌতিক পদার্থের গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা করিলে কত প্রকার মানসিক শারীরিক ও ভৌতিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়। ফলতঃ যিনি যে স্থানে যে কোন বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা এই রূপেই প্রাপ্ত হইয়াছেন; জ্ঞানরূপ রত্নের আর দ্বিতীয় আকর নাই।

"বিশ্ব পিতার বিশ্ব কার্য্যের আলোচনা করিয়া যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান; তদ্ভিন্ন সমুদায়ই কাল্পনিক। যে দেশীয় যে গ্রন্থ হইতে তদনুযায়ী উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই গ্রন্থ হইতেই তাহা লাভ করা কর্ত্তব্য; যে দেশের যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাষায় পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন এবং তদ্বিষয়ক যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা দেন, তাঁহারই নিকট হইতে এ সকল দুর্ল্লভ উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন ঋষি মুনি ও অন্য অন্য সূক্ষ্ম দর্শি পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে সমস্ত যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহার প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, সুতরাং তাঁহাদের যুক্তি ও শ্রদ্ধা উভয়ে ঐক্য হইয়া যাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেছে, তাহারই সংগ্রহ দ্বারা এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রন্থ গ্রন্থিত হইয়াছে। অতএব ইহার একটি বচনও তাঁহারদের অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

"যে সকল যুক্তিসিদ্ধ অখণ্ডনীয় অভি প্রায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে নিবেশিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত এবং সকলের শ্রদ্ধেয়। ভূমণ্ডলের অন্য অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত ইহার বিশেষ এই, যে তাহাতে যে কতক গুলি যুক্তি বিরুদ্ধ মনঃকল্পিত বিষয় লিখিত আছে, তাহা ব্রাহ্মদিগের গ্রাহ্য নহে, অতএব তাহা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

"ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে ব্রাহ্মদিগের স্বধর্ম্ম প্রচার

করিবার অত্যন্ত সুলভ উপায় হইয়াছে। এই ক্ষণে যাহাতে এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টা করা ব্রাহ্মদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

অবশেষে আপনারদিগের নিকটে আমার এই নিবেদন, যে আপনারদিগের হৃদয়ে এই নিত্য সর্ব্বদা প্রদীপ্ত রাখা আবশ্যক, যে এ পৃথিবী আমারদিগের চিরকালের বাসস্থান নহে, এখানে হইতে এক সময়ে অবশ্যই প্রস্থান করিতে হইবেক। অতএব আমরা যাহাতে ভবিষ্যৎ কালে উত্তম অবস্থার উপযুক্ত হইতে পারি, এমত যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঈশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তিকে উন্নত করা; পুণ্য কর্ম্ম সাধনে, ধর্ম্ম অভ্যাসে, আপনার চরিত্র শোধন করাই আমারদিগের যথার্থ কর্ম্ম—অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম; তাহাই কেবল স্থায়ী থাকিবে, শরীরের সহিত আমারদিগের আর আর সমুদায় বিনাশ পাইবে। ধন, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, এ সকল বাহিরের বস্তু বাহিরেতেই পড়িয়া রহিবে; মনেতে যে সকল বৃত্তি উপার্জ্জন করিবে, কেবল সেই সকলের সহিতই মন এই শরীর হইতে বহির্গত হইবে। অতএব অতি যত্ন পূর্ব্বক ঈশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তি এবং ধর্ম্মবৃত্তি সকল সবল ও উন্নত কর, এই সকল বৃত্তির উৎকৃষ্টতা অনুসারে ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ সহবাসেরই নাম মুক্তি। অতএব যাহাতে আমরা তাঁহার সহবাসের যোগ্য হই, এই প্রকারে তাঁহার প্রতি প্রীতি বৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি সকলের দ্বারা চরিত্র শোধন করিতে যত্নবান্ থাকি। সেই চরম স্থান যেন আমারদিগের লক্ষ্য থাকে, যেখানে "পূর্ণ পরিশুদ্ধ পাপাবিদ্ধ প্রেম, যেখানে মোহের লেশ মাত্র ও নাই, যেখান হইতে দূরে মোহ তরঙ্গের কোলাহল শ্রুত হইতে থাকে; যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, বিলাপ নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, অবিশ্রান্ত উৎসারিত হইতেছে"। এমত স্থান লক্ষ্য থাকিলে আমারদিগের কোন ভয়, কোন সংশয় থাকে না।

হে পরমাত্মন্ তোমার এই সংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিতে যে দুঃখ পাই, তাহা তিতিক্ষার বিষয় বলিয়া যেন অপরাজিত চিত্তে তাহার অভ্যাস করি এবং সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া যে সুখ সম্ভোগ হয়, তাহা তোমার প্রেরিত ও প্রদত্ত জানিয়া যেন তোমাকে অহরহ প্রীতির সহিত নমস্কার করি এবং ক্রমে সেই পূর্ণ অবস্থা পাইবার উপযুক্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৪ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

ব্রাহ্ম-সমাজের বয়ঃক্রম আর এক বৎসর বৃদ্ধি হইল। অদ্য ত্রয়োবিংশ সাম্বাৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ। যিনি আমারদের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্বসুখদাতা, যিনি আমারদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর স্বরূপ, আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর মন, যাঁহার প্রসাদে বল বুদ্ধি, যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম রূপ রমণীয় রত্ন লাভ করিয়াছি, অদ্য তাঁহারই আরাধনার্থে এখানে একত্র হইয়াছি। আমরা তাঁহারই অধীন, তাঁহারই আশ্রিত ও তিনিই আমারদের আশ্রয়।

আমরা সেই রাজাধিরাজ মহারাজের রাজনিয়মের অনুবর্ত্তি হইয়া নির্ভয়ে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, সেই পরাৎপর পরম পিতার স্নেহ লাভ করিয়া অতি যত্নে প্রতিপালিত হইতেছি, সেই পরম বন্ধুর প্রীতি রত্ন লাভ করিয়া আনন্দ রূপ অমৃত রসে অভিষিক্ত হইতেছি। তিনি আমারদের পিতা, প্রভু, রাজা ও সুহৃৎ।—তিনি আমারদের চিরকালের পরম করুণাময় আশ্রয়। আমরা তাঁহার অবিচলিত কারুণ্য স্বরূপে স্থির-নিশ্চয় হইয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। তাঁহার অখণ্ড্য অনুমতি অনুসারে, সূর্য্য অহরহ উদয় হইয়া আমারদিগকে প্রতি দিন পুনর্জ্জীবন প্রদান করিতেছে, বায়ু সতত

সঞ্চলিত হইয়া আমারদিগকে প্রতি নিমেষে প্রাণ দান করিতেছে, মাতৃবৎ প্রতিপালিকা পৃথিবী অপর্য্যাপ্ত শস্য, ফল, মুলাদি উৎপাদন করিয়া আমারদিগকে প্রতি দিবস পালন করিতেছেন, পরম রমণীয় পুষ্প সমুদায় প্রস্ফুটিত হইয়া বিচিত্র শোভা প্রকাশ ও মনোহর সৌরভ বিস্তার পূর্ব্বক আমারদিগকে সুখ-সরোবরে অবগাহন করাইতেছে, পর-দুঃখহারী পরপোকারী কারুণ্য-স্বভাব মনুষ্যদিগের হৃদয়-নিকেতনে কারুণ্য-রস প্রকটিত হইয়া আমারদের দুঃখানল নির্ব্বাণ করিতেছে। আমরা যাহা হইতে যে কিছু উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, সকলই তাঁহার প্রসাদাৎ। তিনি আমারদের সর্ব্ব সম্পদের আস্পদ। সমস্ত দিবার সমস্ত জ্যোতি যেমন এক মাত্র জ্যোতিঃ-সিন্ধু স্বরূপ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয়, সেই রূপ আমারদের সমস্ত সুখ সৌভাগ্য এক মাত্র অগাধ আনন্দ-সাগর স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি আমারদের ইহ কালের গতি; তিনি পরকালের গতি; তিনি আমারদের চরম গতি।

যাঁহার সহিত আমারদের এ রূপ অতি নৈকট্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহার পবিত্র প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহিত সহবাস করা অপেক্ষায় সুখের বিষয় আর কি আছে? তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও প্রীতি করা কর্ত্তব্য, তাহা কি বাক্যে বলিয়া নির্ব্বচন করা যায়,? যে পরমেশ্বর-পরায়ণ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি কোন দূর্ব্বাময় প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে বা কোন পরম রমণীয় সুপরিস্কৃত পুষ্প কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে, অথবা কোন পরমার্থ বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিতে করিতে, মঙ্গলাকর বিশ্বকর্ত্তার কোন অপূর্ব্ব কৌশল সহসা প্রতীতি করিয়া তাঁহার প্রীতি-নীরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তিনিই সে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি-রসের কিছু কিছু আস্বদ লাভ করিয়াছেন। এই প্রকার পরম পরিশুদ্ধ প্রীতি-রস পান অভ্যাস করা ব্রাহ্মদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যদি কোন প্রণয়াস্পদ মনুষ্যের সহিত সহবাস করা বাঞ্ছনীয় হয়, তবে পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরের সহিত সহবাস করা কি পর্য্যন্ত প্রার্থনীয়! তাঁহার সঙ্গ লাভার্থে কোন দূরবর্ত্তি

দেশে গমন করিতে হয় না। তিনি সর্ব্ব জীবের সঙ্গে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, কেবল স্পষ্ট প্রতীতি করিতে পারিলেই তাঁহার সহিত সহবাস করা হয়। আপনাকে নিতান্ত অনন্য-গতি ও পরাৎপর পরম পিতাকে আপনার অদ্বিতীয় সহায় ও করুণাময় আশ্রয় জ্ঞান করিয়া এবং পবিত্র অন্তঃকরণে তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষবৎ দেদীপ্যমান দেখিয়া তাঁহার প্রতি অবিচলিত প্রীতি প্রকাশ করাই তাঁহার সহিত সহবাস। তাঁহার সহিত এই রূপ সহবাস করাই ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশ্য। যে রূপ সাধন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই তাঁহারদের কর্ত্তব্য।

তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন এ উদ্দেশ্য সম্পাদনের এক মাত্র উপায়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় প্রীতি ও শ্রদ্ধাও অভ্যাস সাপেক্ষ। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! বিদ্যা, শিল্প-কর্ম্ম, বিষয়-কার্য্য এ সমুদায় যে অভ্যাস-সাপেক্ষ ইহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু প্রীতি ও শ্রদ্ধাও যে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়, ইহা অনেকে বিবেচনা করেন না। কিন্তু যেমন চালনা না করিলে, শরীরও সবল হয় না, এবং বুদ্ধিও পরি-বর্দ্ধিত হয় না, সেই রূপ প্রীতি ও ভক্তিও চালনা না করিলে বৃদ্ধি হয় না। শরীরের যে অঙ্গ চালনা না করা যায়, তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আইসে, সেই রূপ মনেরও যে বৃত্তি পরি-চালিত না হয়, তাহাও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে থাকে। ধর্ম্মাচলের এক স্থানে স্থির থাকিবার উপায় নাই; হয়, ঊর্দ্ধগামী, নয়, অধো গামী হইতে হয়। ঊর্দ্ধগামী হইবার চেষ্টা না করিলে অবশ্যই অধোগামী হইতে হয়।—ফলতঃ অপার-মহিমার্ণব, সর্ব্ব-গুণালয়, সকল মঙ্গলাস্পদ, পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতে অভ্যাস করা এমন কঠিন কর্ম্মই বা কি? তাঁহার অনন্ত গুণ, অসীম মহিমা ও অশেষ কুশলাভিপ্রায় পর্য্যালোচনা করিলে, কাহার পাষাণময় হৃদয়ে প্রীতি-রসের সঞ্চার না হয়? আমরা যখন যে দিকে নেত্র পাত করি, তখনই তাঁহার অতি প্রগাঢ় অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান এবং অপার ঔদার্য্য ও কারুণ্য-স্বরূপের কোটি কোটি নিদর্শন দেখিতে পাই। আমরা কীর্ত্তিকুশল মনুষ্যদিগের

যে সকল মহৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া মুক্ত কণ্ঠে প্রসংশা করিয়া থাকি, বিশ্ব-কর্ম্মা বিশ্বাধিপতির বিশ্ব-কার্য্যের তুলনায় সে সমুদায় কিছুই নহে। অতি সূক্ষ্ম শ্যামবর্ণ দুর্ব্বাদল অবধি উজ্জ্বল নীলবর্ণ গগন মণ্ডল পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই সেই মহামহিমার্ণব মহেশ্বরের অপার মহিমা প্রচার করিতেছে। অসীম-প্রায় প্রশস্ত মহাসাগর, অত্যুন্নত বনাকীর্ণ গিরি-প্রস্থ, শত-পদ-বিশিষ্ট সহস্র-শাখ বটবৃক্ষ, দিবাকরের উদয়াস্ত কালের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য, সুধাকর পূর্ণচন্দ্রের পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় শোভা এ সমুদায় অবলোকন ও স্মরণ করিলে কাহার অন্তঃকরণ পরমেশ্বরের প্রেম-নীরে নিমগ্ন না হয়? তিনি আমারদিগকে জ্ঞানরত্ন প্রদান করিয়া কত জ্ঞানই প্রদর্শন করিয়াছেন! সুকুমার স্নেহ-বৃত্তি ও বিশুদ্ধ কারুণ্য-স্বভাব সৃষ্টি করিয়া কত স্নেহ ও কত করুণাই প্রকাশ করিয়াছেন! আমারদিগকে ন্যায়ান্যায় নিরূপণে সমর্থ করিয়া কি আশ্চর্য্য অপক্ষপাতিতা গুণই প্রচার করিয়াছেন! চক্ষুঃ এক এক নিমিষে তাঁহার কত মহিমাই প্রত্যক্ষ করিতেছে! আমারদের প্রতিবারের নিশ্বাস-ক্রিয়া তাঁহার কত স্নেহই প্রকাশ করিতেছে! প্রাণস্বরূপ সমীরণের এক এক হিল্লোল তাঁহার কত করুণাই প্রদর্শন করিতেছে! হে জগদীশ! যে স্থানে যে পদার্থ অবলোকন করি, তাতাই তোমার করুণারসে অভিষিক্ত দেখি। যে স্থানে গমন করি, সেই স্থানেই তোমাকে প্রত্যক্ষবৎ দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। যদি পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও তুমি বিদ্যমান রহিয়াছ। যদি গভীর গহ্বরে প্রবেশ করি, সে খানেও তুমি বিরাজ করিতেছ। মহাসাগরকে সম্মুখবর্ত্তি করিয়া তদীয় তটেই দণ্ডায়মান হই, আর নদী তীরস্থ প্রশস্ত-শাখ বৃক্ষ-চ্ছয়াতেই বা শয়ান থাকি, সর্ব্বত্রই তুমি রাজত্ব করিতেছে। তোমার জ্ঞানময় নেত্র অন্ধকারকেও জ্যোতির ন্যায় দর্শন করিতেছে। তোমার পক্ষে তামসী নিশার নিবিড় অন্ধকার ও মধ্যাহ্ন কালের পরিষ্কৃত দিবালোক উভয়ই তুল্য। এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণু নিয়ত তোমার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই রূপে পরম করুণাকর পরমেশ্বরের অনুপম গুণ সমুদায় অহরহ পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি আপনা হইতেই প্রকটিত হইতে থাকে। তখন তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া যেমন বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করা যায়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তখন তাঁহার প্রীতি, তাঁহার প্রসন্নতা ও তাঁহার সহবাস লাভই সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য থাকে। যে বিষয়ের সহিত তাঁহার সংস্রব নাই, তাহাতে আর কোন ক্রমেই পরিতোষ জন্মে না। কিন্তু অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধ না করিলে পরম পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের সহবাস লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। অপরাধী প্রজা যেমন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শঙ্কিত হয়, সেই রূপ পাপাসক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে হৃদয়স্থ করিতে ভীত ও অসমর্থ হয়। অতএব, অন্তঃকরণকে পরমেশ্বরের প্রেম-রাগে রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে তাহার পাপ রূপ ধূলিকণা সকল প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য।

প্রিয় জনের প্রিয় কার্য্য ও তাঁহার প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি না করিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায় না; অতএব বিশ্ব-পতির অখিল বিশ্বের প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক সর্ব্ব জীবের শুভ চিন্তা করা বিধেয়। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার প্রীতিভাজন। সকল জীবই তাঁহার স্নেহাস্পদ। অতএব তিনি যেমন নিরক্ষেপ ভাবে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া বিশ্ব-রাজ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার সাধকদিগেরও সেই রূপ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া সর্ব্বসাধারণের শুভানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাঁহার কার্য্যকে আমারদের কার্য্যের আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া এবং আমারদের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সম্পাদনে সর্ব্বদা রত থাকা উচিত। যে ব্যক্তি তাঁহার অভিপ্রায় সম্পাদন করিতে পারিলেই প্রফুল্ল থাকে, এবং অনন্যযত্ন হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথেই প্রতিক্ষণ ভ্রমণ করে, সেই ব্যক্তিই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের অধিকারী হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে। "তিনি আমারদের সুখ নদীর প্রস্রবণ।" তিনি আমারদের সৌভাগ্য তরুর এক মাত্র মূল স্বরূপ। নদী কি কখন প্রস্রবণ হইতে পৃথক্ হইয়া প্রবাহিত

হইতে পারে? না বৃক্ষ কদাপি মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে? অতএব তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমারদের ইচ্ছাকে মিলিত করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই আমারদের এ জীবনের এক মাত্র কার্য্য। সকল জীবে দয়া করা কর্ত্তব্য, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা। পরস্পর ন্যায়ানুগত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা। যত্ন পূর্ব্বক পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা। বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও উন্নত করা কর্ত্তব্য, কেন না ইহা তাঁহার ইচ্ছা। শরীর সুস্থ না থাকিলে মনের বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পায় না, মনের স্ফূর্ত্তি না হইলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি হয় না, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয় না, অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ না হইলে পরম পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের সহবাস লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। তিনি সকল জীবের সুখ সাধনার্থে যাবতীয় আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, সমুদায় পালন করা কর্ত্তব্য; মানব জন্ম সার্থক করিবার আর উপায়ান্তর নাই। তাঁহার মঙ্গলময় নিয়ম সমুদায় প্রতিপালনে যত সমর্থ হইবে, ততই নির্ম্মল আনন্দ অনুভূত হইয়া তাঁহার করুণাময় বিশুদ্ধ স্বরূপে দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে, এবং ততই তাঁহার পবিত্র প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইবে।

যাঁহারদের ধর্ম্মে অনুরক্তি ও পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি উপস্থিত হয় নাই, তাঁহারা যে একেবারেই এই পরম প্রার্থনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। কুসঙ্গ পরিত্যাগ, সাধু সঙ্গ অবলম্বন, পরমেশ্বর বিষয়ক ও ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ ও পুস্তক অধ্যয়ন, অহরহ তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন ইত্যাদি সাধন সকল যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করা তাঁহারদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল বৃত্তি চালনা করিতে অভ্যাস করিবে, তাহাই প্রবল হইবে। অভ্যাস না করিলে, শরীরও সবল হয় না, বুদ্ধিও প্রখর হয় না, ধর্ম্মও উন্নত না। কুসংসর্গে থাকিয়া ও অশ্লীল বচন শ্রবণ করিয়া যাঁহারদের মনের গ্লানি উপস্থিত না হয়,

তাঁহারদের অন্তঃকরণ অদ্যাপি অপকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত আছে। অদ্যাপি তাঁহারদের অবশ চিত্ত পাপ-পিশাচের হস্ত হইতে মুক্ত হয় নাই, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম অদ্যাপি তাঁহারদের অন্তঃকরণ অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই,—রিপুগণ অদ্যাপি তাঁহারদের চিত্ত-ভূমিতে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। যে ব্যক্তি সুনির্ম্মল বায়ু-সেবিত সুপরিষ্কৃত পুষ্প-কাননে সর্ব্বদা অবস্থিত করে, তাহার যেমন ন্যক্কার জনক, দুর্গন্ধময়, গোপালয়ে অবস্থিতি করিতে ঘৃণা উপস্থিত হয়, কুকর্ম্ম-পরায়ণ কদাচারি ব্যক্তিদিগের সংসর্গে থাকিলে, পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যশীল সাধু-ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণ সেই রূপ অপ্রসন্ন হইয়া থাকে। যিনি পুণ্য-নদীর পবিত্র প্রবাহে শরীর সন্তারিত করিয়াছেন, তিনি অধর্ম্ম রূপ দুর্গন্ধময় মলিন জলের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত ঘৃণা করেন। কুলোকের সংসর্গ করিয়া যাঁহার মন তুষ্ট থাকে, তিনি কদাপি পরম পবিত্র পরমেশ্বরের সহবাসের যোগ্য নহেন। তাঁহার অপরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ কদাপি পরম পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ সিংহাসন হইবার উপযুক্ত নহে।

কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলে কেবল উপদেশ শ্রবণে কি হইবে? যে বালকের বিদ্যা লাভে অনুরাগ নাই, সে যেমন কদাপি সুশিক্ষিত হইতে পারে না, সেই রূপ যাহার অধর্ম্মে বিরক্তি ও ধর্ম্মে অনুরক্তি হয় নাই, সে কদাপি ধর্ম্ম রূপ মহারত্ন লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহার ধর্ম্ম লাভের ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তাঁহার আর কি অবশিষ্ট আছে? তিনি আপনার অনিবার্য্য ইচ্ছা বলে তদ্বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ, গ্রন্থ অধ্যয়ন ও সাধুসঙ্গ করিতে যত্নবান্ হন, এবং তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে থাকেন। কিন্তু যাঁহার ইচ্ছা নাই, তাঁহার হৃদয় বালুকাময় মরুভূমি তুল্য। তিনি এই পবিত্র সমাজে উপবিষ্ট হইয়াও নির্জ্জন বনবাসী সদৃশ এবং বারম্বার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়াও বধীর তুল্য। কিন্তু একেবারেই যে সকলের একান্ত অনুরাগ উৎপন্ন হয় এমত নহে। যেমন বালকগণ কিছু দিন অধ্যায়ন করিতে করিতে বিদ্যারসের স্বাদগ্রহে সমর্থ হয়, সেই রূপ অনেকে পুনঃ পুনঃ পরমার্থ বিষয়ক

উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতেও পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরের প্রীতি-রস পানে অনুরক্ত হইতে পারেন। অতএব বারম্বার সাধুসঙ্গ করা এবং যে স্থলে পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ ও গুণ কীর্ত্তন হয়, সে স্থলে সর্ব্বদা গমন করা সকলের পক্ষেই আবশ্যক। এক এক রোগের নানা ঔষধ আছে, কাহার কোন্ অবস্থায় কোন্ ঔষধ দ্বারা আরোগ্য লাভ হইবে, কে নিশ্চয় বলিতে পারে? পুনঃ পুনঃ পরমার্থ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে করিতে কোন না কোন সাধু-বাক্য হৃদয়ঙ্গম হইয়া পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত করিতে পারে। তখন তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণে অনুরাগ জন্মে, তাঁহা-কেই এক মাত্র আশ্রয় জানিয়া নির্ভয় হৃদয়ে তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথ অবলম্বনে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, এবং তাহার সহবাস লাভের বাসনা উদয় হইয়া অন্তঃকরণকে তদনুরূপ পবিত্র রাখিতে যত্ন হয়।

ব্রাহ্মদিগের উপাসনা-স্থান যে এই পরম পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মসমাজ, ইহা এ প্রকার বাসনা ও উৎসাহ উদয় হইবার প্রধান স্থান। ব্রাহ্মেরা এখানে একত্র সমাগত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলাকর পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হন, এবং তদ্দৃষ্টে কত কত অন্য ব্যক্তিরও ইহাতে অনুরাগ ও প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকে। এই সকল পরম কল্যাণ সাধনার্থেই এই সমাজ এই ১১ মাঘে এই স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পরিশুদ্ধ ধর্ম্মে এতদ্দেশীয় লোকের অনুরাগ উৎপন্ন হইলেই, সমাজ সংস্থাপক মহানুভাব পুরুষের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। যিনি এমন মহোপকারী মহা সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন এবং এই পরম পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারার্থে সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন ও তন্নিমিত্ত অশেষ ক্লেশ ও দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, অদ্য তাঁহাকে স্মরণ হইলে কাহার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র না হয়?—অদ্য রামমোহন রায়ের নাম উচ্চারণ না করিয়া এবং অম্লান বদনে মুক্তকণ্ঠে বারম্বার তাঁহার সাধুবাদ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না। আমরা তাঁহার নিকট যেরূপ ঋণ-পাশে বদ্ধ রহিয়াছি, তাহা হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার অভীষ্ট

কার্য্য সাধনই সে ঋণ পরিশোধের অদ্বিতীয় উপায়। এ ক্ষণে, তাঁহার অভিলষিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অঙ্কুর যে নানা স্থানে রোপিত হইতেছে, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র সমাজের অনুরূপ অন্য অন্য সমাজ নানা স্থানে সংস্থাপিত হইতেছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। বর্দ্ধমান, অম্বিকা, কৃষ্ণনগর, ভবানীপুর, মেদিনীপুর, ও জগদ্দলে যে এই রূপ পুণ্যধাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং অন্যত্র হইবারও জল্পনা হইতেছে, ইহা ব্রাহ্মদিগের অপার আনন্দের বিষয়। এই সকল শুভলক্ষণ সন্দর্শন করিয়া আমারদের অন্তঃকরণ আশা ও ভরসায় পূর্ণ হইতেছে এবং উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। হে পরমাত্মন্! এমন শুভ দিন কত দিনে উপস্থিত হইবে, যে তখন আমারদের দেশ এই রূপ পুণ্য-ধামে পরিপূর্ণ হইবেক, আমারদের আত্মীয়, স্বজন বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবাসি সকলে আমারদের সহিত সম্মিলিত হইয়া তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত ও অনুরক্ত হইবে, এবং এ দেশের সকল ভাগে, সকল নগরে, সকল গ্রামে, বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিবসে দিবসে তোমার অপার মহিমা বর্ণিত ও তোমার অনুপম গুণানুকীর্ত্তন কীর্ত্তিত হইবে;— হে পরমাত্মন্! এমন শুভ দিন কত দিনে উপস্থিত হইবে!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৪ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

ধন্য পরমেশ্বর! যে আমি পুনরায় সম্বৎসর পরে এই সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজে সমাগত হইয়া তাঁহার অপার গুণানুবাদ শ্রবণ মননে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। ধন্য সেই বিবিধ বিদ্যা বিশারদ জনপদ-হিতৈষী দুরদর্শী বিচক্ষণ মহদ্ ব্যক্তি! যিনি এ প্রদেশে জ্ঞানানুকূল ক্রিয়ানুষ্ঠানের অত্যন্ত অনাদর

দর্শনে মনে ক্লেশ ভাবিয়া তৎ প্রতীকারার্থ অর্থ ও সামর্থ দ্বারা দিগ্ দেশান্তর হইতে জ্ঞান-প্রতিপাদক গ্রন্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক এতদ্দেশে পরম সত্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের সূত্র পাত করিয়াছেন, এবং তন্মত-বিরোধি প্রবল শত্রু দলকে আপনার আশ্চর্য্য বুদ্ধি বলে পরাভব করিয়া, সর্ব্বসাধারণ কল্যাণ-প্রদ এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন পূর্ব্বক আমারদিগের পরম উপকার করিয়াছেন। ধন্য সেই তৎকালবর্ত্তী গুণিগণাগ্রগণ্য পরম মান্য সুধীর! যিনি বহু কালাবধি এই সমাজের আচার্য্য পদারূঢ় হইয়া জন সমূহের মনঃক্ষেত্রে এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের ভক্তি বীজ বপন করিয়া উক্ত মহাজনের মহদভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন। ধন্য সেই পরম সরল সত্য ব্রত সাধু বন্ধু! যিনি মধ্যে এই সমাজের অত্যন্ত অবসান্নাবস্থায় স্বীয় যত্ন দ্বারা তৎকারণ নিরাকারণ করিয়া সমাজের ক্রমশ উন্নতি বৃদ্ধি দ্বারা আমারদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। এ ক্ষণে যে এই সমাজের পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান হইয়াছে, ইতস্তত নেত্র পাত মাত্রেই তাহা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয়। এতদ্দেশে অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মাচরণে যত্নবান্ হইয়া পরমোৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। অম্বিকা কাল্না, জগদ্দল, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ভবানীপুর, এই সকল স্থানে এতদ্রূপ সমাজ সংস্থাপন করিয়া লোক সকল ঈশ্বরোপাসনায় মনকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। আহা! সত্যের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! আমারদিগের এই সত্যতন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, এ প্রদেশীয় প্রচলিত প্রথানুগত নানা কুসংস্কারাবিষ্ট শত্রু সমূহের বিদ্বেষাদি বিষম বিষময় বাণ প্রতিক্ষণ সহ্য করিয়াও সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রকাশের ন্যায় সর্ব্বোপরি পরিশুদ্ধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই পরম ধর্ম্মকে সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ রূপ সুচারু চতুর্ব্বর্গ রসাল ফল শোভিত সুরম্য কল্পতরু স্বরূপ জানিয়া সাংসারিক পথ শ্রান্তি শান্তির কারণ তদাশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক চরিতার্থ হইতেছেন। অতএব, হে প্রিয়তম সুহৃদ্‌গণ! নিতান্ত নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ানুকূল ব্যাপারে নিমগ্ন-চিত্ত না হইয়া সর্ব্ব-সুখ-সম্পাদক এই সাধু ধর্ম্ম

সাধনে এবং সাধ্যানুসারে ইহার উন্নতি কল্পে সাহায্য কর, যদ্দ্বারা এই পবিত্র সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া জ্ঞান দান দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের পরম সুখ বিধানে সমর্থ হইতে পারেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৫ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

অদ্য আমারদের চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ। অদ্য ব্রাহ্মদিগের প্রবল উৎসাহ ও অনুপম উৎসবের দিবস। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! অজ্ঞানের প্রভাব ও অধর্ম্মের পরাক্রম এ প্রকার প্রবল, যে তাহা স্মরণ হইলে, আমারদের এই মহোৎসবও ম্লান হইতে থাকে। একবার নেত্রোন্মীলন করিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলে, জনসমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ ও বিপরীত ভাবেই পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। তাহার এ প্রকার বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, যে এতদ্দেশীয় লোকসমাজকে সমাজ বলিয়া উল্লেখ করা কর্ত্তব্য কি না সন্দেহ। যদি ঐক্য-বন্ধন জনসমাজ সংস্থাপনের প্রধান লক্ষণ হয়, তবে কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি ভারতবর্ষীয়, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয়, লোকদিগকে ঐ আখ্যা প্রদান করিতে পারেন? এ দেশ বিদ্বেষ রূপ বিষম বিষে জর্জ্জরীভূত রহিয়াছে। স্বজাতীয় ধর্ম্ম অবধি দস্যুদিগের দস্যুতা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই কেবল দ্বেষ ও হিংসা প্রকাশ করিতেছে। যে খানে প্রণয়ময় উদ্বাহ-বন্ধন কলহ সঞ্চারের মূলীভূত ও সুধাময় ভ্রাতৃ-সম্পর্ক ভ্রাতৃ-বিরোধের নিদানভূত হইয়া উঠিয়াছে, এবং ধর্ম্ম বিষয়ে মতান্তর প্রযুক্ত পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সে খানে আর কোন্ বিষয়ে ভদ্রস্থতা থাকিতে পারে? যে দিকে যে বিষয়ে নেত্রপাত করা যায়, তাহাতেই দারুণ দুঃখ-পারাবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কি শারীরিক কি মানসিক অবস্থা, কি গৃহ-ধর্ম্ম কি সামাজিক ব্যবস্থা, এ দেশ

সম্পর্কীয় সকল ব্যাপারই করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের স্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। প্রাচীনেরা যাহারদিগকে গৃহের শ্রী স্বরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহারদিগের অজ্ঞানাবৃত চিত্ত-ভূমিতে যখন অশেষ দোষাকর কুসংস্কার রূপ বিষ-বৃক্ষ সকল বদ্ধমূল হইয়া গরলময় ফল উৎপাদন করিতেছে, তখন আর তাহারদের শ্রী কোথায় রহিল? তাহারাই যদি বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী না হইল, মনঃকল্পিত কাল্পনিক ধর্ম্ম-কূপে নিমগ্ন থাকিল, বিবিধ প্রকার কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ থাকিয়া অমানববৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত রহিল, তবে কি রূপেই বা আমারদের সাংসারিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইবে?—কি রূপেই বা আমারদের বাস-গৃহ সুখ ও শান্তির আধার হইবে? তাহারদের স্বভাব-দোষে আমারদের সন্তানগণের সৎপ্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়াও সুকঠিন হইয়াছে। তাহারা না আপনার, না আপন সন্তান সন্ততির, না আত্মীয় স্বজনেরই মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করিতে সমর্থ। অজ্ঞান তাহারদের সকল রোগের মূলীভূত রোগ। এতদ্দেশে দম্পতির অপ্রণয় ও কলহ ঘটনার যে অশেষ প্রকার কারণ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে জ্ঞান বিষয়ে তারতম্য ও ধর্ম্ম বিষয়ে বিভিন্নতা এক প্রবল কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অদূর-দর্শিনী বিদ্যাহীনা অবলার সহিত দীর্ঘদর্শী, উদার-স্বভাব, বিদ্যাবান্ পতির পাণিগ্রহণ হওয়া যে রূপ যন্ত্রণার বিষয়, তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। সে দুঃসহ যন্ত্রণা উত্তপ্ত অঙ্গার স্বরূপ হইয়া অনেকের অন্তঃকরণ অহর্নিশ দগ্ধ করিতেছে। বিদ্যাবান্ পতি নিত্য নূতন জ্ঞান-গিরি আরোহণ করিয়া যে সমস্ত অপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, তাঁহার মূর্খ স্ত্রী তাহার কিছুই অবগত নহে। তিনি তাহার নিকট যৎসামান্য বৈষয়িক ব্যাপার এবং ইতর ইন্দ্রিয়-সুখের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে আর কোন কথাই উত্থাপন করিতে পারেন না। তিনি অবনিমণ্ডলে জ্ঞান প্রচার, ধর্ম্ম বিস্তার, সাংসারিক রীতি নীতি সংশোধন, রাজ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ইত্যাদি প্রধান প্রধান শুভকর প্রস্তাব পর্য্যালোচনায় অনুরক্ত ও তৎসম্পাদনে যত্নবান্ থাকেন, তাঁহার অবিশুদ্ধ-

বুদ্ধি বিদ্যাহীনা ভার্য্যা সে সকল বিষয়ে অনুকূলতা করা দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ প্রতিকূলতাই প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমারদের গৃহ ছায়াতপে বিচ্ছিন্ন; এক ভাগে উজ্জ্বল জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ, অন্য ভাগে অজ্ঞান রূপ অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে।— হে পরমাত্মন্! এরূপ বিষম বৈষম্য কি রূপে কত দিনে দূরীকৃত হইবে, তুমিই জান।

দম্পতি সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, উদ্বাহের বিষয় সর্ব্বাগ্রে স্বভাবতঃ উদ্বোধিত হইয়া উঠে। এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানার্থ এক বার চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলে, কত যুক্তি-বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, অস্বাভাবিক ব্যাপারই দৃষ্ট হইতে থাকে। কোন স্থানে দেখিবেন, পিতা আপনার সদসদ্-বিবেচনা-বর্জ্জিতা, সপ্তম বর্ষীয়া, বালিকা কন্যাকে কোন অপরিজ্ঞাত, দুর্ব্বিনীত, অকৃতী পাত্রের হস্তে জন্মের মত সমর্পণ করিতেছেন। কোথাও বা কোন অবোধ বালকের জনক তাহাকে উদ্বাহ রূপ অভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাহার আশুভঙ্গুর সুকুমার স্কন্ধে দুর্ব্বহ লৌল-ভার স্থাপন করিতেছেন। কোথাও বা কোন বিবাহ-প্রিয়, অদূরদর্শী, নির্ব্বোধ দরিদ্র পূর্ব্বপুরুষ-প্রদত্ত ভূমি-সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক উদ্বাহ বিষ ক্রয় করিয়া অবিলম্বে মুমূর্ষু অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। কোথাও দেখিবেন, কোন নির্ঘৃণ, নির্লজ্জ পুরুষ উদ্বাহ রূপ উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া পরম পবিত্র পাণিগ্রহণ ধর্ম্মে কলঙ্ক রোপণ করিতেছে, এবং সহসা কাল-গ্রাসে প্রবেশ করিয়া একেবারে কত স্ত্রীকে বিষম বৈধব্য দশায় অবতীর্ণ করিতেছে। যে দেশে অধর্ম্ম ধর্ম্ম-বেশ ধারণ করিয়াছে এবং ধর্ম্ম পাপের উপদ্রব-ভয়ে ম্লান ও প্রচ্ছন্নবৎ হইয়াছেন, সে দেশ যে একেবারে উচ্ছিন্ন যায় নাই, এই আশ্চর্য্য। আমরা যে এই সমুদায় কুরীতি-পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইতেছি না, ইহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা কেবল আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া জীবন হরণ করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি!

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ধর্ম্ম বিষয়ে মতান্তর প্রযুক্ত পিতা পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। জনক জননীর অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজ-

নীয় পদার্থও সুপণ্ডিত পুত্রের অবজ্ঞা ও অনাদরের আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। পিতা যে মৃন্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি সমীপে গল-লগ্নী কৃত বস্ত্রে, কৃতাঞ্জলী পুটে দণ্ডায়মান হইয়া তদ্গত চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন, পুত্র ধরাতলস্থ মৃত্তিকার সহিত তাহার অবিশেষ জানিয়া অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিতেছে। পিতা হীন-বর্ণোদ্ভব পরমাত্মীয় মিত্রেরও স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন না, পুত্র ম্লেচ্ছেরও সহিত একত্র পান ভোজন করিয়া তাঁহার মনঃপীড়া উৎপাদন করিতেছেন। এ ক্ষণকার বিদ্যাবান্ যুবকেরা আপনার উপার্জ্জিত জ্ঞান-প্রভাবে যে সমস্ত বিষয় অপ্রমাণিক অলীক বলিয়া জানিতেছেন, তাহা অনাদি-পরম্পরা-প্রচলিত হইলেও, প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না, একথা যথার্থ বটে, কিন্তু অনেকের বিদ্যা-বৃক্ষে যে সমানরূপ শুভ ফল উৎপন্ন হয় নাই ইহাই অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। কেহ কেহ এই রূপ অবধারণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষ কোন প্রকার ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ থাকা বিধেয় ও আবশ্যক নহে; সুতরাং তাঁহারদের মতে, সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ পরম সত্য ধর্ম্মও অবলম্বন ও প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি আমারদের সকলের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্ব-সুখ-প্রদাতা—যিনি আমারদের সকলের পিতা, মাতা, প্রভু ও সুহৃৎ,—যিনি আমারদের বল, বুদ্ধি, বিদ্যা, ধর্ম্ম সকল মঙ্গলের মূলীভূত অদ্বিতীয় কারণ, সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা ও ভক্তিরসাভিষিক্ত চিত্তে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাঁহারদের মতে কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা ধর্ম্ম শাসন ব্যতিরেকেই উত্তমাধম মধ্যম সকল লোককে সুশীল ও সুনীতি-পরায়ণ করিবেন—সেতু বন্ধন ব্যতিরেকেই নদীর প্রবাহ রোধ করিবেন, এই রূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। আহা! কত সুশিক্ষিত সদ্বিদ্বান ব্যক্তি আমারদের স্রষ্টা, ও পাতার সত্তা পর্য্যন্ত প্রতীতি করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহারদের অন্তঃকরণের প্রত্যেক বৃত্তি, শরীরের প্রত্যেক শোণিতবিন্দু এবং বাহ্য বস্তুর প্রত্যেক পরমাণু যাঁহাকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিতেছে, তাঁহাকে তাঁহারা দেখিতে পান না! হে জগদীশ! তাঁহারদের এবম্বিধ বিষম বিড়ম্বনা কেন ঘটিল!—আবার কত শত সদ্বিদ্যা-

শালী শিক্ষিত ব্যক্তি সভ্যতাভিমানী ভিন্ন জাতির পানদোষ রূপ বিষম পাপের অনুকরণ করিয়া স্বোপার্জ্জিত সমুদায় বিদ্যা ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছেন। তদ্দ্বারা যে সমস্ত নিতান্ত মৃদু-স্বভাব শান্ত-প্রকৃতিরও বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ হইলে বোধ হয়, সুরা রূপ সাংঘাতিক বিষ তুষারশিলাকে তপ্তাঙ্গার ও অমৃত-ভাণ্ডকে বিষ-ভাণ্ড করিতে পারে।

অন্য বিষয়ের আর কি প্রসঙ্গ করিব ? অন্য মঙ্গলামঙ্গলের কথা দূরে থাকুক, অপর সাধারণ সকলে যে বিষয়কে নিতান্ত স্বার্থকর বলিয়া জানে, এতদ্দেশীয় লোকে তাহারও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। অর্থ সকলেরই স্পৃহণীয়, কিন্তু কি রূপ উপজীবিকা অবলম্বন করিলে, যথেষ্ট অর্থ লাভ হইয়া আপনার মান, সম্ভ্রম ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা পাইয়া গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাঁহারা তাহার মর্ম্মাববোধে সমর্থ নহেন। তাঁহারা এই রূপ স্বাতন্ত্র্য-সাধক কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রধান ব্যবসায় সমুদায় অতি হেয় অপকৃষ্ট বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করেন।—তাঁহারা কেবল পরের দাসত্ব স্বীকারই সুচারুরূপে শিক্ষা করিয়াছেন। লিপি-কর-ব্যবসায় তাঁহারদের পক্ষে পরম পূজনীয় সর্ব্ব-সেবনীয় হইয়া উঠিয়াছে। হায়! কি লজ্জার বিষয়! উনবিংশতি শতাব্দী পূর্ব্বে এক মহাকবি এতদ্দেশীয় দুর্ভাগ্য লোকদিগকে "আপাদ-প্রণপ্রণতাঃ" অর্থাৎ পদাবনত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কালি-দাসের স্বভাব-বর্ণন-শক্তি কি আশ্চর্য ! আমারদের প্রকৃতি অদ্যাপি অবিকল সেই রূপ রহিয়াছে।—হে ভাগ্য ! আমারদের এ কলঙ্ক কি কোন কালেঅপনীত হইবার নহে ? স্বাধীনতা ! তুমি কি আমারদের অর্চ্চনা আর কখনই গ্রহণ করিবে না ?

আমরা কি করিতেছি ! এ দেশের দুঃখের বিষয় এক রজ্জনীতে গণনা ও বর্ণনা করিয়া কে শেষ করিতে পারে ? কি গৃহ-ধর্ম্ম, কি আচার ব্যবহার, কি ধর্ম্ম-প্রণালী, কি বৈষয়িক অবস্থা কি রাজ-ব্যবস্থা, কোন বিষয়েই নেত্র পাত করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় না। আমরা স্বকীয় কর্ম্ম-ফলে দুঃখানলে অহরহঃ দগ্ধ হইতেছি ; আবার রাজ্যাধিপতিরা তাহাতে করুণা রূপ বারি

সেচন না করিয়া অনবরতই আহুতি প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা স্বার্থ-সলিলে প্রজার কল্যাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন,—লোভের খর্পরে দয়াকে বলিদান করিয়াছেন।

হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায় আছ! তুমি হিন্দু জাতির জীবন বলিয়া ভুমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলে। তুমি প্রচ্ছন্ন হওয়াতে, ভারত-ভূমি মুমূর্ষু অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছেন। জননী জন্ম ভূমির সাতিশয় শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। পাপের প্রহারে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। মনের কি আশ্চর্য্য স্বভাব! যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তিনি পশ্চাদ্গামিনী পাপ-পিশাচীর উপদ্রবে কম্পমানা ও দীনভাবাপন্না হইয়া অতি মলিন বেশে, ম্লান বদনে, ধর্ম্ম সন্নি-ধানে "ত্রাহি ত্রাহি" বলিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। কি উপায়ে কি রূপে তাঁহার এই অশেষ রোগের শান্তি হইবে, কে বলিতে পারে?—এক উপায় আছে; যখন গ্রীষ্ম অতিমাত্র প্রবল হইয়া অসহ্য-প্রায় হয়, তখন অবশ্যই বারি বর্ষণ হইয়া তাহার শান্তি করে। পূর্ব্ব কালে যখন ফরাসিস্‌দেশ-বাসী গাল নামক প্রসিদ্ধ লোকেরা স্বদেশ হইতে রোমকদিগকে দূরীকৃত করিয়া স্বয়ং রাজা সংস্থাপন করিলেক, তখন স্বজাতির শুভো-ন্নতি আশয়ে আপনারদের মুদ্রার উপর একটি অতি মনোহর ভাবার্থ-ঘটিত শব্দ মুদ্রিত করিয়াছিল,—সে শব্দের অর্থ 'আশা'। জগদীশ্বরের জগৎ কখনও উচ্ছিন্ন যাইবার নহে,—চরমে পরম মঙ্গল অবশ্যই উৎপন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; এই আশা-যষ্টি অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি। এই আশা-বৃক্ষ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ পবিত্র ক্ষেত্রে রোপিত রহিয়াছে। আমারদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সকল রোগের মহৌষধ। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের রমণীয় জ্যোতি সম্যক্ রূপে আবির্ভূত হইলে, পাপান্ধকার অবশ্যই নিরাকৃত হইবে। পরমেশ্বরের পরিশুদ্ধ প্রীতি প্রতিষ্ঠাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এবং নির্ম্মল আনন্দ লাভ ইহার অবশ্যম্ভাবী স্বভাব-সিদ্ধ ফল। পরম পবিত্র প্রীতি পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করা ব্যতিরেকে ব্রাহ্ম-দিগের আর অন্য ধর্ম্ম নাই, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতিরে-

কেও তাঁহারদের আর অন্য কার্য্য নাই। তদ্ভিন্ন আর সকল ধর্ম্মই কাল্পনিক, আর সকল কার্য্যই অকার্য্য। সর্ব্ব-মঙ্গলা-কর পরমেশ্বর যে মঙ্গলময় অভিপ্রায়ে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, তাহাই সাধন করা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। তিনি আমারদের মনোরূপ রত্ন খণিতে যে সকল জ্ঞান-রত্ন ও সুখ-রত্ন নিহিত রাখিয়াছেন, তাহা খনন করিয়া বহির্গত করা, এবং বিচিত্র বাহ্য বস্তুতে যে সকল কল্যাণ-বীজ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তাহা আহরণ করিয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রয়োজন। বিশ্বপতির সুপ্রতিষ্ঠিত শারীরিক, মানসিক, ভৌতিক সর্ব্বপ্রকার নিয়ম পরিপালিত হইয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য এবং ঐহিক ও পারত্রিক আনন্দ সম্পাদন করে, ইহাই এই পরম ধর্ম্ম প্রচারের অভিপ্রেত। আমারদের এই রমণীয় আশা দীর্ঘ আশা বটে, কিন্তু আমারদের আশা-বৃক্ষ আশা-প্রদাতা সর্ব্ব-সুখ-দাতা পরমেশ্বরের কারুণ্য রূপ পবিত্র ক্ষেত্রে রোপিত রহিয়াছে। অতএব, তাহা এক কালে অবশ্যই ফলবান্ হইবে, এবং ফলবান্ হইয়া অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় শোভা প্রকাশ করিবে। তখন আমারদের ভারত-ভুমি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মনোহর জ্যোতিতে দীপ্তি পাইয়া সর্ব্বত্র সুরম্য সুখ-ব্যাপার প্রদর্শন করিবে। তখন গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে পরম পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ও পরম মঙ্গলালয়ের গুণকীর্ত্তন রূপ মঙ্গল-ধ্বনিতে ধ্বনিত হইয়া মানবগণের ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল-প্রবাহ একত্র মিলিত করিবে;—তাহার সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট প্রণালীক্রমে বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়া বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের মঙ্গলময় নিয়ম-প্রণালী প্রচার পূর্ব্বক অন্তঃপুর পর্য্যন্ত সুনির্ম্মল জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে থাকিবে;—স্বদেশের গ্রাম ও নগর সমুদায় পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যানুকূল হইয়া প্রতি গৃহে সুস্থতা-সুখ সঞ্চারণ করিবে;—স্বদেশীয় লোক বল বীর্য্য, বিদ্যা ধর্ম্ম, ও সুখ সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়া মনুষ্য-সমাজে গণ্য ও মান্য হইবে, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও কাল্পনিক ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পরমেশ্বর-প্রদর্শিত পবিত্র পথে

বিচরণ করিবে ও উদ্বাহাদি গৃহধর্ম্ম-প্রণালী পরিশোধন করিয়া স্বজাতীয় স্বভাবের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবে।

এই সমুদায়ই ব্রাহ্মদিগের আশার বিষয়। আমরা করুণাময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া এই আশা অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছি। যদিও এতাদৃশ দীর্ঘ আশা চরিতার্থ হওয়া এক্ষণে অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সমস্ত নিয়মেরই এইরূপ উদ্দেশ্য। অখণ্ড ভূমণ্ডলকে উল্লিখিত রূপ স্বর্গোপম সুখধাম করাই তাঁহার সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন। কোন্ অনির্দ্দেশ্য কালে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শুভকর ব্যাপার সম্পন্ন হইবে, কে বলিতে পারে? কিন্তু তৎ সমুদায় সাধন করাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং তাহাই লক্ষ্য করিয়া আমারদের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

কোন অনুপম আনন্দোৎসবে মগ্ন হইলে, সেই মহোৎসব-প্রযোজক মহাশয় ব্যক্তিকে স্মরণ না করিয়া আর কতক্ষণ ক্ষান্ত থাকা যায়? আমারদের যে সুদীর্ঘ আশা-বৃক্ষ এই প্রকার পরম শোভাকর সুগন্ধ পুষ্প-পুঞ্জে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতেছে, তাহার মূলীভূত মহানুভাব মহাত্মাকে সকৃতজ্ঞ ভক্তি-রসাভিসিক্ত চিত্তে স্মরণ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না। এক মাস অতীত হইল, তাঁহার সমকালবর্ত্তী কোন মহাশয় ব্যক্তি কহিয়াছিলেন, রামমোহন রায়ের কতক গুলি চিত্রময় প্রতিরূপ মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য। এই সদর্থ-ঘটিত প্রীতি-রস-পূর্ণ বাক্য স্মরণ হইয়া ভাবিলাম, তাঁহার প্রতিরূপ আমারদের মানস-পটে যাদৃশ মুদ্রিত ও চিত্রিত রহিয়াছে, তাহাতে আর অন্য প্রতিরূপে প্রয়োজন কি? এখন তিনি আমারদের মানস-মন্দিরে জীবিতবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। মনের কি মহীয়সী শক্তি! তাঁহার অধিষ্ঠানে এই সমাজ-মন্দির যেন গৌরব ও গাম্ভির্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার প্রচারিত অমৃতময় উপদেশ-বাক্য সকল স্মৃতি-পথে সমারূঢ় হইয়া, প্রীতি ও ভক্তি-প্রবাহ চতুর্গুণ প্রবল করিয়া, প্রীতি-পূর্ণ পরমেশ্বরের প্রতি প্রবাহিত করিতে লাগিল।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৫ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

হে পরমাত্মন্! হে তেজোময় অমৃতময়! আমি কি দেখিতেছি। আমি যে তোমাকেই চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান দেখিতেছি, এই সমাজ মধ্যে তোমাকে জাজ্বল্যমান দেখিতেছি। এই দীপমালা সকলের আলোকে এই মন্দির যে আলোকময় হইয়াছে, তাহার অন্তরে তোমার নির্ম্মলানন্দ-জ্যোতিঃ ব্যাপ্ত দেখিতেছি। সে আনন্দ-জ্যোতি আমার মনকে এই ক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করিতেছে। সর্ব্বত্র তোমার ভূমানন্দ-জ্যোতিঃ প্রকাশ দেখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র মনে যে এক নির্ম্মলানন্দ-প্রবাহ উৎসারিত হইতেছে, তাহা এই দুর্ব্বল শরীর আর ধারণ করিতে পারে না, তাহার প্রবল বেগে আমার এই ক্ষীণ শরীর অবসন্নপ্রায় হইতেছে। চিরকাল তোমার আশ্রয়ে নিবাস, তোমার সহায়ে নির্ভর, তোমার কৃপার অধীন; তুমি আমারদিগের ধন জন যৌবন, বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সকলেরই মূলাধার। তুমি আমারদিগকে মাতার ন্যায় স্নেহ কর, পিতার ন্যায় রক্ষা কর, গুরুর ন্যায় জ্ঞান দেও, বন্ধুর ন্যায় প্রীতি কর। তুমি মাতা হইতে অধিক, পিতা হইতে অধিক, গুরু হইতে অধিক, সুহৃৎ হইতে অধিক; কারণ তুমি আমারদিগের রক্ষার নিমিত্তে সুখের নিমিত্তে পিতা মাতা গুরু সুহৃৎকে নিয়োগ করিয়াছ। তুমি পিতা মাতার ন্যায় আমারদিগের অন্ন পান সম্পাদন করিতেছ এবং আমরা এখানে সুখে সঞ্চরণ করিতেছি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছ। আমি কি করিতেছি? উপমা রহিতের উপমা দিতেছি। তোমার স্নেহ তোমার প্রেম কি মনুষ্য মনের স্নেহ প্রেমের সহিত উপমা হয়? তুমি স্নেহের আবহ, তুমি প্রেমের আবহ, তোমা হইতে স্নেহ প্রেম প্রবাহিত হইয়া সমুদায় জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে। তুমি স্নেহ ও প্রেমের আকর স্বরূপ, তুমি মঙ্গল স্বরূপ; তুমি সকল মঙ্গলের নিদানভূত। তোমার

সেই আনন্দ রূপ মঙ্গল স্বরূপ যত্নশীল নিষ্পাপ পুরুষেরা অনুভব করিয়া তোমাকে রস স্বরূপ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সে রস যে আস্বাদন করে নাই সে কিছুই আস্বাদন করে নাই। কিন্তু আমারদিগের কি ক্ষমতা যে তোমার সেই আনন্দ-রস সম্যক্ আস্বাদন করিতে পারি? আমরা অতি ক্ষুদ্র জীব, আমারদিগের কি সাধ্য কি শক্তি, কি বিদ্যা কি বুদ্ধি, যে তোমার মহিমা বর্ণন করিতে পারি—তোমার প্রেম অনুভব করিতে পারি। তুমি নিরতিশয় মহান্, তুমি সকলের বশী, তুমি সকলের প্রভু, তুমি রাজাধিরাজ হইয়া এই সমুদায় জগৎ শাসন করিতেছ, তোমার সিংহাসন সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি পরম পূজনীয় দেবতা স্বরূপে এখানে অধিষ্ঠান করিতেছ, আমরা সকলে ঐক্য হইয়া তোমার পূজা করিতেছি; সুনির্ম্মল প্রীতি পুষ্প দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৬ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

"অদ্য পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, এক শতাব্দের চতুর্থ ভাগ অতীত হইল। এই কালের মধ্যে আমাদিগের আশানুরূপ ফল উৎপন্ন হয় নাই ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।—হায়! আমরা শতাব্দের চতুর্থ ভাগে যে সমস্ত সুচারু ফললাভের প্রত্যাশা করি অদ্ধ-শতাব্দে তাহা প্রাপ্ত হইলেও, সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।—কিন্তু এই পঞ্চবিংশতি বৎসর কদাচ নিরর্থক গত হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে কাল্পনিক ধর্ম্মের বেশ মলিন ব্যতিরেকে কদাচ উজ্জ্বল হয় নাই, তত্ত্ব-জ্ঞানের কিরণ বিকীর্ণ ব্যতিরেকে কদাচ সঙ্কীর্ণ হয় নাই, এতদ্দেশীয় লোকের কুসংস্কার পরিহারের পথ পরিষ্কৃত ব্যতিরেকে কদাচ অবরুদ্ধ

হয় নাই। বর্ষাঋতুর সমাগম ব্যতিরেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় না একথা যথার্থ বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালেও ঐ বৃষ্টিপাত রূপশুভ কার্য্যের কারণ পরম্পরার সংঘটনা হইয়া থাকে। সেই রূপ ভবিষ্যতে ভূমণ্ডলে যে পরম রমণীয় ধর্ম্ম-মঞ্চ প্রস্তুত হইবে ইতি মধ্যেই তাহার সোপান পরম্পরা নির্ম্মিত হইয়াছে। সমাজ-সংস্থাপক, ধর্ম্ম প্রচারক, মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ে এতদ্দেশের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার সহিত ইদানীন্তন অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলেই, উল্লিখিত বিষয় অক্লেশে অবগত হওয়া যায়? তাঁহার সময়ে তিনি চতুর্দ্দিকে অজ্ঞানান্ধকারে পরিবেষ্টিত হইয়া উজ্জ্বলদীপ-শিখা সদৃশ দীপ্তবান্ ছিলেন, অধুনা সেই অন্ধকারের মধ্যে স্থানে স্থানে কত শত ক্ষুদ্র দীপ প্রদীপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে এতদ্দেশীয় অবোধ মনুষ্যেরা তাঁহার প্রচারিত পরিশুদ্ধ ধর্ম্মের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সংস্পর্শ পর্য্যন্ত বিষবৎ পরিত্যাগ করিত, অধুনা শত শত সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি, সুশিক্ষিত ব্যক্তি সেই ধর্ম্ম পরমপুরুষার্থ-সাধক সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম স্থির করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে অবলম্বন করিবার নিমিত্ত, ব্যগ্র হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার সময়ে সর্ব্ব সাধারণেই তাঁহাকে অতিক্রূর আততায়ী শত্রু বিবেচনা করিয়া, বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ পূর্ব্বক, দুঃসহ ক্লেশ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, অধুনাতন সদ্বিদ্যাশালী সুবোধ মনুষ্যের মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রদর্শিত পরম পরিশুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম পালন ও প্রচারণ করিবার নিমিত্ত, দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার সময়ে যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের সংজ্ঞা মাত্র শ্রবণ করিলেও কর্ণকুহরে করার্পণ করিতেন, অধুনা তাঁহাদেরই সুশিক্ষিত সন্তান সকল ব্রাহ্ম-সমাজে নির্ভয়ে উপবেশন করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছেন। তাঁহার সময়ে যাঁহারা অসূয়া-পরবশ হইয়া, তদীয় গুণ-সমূহে দোষারোপ করিয়া, স্বীয় রসনাকে দূষিত করিতেন, ও কখন কখন তাঁহাকে প্রহার করিয়া নিজ কর-দ্বয় কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইতেন; অধুনা তাঁহাদেরই সন্তান সকলে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে

তাঁহার গুণ-বর্ণনা ও কীর্ত্তন-ঘোষণা করিয়া স্বকীয় লেখনী ও ভারতী সার্থক করিতেছেন। তাঁহার সময়ের যে ধর্ম্ম-বিষয়িণী অথচ ধর্ম্ম-বিদ্বেষিণী সভা তাঁহার উপর, ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজের উপর, বিদ্বেষানল ও দুর্ব্বচন-বিষ অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিত, অধুনা নির্ব্বাণ-গত আগ্নেয় গিরি অথবা গরল-শূন্য বিষ-ধর তুল্য নিতান্ত নিস্তেজ ও একান্ত অকিঞ্চিৎ কর হইয়াছে; —কেবল নাম মাত্র আছে। তাঁহার সময়ে তিনি প্রাণপণে যত্ন করিয়াও দুই এক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্বীয় মতে সম্পূর্ণ রূপ মতস্থ করিতে সমর্থ হন নাই, অধুনা অনেক ব্যক্তি অন্যদীয় উপদেশ-নিরপেক্ষ হইয়া আপনাদের মার্জ্জিত বুদ্ধি প্রভাবে তাঁহার মত উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সে সময়ে তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, সকলেই প্রায় বেদান্তানুগত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, রামমোহন রায়ের ন্যায় শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তি-পথাবলম্বী ব্রাহ্ম ছিলেন না। তিনি কোন শাস্ত্রকে পরমেশ্বর প্রণীত অভ্রান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন না; সর্ব্ব শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া, যুক্তি বিরুদ্ধ যাবতীয় বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যুক্তি-মূলক যথার্থ পরমার্থ—তত্ত্ব সমুদায়ই গ্রহণ করিতেন। যদিও তিনি এতদ্দেশে স্বীয় মত সংস্থাপনার্থ সমগ্র শাস্ত্র হইতে, এবং বিশেষতঃ বেদান্ত শাস্ত্র হইতে, প্রমাণ পুঞ্জ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে বাস্তবিক বৈদান্তিক ছিলেন না, ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয় নাই। রামমোহন রায়ই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপক, রামমোহন রায়ই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, রামমোহন রায়ই ভারতবর্ষীয়দিগের ভ্রান্তি নিবারণের মূল সূত্র সঞ্চারক। আমরা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই নিমিত্ত, প্রতিবৎসর তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ রূপ কর প্রদান করিয়া অন্তঃকরণের আক্ষেপ নিবারণ করি। রামমোহন রায় এতাদৃশ অসামান্য স্বভাব মহীয়ান্ মনুষ্য ছিলেন, যে আমরা তাঁহার অনুগত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে, আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করি। কিন্তু ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম

যে রূপ পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম, রামমোহন রায়ের মত তদনুরূপ পরিশুদ্ধ ছিল না, এবিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন তিনি ব্রাহ্মদিগের ন্যায় প্রাচীন শাস্ত্র সমুদায় পরিত্যাগ করেন নাই, এবং পরম্পরাগত বৈদান্তিক মতেও অশ্রদ্ধা করেন নাই; তিনি এতদ্দেশীয় সকল শাস্ত্রই অভ্রান্ত আপ্ত-বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং তন্নিমিত্তই, সমুদায় শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া বিচার করিতেন, এবং সর্ব্ব শাস্ত্রের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এই অভিপ্রায় যে কোন মতেই প্রামাণিক নহে, এবিষয়ে একাদি ক্রমে সমূহ যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ।—রামমোহন রায়ের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ক্ষমতার বিষয় বিবেচনা করিলে, তিনি যে কতক গুলি, অসঙ্গতি-পরিপূর্ণ, পুরাতন পুস্তক পরমেশ্বর-প্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন, ইহা সহসা স্বীকার করা সুকঠিন কর্ম্ম। বরং সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রণীত পুস্তক পরম্পরা পাঠ ও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষই সঙ্গত বোধ হয়। তাঁহার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে নিশ্চয় হয়, তিনি বহু দেশের বহু গ্রন্থের অনুশীলন করিয়া আপনার অসামান্য বুদ্ধি বলে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিরাকার পরমেশ্বরই মানব জাতির উপাস্য পদার্থ, তিনিই তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের অদ্বিতীয় কারণ, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বমাত্রই তাঁহার প্রণীত একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ, এবং এই অতি প্রগাঢ় অভ্রান্ত শাস্ত্র রূপ মহাসিন্ধু মন্থন করিয়া যে কিছু জ্ঞান-রত্ন উদ্ধার করা যায়, তাহাই আমাদের কল্যাণ কোষাগারের অপ্রতুল পরিহারের একমাত্র উপায়। তিনি আপনি ঐ পরম ধর্ম্ম রূপ অমূল্য নিধি উপার্জ্জন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং মানব জাতির ঘোরতর অজ্ঞান-তিমির দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদিগের পরিত্রাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আবহমান কাল যাহাদের অসত্যকে সত্য, অচেতনকে সচেতন ও ভ্রান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাহারা যে সহসা

তাঁহার কথায় আস্থা রাখিয়া, অথবা শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া, তাঁহার প্রদর্শিত পবিত্র পথের পথিক হইবে, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। যাহারা পরম্পরাগত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ও হৃদয়-নিহিত কুসংস্কার মাত্রের, নিতান্ত অনুগত হইয়া চলে, এবং পূর্ব্বতন শাস্ত্র-প্রচারক ও ধর্ম্ম-প্রয়োজকদিগকে দেববৎ পরিত্রাণ কর্ত্তা ও তাহাদের বাক্য অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য বলিয়া প্রত্যয় যায়, অশাস্ত্র-সম্মত যুক্তির বল স্বীকার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভাবিত নহে। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া, তিনি তাহাদিগের স্বকীয় শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ সঙ্কলন করিয়া, স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যেমন হিন্দুদিগের সহিত বিচারের সময়ে বেদ বেদান্তাদির বচন গ্রহণ করিতেন, সেইরূপ, মোসলমানদিগের সহিত বিচারের সময়ে কোরাণের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন, এবং খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সহিত বিচারের সময়ে বাইবল শাস্ত্রকে সাক্ষী বলিয়া মান্য করিতেন। যদি তাঁহাকে বৈদান্তিক অথবা সমগ্র-হিন্দু-শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, কোরাণ ও বাইবল মতাবলম্বী বলিয়াও অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হয়। শুনা গিয়াছে, তিনি জীবদ্দশায় বন্ধু বিশেষকে কহিয়াছিলেন, আমার মৃত্যুর পরে হিন্দু, মোসলমান ও খ্রীষ্টীয় তিন সম্প্রদায়েই আমাকে স্ব স্ব শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া প্রত্যয় যাইবে, কিন্তু আমি কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি। তাঁহার এই সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাক্য অবিকল সফল হইয়াছে। তাঁহার লোকান্তর গমনান্তে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বেদানুগামী ব্রহ্মজ্ঞানী, মোসলমানেরা কোরাণ-বিশ্বাসী মোসলমান, এবং খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ীরা বাইবল-মতাবলম্বী খ্রিষ্টান বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিল। যদিও তিনি ঐ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ, অনুপম গুণাবলি ও মঙ্গলকর নিয়ম-প্রণালী বিষয়ক বহুতর বচন গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তিনি না হিন্দু, না মোসলমান, না খ্রিষ্টান, কোন শাস্ত্র পরমেশ্বর-প্রণীত অভ্রান্ত আপ্ত-বাক্য জ্ঞান করিতেন না, সুতরাং কোন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সমগ্র মত বিশ্বাস করিতেন না। তিনি নিত্য, নিরাকার, নির্ব্বি-

কার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাশ্রয়, নিখিল-বিশ্বেশ্বর পরমেশ্বরকেই একমাত্র উপাস্য পদার্থ বলিয়া, এবং বিশ্ব রূপ বিশাল পুস্তক মাত্রই তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া, প্রত্যয় করিতেন। যে দেশের যে জাতির যে শাস্ত্রে এই পরম পরিশুদ্ধ মতের প্রতিপোষক বচন দর্শন করিতেন, তাহাই সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিতেন। তিনি যেমন বেদ বেদান্তাদি মন্থন করিয়া ব্রহ্ম-বোধ-প্রতিপাদক পবিত্র বাক্য-সমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আবার, খ্রিষ্টীয় শাস্ত্রেরও সারাংশ সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যেমন ব্রাহ্ম-সমাজে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদ-বাক্যের শ্রবণ ও মনন করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই রূপ আবার, একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনা-মন্দিরেও উপবেশন পূর্ব্বক, বায়বল শাস্ত্রের অন্তর্গত পরমেশ্বর-প্রতিপাদক বচন-সমূহ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ।—তিনি যে সর্ব্ব শাস্ত্রের সারগ্রাহী, নিরবচ্ছিন্ন-যুক্তি-পথাবলম্বী, একেশ্বরবাদী ছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের ট্রষ্টডিড্ নামক লেখ্য-পত্র তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। তিনি যে উৎকৃষ্টতর অভিপ্রায়ে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন, তাহা শাস্ত্র বিশেষের অনুগামী, একতর-পক্ষপাতী, মলিন-চিত্ত ব্যক্তিদিগের সম্মত হওয়া সম্ভব নহে। তিনি ঐ লেখ্য-পত্রে এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সকল দেশীয়, সকল জাতীয়, সকল প্রকার লোকেই এই সমাজে অধিষ্ঠিত হইয়া বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্বপাতা, নিত্য, নির্ব্বিকার, অপরিজ্ঞেয়-স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন; কোন ব্যক্তি এখানে বাস্তবিক বা অবাস্তবিক কোন জীব ও কোন পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া আরাধনা করিতে সমর্থ হইবেন না, এবং যেরূপ ব্যাখ্যানাদি দ্বারা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতার ধ্যান ধারণা বৃদ্ধি হয়, এবং দান দয়াদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার প্রস্তাবাদি এই সমাজে পঠিত ও উল্লিখিত হইবে না। এতাবন্মাত্র ঐ লেখ্য-পত্রে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার বিধি নাই।

তাহাতে বৈদান্তিক মতানুসারে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান সাধন করিবারও বিধান নাই, খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ের মতানুসারে মানব বিশেষকে পরমেশ্বর বলিয়া অর্চনা করিবারও নিয়ম নাই, এবং মোসলমানদিগের শাস্ত্রানুসারে একমাত্র অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ সহকারে মহম্মদের নাম উল্লেখ করিবারও নির্দ্দেশ নাই। যে সমস্ত ধর্ম্ম-বিষয়ক বিশুদ্ধ তত্ত্ব উল্লিখিত সমুদায় উপাসক-সম্প্রদায়েরই গ্রাহ্য ও স্বীকার্য্য, তাহাই রামমোহন রায়ের অভিপ্রেত ছিল। তাঁহার সময়ে যেমন ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য মহাশয়েরা উপনিষদাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের আবৃত্তি ও অর্থাদি করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন, সেইরূপ আবার, হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয়েরাও কথন কথন ব্রাহ্ম-সমাজে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় ভাষায় স্তুতি পাঠ করিয়া, জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতেন। কোন প্রচলিত শাস্ত্রকে পরমেশ্বর-প্রণীত অভ্রান্ত বলিয়া যাঁহার যথার্থ বিশ্বাস আছে, উল্লিখিত অভিপ্রায় ও উল্লিখিত অনুষ্ঠান তাঁহার প্রকৃতরূপ অভিমত হওয়া কোন মতে সম্ভব নহে। অতএব, রামমোহন রায় না হিন্দু না খ্রিষ্টান্ না মোসলমান্ কোন শাস্ত্রই সংশয়-শূন্য ভ্রান্তিহীন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

তৃতীয়তঃ।—রামমোহন রায় আপনার অভিপ্রায় গোপন রাখেন নাই। প্রত্যুত, এতাদৃশ সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন, যে কাহারও সংশয় হইবার বিষয় নহে। এতদ্দেশীয় লোকদিগকে সংস্কৃত কিম্বা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য এই বিষয় লইয়া, যে সময়ে রাজ পুরুষেরা আন্দোলন করিতেছিলেন, তখন তিনি ভারতবর্ষের তৎকাল-বর্ত্তী শাসন কর্ত্তাকে এক পত্র লিখিয়া এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সেই পত্রে ইংলণ্ডীয় ভাষায় অশেষবিধ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া, বেদান্তাদি কতিপয় শাস্ত্রের কাল্পনিক মতের অপকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই পত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন, ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্ত নানা প্রকার মনঃকল্পিত ভাবে পরিপূর্ণ; অতএব তৎ সমুদায়ের

অধ্যয়নে তাদৃশ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি আরও বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, পরমাত্ম-স্বরূপের সহিত জীবাত্ম-স্বরূপের সম্বন্ধ কি, জীবাত্মা কি রূপে পরমাত্মাতে লয় পায়, বেদ মন্ত্রের স্বরূপ ও শক্তিই বা কি প্রকার, বেদান্ত শাস্ত্রের আবৃত্তি করিলে যে ছাগ-বধ-জনিত পাপের ধ্বংস হয়, ইহার কারণ কি, এই সমস্ত বেদান্ত ও মীমাংসা ঘটিত বিষয়ের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে, প্রকৃতরূপ জ্ঞান ও উপকার উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের বাস্তবিক সত্ত্বা নাই, যে সমস্ত বস্তু সৎ পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সমুদায়ই অসৎ পদার্থ ; পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি পরিজন বর্গও ঐরূপ অসদ্ বস্তু, অতএব তাহারা স্নেহ ও মমতার পাত্র নহে, তাহাদিগকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমের বহির্ভূত হইতে পারিলেই মঙ্গল, এই সমুদায় বৈদান্তিক মত শিক্ষা করিলে, ছাত্রেরা গৃহ-ধর্ম্ম ও সামাজিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে কদাচ সুপারগ হইবে না। এই সমস্ত সদভিপ্রায় রামমোহন রায়ের নিজ লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। উল্লিখিত শাস্ত্র সমুদায়কে পরম পুরুষার্থ-সাধক ভ্রান্তি-বর্জ্জিত বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে, ঐ সমস্ত সুযুক্তি সম্পন্ন সদ্বাক্য তাঁহার রসনা হইতে কদাচ নিঃসৃত হইত না।

চতুর্থতঃ ।—তিনি বেদান্তাদি কতিপয় হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে উল্লিখিত পত্রে যেরূপ সুস্পষ্ট সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, কোরাণ ও বায়বল প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্র বিষয়ে তদনুরূপ অনাস্থা-সূচক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত, সকলেরই কৌতুহল হইতে পারে। তাঁহাদের সে কৌতুহলও চরিতার্থ করিবার উপায় আছে। তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ক মতামত লইয়া লোকসমাজে বাদানুবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং অনুভব করিয়া তদ্বিষয়ে পারসীক ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের নাম "তোহ্‌ফতুল্ মোহ্‌দীন"। উহার অর্থ, একেশ্বরবাদীদিগকে প্রদত্ত উপহার। বাস্তবিক,

উহা অমূল্য উপহারই বটে। ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, তাঁহার মতামত বিষয়ে কাহারও আর সংশয় থাকা সম্ভব নহে। তিনি, ঐ পুস্তকে একমাত্র অদ্বিতীয় স্বরূপ পরমেশ্বরে অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত শাস্ত্রের শিরে, এতাদৃশ দণ্ডাঘাত করিয়া গিয়াছেন, যে তদীয় যাতনা হইতে তাহাদিগের পরিত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই। তিনি উহাতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভ্রান্ত-স্বভাব ধর্ম্ম-প্রয়োজকেরা দেশ-বিশেষে কাল-বিশেষে শাস্ত্র-বিশেষ কল্পনা করিয়াছেন, আপনারদের স্বার্থ সাধন ও আপন ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন জন্য দেব দেব্যাদি ঘটিত উপাখ্যানাদি রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব লোকসাধারণের বোধগম্য হয় না, তাহা ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং কার্য্য-কারণ-প্রণালীর স্বরূপ তত্ত্ব নির্দ্ধারণ ও প্রতিপাদন না করিয়া অশেষবিধ কুসংস্কার-পাশে লোক-সাধারণকে বদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ঐ অমূল্য গ্রন্থে ধর্ম্ম-প্রয়োজকদিগের অলোকসামান্য অভ্রান্ত জ্ঞানোৎপত্তির ও পরমেশ্বরের নিকট হইতে সানুগ্রহ প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অলীকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং পূর্ব্ব-পরম্পরার অনুগত হইয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগের যুক্তি-বিরুদ্ধ ব্যবহার অবলম্বন করা যে অজ্ঞানের ফল ও অনর্থের মূল, তাহাও সুস্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে, ভূমণ্ডলে যে সকল শাস্ত্র পরমেশ্বর-প্রণীত বা আপ্ত-কথিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সমুদায়ই ভ্রম ও প্রমাদে পরিপূর্ণ, এবং যে সমস্ত ধর্ম্ম-প্রচারক আপনাদিগকে ঈশ্বর-প্রেরিত বা তাঁহার অসাধারণ অনুগ্রহ-পাত্র বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত, প্রমাদী বা প্রবঞ্চক। তাঁহার মতানুসারে; যিনি আপনাকে অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন পূজার্হ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তিনি প্রতারক তাহার সংশয় নাই, এবং যিনি পরমেশ্বরকে মানববৎ রাগ-দ্বেষাদি-বিশিষ্ট ও কোন সৃষ্ট-পদার্থকে ঈশ্বর-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি ভ্রমান্ধকারে আবৃত তাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহার মতানুসারে, বিশ্ব রূপ বিশাল

শাস্ত্রই পরমেশ্বর প্রণীত অবিনশ্বর ধর্ম্ম শাস্ত্র; তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত শাস্ত্রই মানব-জাতির মনঃকল্পিত, ভ্রম প্রমাদে পরিপূরিত, এবং অবশ্য-নশ্বর ও পরিবর্ত্ত-সহ। অগ্নিময় দিবাকর আমাদের শাস্ত্র, সুধাময় নিশাকর আমাদের শাস্ত্র, হীরকবৎ তারক-মালাও আমাদের শাস্ত্র। এক একটি উপবন এক এক খানি পরম সুন্দর জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ স্বরূপ। এক একটি উজ্জ্বল, হরিত-বর্ণ, নবীন পত্র সেই গ্রন্থের এক একটি পরম শোভাকর পত্র স্বরূপ। বন-বিহারী মৃগগণের ও শাখারূঢ় বিহঙ্গ দলের সুকৌশল-সম্পন্ন মনোহর শরীরই এক এক ধর্ম্ম-শাস্ত্র। আমাদিগের আপন প্রকৃতিই আমাদিগের এক এক পরম শাস্ত্র স্বরূপ। যে নক্ষত্রের মনোবৎ দ্রুত গামী কিরণ-পুঞ্জ পৃথিবীমণ্ডলে উপনীত হইতে দশ লক্ষ বৎসর অতীত হয় তাহাও আমাদের শাস্ত্র; আবার যে অতিসূক্ষ্ম শোণিত-বিন্দু আমাদিগের হৃদয়াভ্যন্তরেই সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। সমগ্র সংসারই আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র, বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য্য। মহাত্মা রামমোহন রায় এই অতি প্রগাঢ় শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া যে ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, ও তাহাই আমাদিগের প্রতিপাল্য, ও তাহাই আমাদিগের প্রচার করা কর্ত্তব্য। সে ধর্ম্ম এই; জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কর্ত্তা, একমাত্র, অনন্ত-স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সকল-মঙ্গলালয়, সর্ব্বাবয়ব-বিবর্জ্জিত, বিচিত্র-শক্তিমান্ এবং অপরিজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরই মানবজাতির পরম ভক্তি-ভাজন আরাধ্য বস্তু। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ্য ও সকলের সুহৃৎ। তিনিই একাকী আমাদের ঐহিক ও পারিত্রিক সকল মঙ্গলের বিধানকর্ত্তা। আমরা সকলেই সেই পরাৎপর পরম পুরুষের সন্তান, এবং সকলেই তাঁহার তত্ত্ব-রস পানে অধিকারী। যে দেশের যে জাতির যে কোন ব্যক্তি আপনার হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীতি রূপ পবিত্র পুষ্প প্রদান করে, ও পরম প্রীত মনে তাঁহার মঙ্গলময় অনুজ্ঞা সমুদায় পরিপালন করিতে

যত্নবান্ থাকে, তিনি তাহারই অর্চনা গ্রহণ করেন। রাম মোহন রায় এই পরমোৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-বন্ধনে চিরজীবন বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যে এমন বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছি ইহা আমাদের পরম শ্লাঘার বিষয়। পরমেশ্বর প্রসাদে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ভূমণ্ডলে যত প্রচারিত হইবে, সেই বন্ধনও সেই পরিমাণে দৃঢ়ীভূত হইবে, এবং সকল কল্যাণের একমাত্র মূলাধার করুণাকর পরমেশ্বরের অপার কারুণ্য-স্বরূপ সেই পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করিতে থাকিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৬ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

এক্ষণকার বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা বিচার ও পরীক্ষা না করিয়া কোন বিষয় অঙ্গীকার করেন না, ইহা অবশ্য শুভসূচক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যে সমস্ত সৎক্রিয়া স্বতঃ-সিদ্ধ বলিয়া গণ্য রহিয়াছে, তাহাও যে অনেকে তর্ক-স্থলে উপস্থিত করিয়া বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হন, ইহা তাঁহাদের তর্ক-পরতার নিদর্শন ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যদি জগদীশ্বর অপরিবর্ত্তনীয় অখণ্ডনীয় সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করেন, এবং কেবল সেই সকল নিয়মানুসারেই আমাদের সদসৎ কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবাধে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাঁহার আর আরাধনা করিবার প্রয়োজন কি? আমরা কুকর্ম্ম করিলে, তিনি তন্নিবন্ধন অশুভ ফলোৎপত্তি নিবারণ করিবেন না, এবং আমরা সচ্চরিত্র না হইলে, পুণ্য-জনিত বিশুদ্ধ সুখ-লাভেও অধিকারী করিবেন না, তবে তাঁহার উপাসনা করিয়া ফল কি? যাঁহারা ব্রাহ্মদিগকে এই রূপ প্রশ্ন

করেন, ব্রাহ্মদিগের মতানুসারে উপাসনা কি পদার্থ তাহা তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে অবগত হওয়া আবশ্যক। পরমেশ্বরকে প্রীতি ও ভক্তি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য অর্থাৎ নিয়মানুগত কার্য্য করাই তাঁহার উপাসনা। তাঁহার প্রিয় কার্য্য সমুদায় ভক্তি সহকারে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, এ বিষয় নব্য-সম্প্রদায়ী পণ্ডিত বর্গের মধ্যে সকলেই অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন। এ নিমিত্ত, তদ্বিষয়ের অনুশীলনে কাল-ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রীতি ও ভক্তি করা উচিত কি না, এস্থলে এই বিষয়েরই বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

যাঁহারা এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করি, তাঁহারা পরম ভক্তি-ভাজন জনক জননীকে কি নিমিত্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, কি কারণেই বা প্রণয়াস্পদ মিত্রগণের প্রতি প্রীতি-ভাব প্রকাশ করেন, কি জন্যেই বা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যদি সেই সকল ব্যক্তির প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ও প্রীতি প্রকাশ করা ও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কর্ম্ম হয়, তবে পিতা মাতার স্নেহ-রস, মিত্রগণের মৈত্র-ভাব ও দয়াময় মহাশয় ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ কারুণ্য গুণ যে করুণাময় পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ইহাতে আর সন্দেহ কি? ব্রাহ্মেরা ঐহিক ও পারত্রিক ফল প্রত্যাশায় উপাসনা করেন না একথা যথার্থ বটে; কিন্তু ফল প্রত্যাশায় উপাসনা করা কদাচ অকৃত্রিম উপাসনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। নিষ্কাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। যিনি ফল-লাভের কামনায় পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা না থাকিলে তিনি তাঁহার পরম পিতার আরাধনায় রত হইতেন না। যে ব্যক্তি ধন, মান, যশঃ প্রভুত্বাদি লাভের উদ্দেশে ঈশ্বরের আরাধনা করেন, কোন বৈষয়িক ব্যাপার দ্বারা তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইলে, ঈশ্বরারাধনায় তাঁহার আর প্রয়োজন থাকে না। যদি

এরূপ উপাসনাকে উপাসনা বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে, রাজ্য লাভার্থ যুদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াও ঈশ্বরের উপাসনা বলিয়া উক্ত হইতে পারে।

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, নিষ্কাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। ব্রাহ্মেরা ইহকালের অথবা পরকালের সুখ-ভোগ বাসনায় উপাসনা করেন না। পরম প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহাদের বাসনা এবং সেই সাক্ষাৎকার-জনিত অতি পরিশুদ্ধ অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহারা নিষ্কাম উপাসক। ঐ উভয় কালে আমাদিগের যত দূর সুখ-সম্ভোগ সম্ভব হইতে পারে, তিনি আদৌ তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বিশ্বের ব্যবস্থা-প্রণালীতে এমন কোন বিষয়ের অপ্রতুল রাখেন নাই, যে আমাদের উপাসনার বশীভূত হইয়া সেই অপ্রতুল পরিহার করিবেন। তিনি আমাদের কল্যাণার্থ সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি আমাদের স্রষ্টা ও পাতা, অতএব তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত। তিনি আমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ, অতএব তাঁহাকে প্রীতি করা উচিত। তিনি আমাদের পরম হিতৈষী আশ্রয়-ভূমি, অতএব তাঁহার সমীপে বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। তিনি অতীত কালে আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, বর্ত্তমানে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে অনন্ত কাল আমাদিগকে সুখদান করিবেন, অতএব আপনাকে তাঁহারই নিতান্ত অনুগত ভাবিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত।

পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্তি হওয়া মানবজাতির স্বভাব-সিদ্ধ। তাঁহার পরম মনোহর গুণ-গ্রামের অনুশীলন করিলে, ভক্তি ও প্রীতি-প্রবাহ পর্ব্বত-স্থিত পবিত্র প্রস্রবণের মত আপনা হইতেই প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। কেবল অতীত উপকার স্মরণ করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় না। যে কোন পদার্থ আমাদের দৃষ্টি-পথে উপস্থিত হয়, অথবা কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয়, কিম্বা হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হয়, তাহাই

তাঁহার অসামান্য কারুণ্য পক্ষে নিরন্তর সাক্ষ্য দান করে। সমগ্র ভূমণ্ডল তাঁহার কল্যাণকর কৌশল প্রকাশ করিতেছে, এবং সমুদয় নভোমণ্ডল তাঁহার অপরিসীম মহিমা প্রচার করিতেছে। যে স্থানে তাঁহার মহিমা প্রকাশিত নাই, এমন স্থানই অপ্রসিদ্ধ। যে সময় তাঁহার কারুণ্য-গুণের নিদর্শন নেত্রস্থ না হয়, এমন সময়ই অপ্রসিদ্ধ। অতএব, শ্রদ্ধাবান্ সাধকের হৃদয়-ভূমি সকল স্থানে ও সকল সময়ে স্বভাবতই তাঁহার প্রীতি-রসে আর্দ্র হইতে পারে। বাস্তবিক, পরমেশ্বরের উপাসনায় আমাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই, সর্ব্ব-দেশীয় সর্ব্ব-জাতীয় লোকে কৃত্রিম বা অকৃত্রিম কোন না কোন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনায় অনুরক্ত রহিয়াছে। জগদ্বন্ধুর গুণ-সিন্ধু স্মরণ হইলেই, শ্রদ্ধাবান্ সাধকের প্রেম-সিন্ধু উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। কোন ফল-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় না। নিষ্কাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। সকাম উপাসনা উপাসনাই নহে।

কিন্তু যখন অন্যান্য সামান্য সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার পাওয়া যায়, তখন পরমেশ্বরের উপাসনা রূপ অতিপ্রধান পুণ্য-ক্রিয়া যে নিতান্ত নিষ্ফল হইবে ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। প্রত্যুত, তাঁহাকে উপাসনা করিবার সময়ে যে অত্যদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসের সঞ্চার হয়, তাহা আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। বিশ্বপতির বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনার সময়ে কোন অতি মনোহর অদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করিলে, তাঁহার প্রতি অকপট প্রীতি উপস্থিত হইয়া অন্তঃকরণ যেরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সে রূপ আর কিছুতেই হয় না। পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর বিশ্ব-সংসার যে প্রকার পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য-সুধায় আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছেন, শিশির-সিক্ত দুর্ব্বাদলে, সরোবরস্থ অম্বুজগণে, পৌর্ণমাসি পূর্ণচন্দ্রে, বা ফলবান্ বৃক্ষের দোদুল্যমান ফলপুঞ্জে, তাহার কণামাত্র অবলোকন করিলে, শোভার আকর, গুণের সাগর, পরম বন্ধুর গুণ স্মরণ হইয়া, হৃদয়-পদ্ম যে রূপ বিকসিত হইয়া উঠে, সে

রূপ আর কিছুতেই হয় না। যে শ্রদ্ধান্বিত সাধক তদ্গত চিত্তে তাঁহার উপাসনায় নিরন্তর অনুরক্ত, তাঁহার প্রফুল্ল মুখারবিন্দ প্রেমানন্দ-রসে যেমন স্নিগ্ধ হইয়া থাকে, এমন আর কিছুতেই হয় না। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে সুবিমল শ্রদ্ধা-সমীরণ সঞ্চরিত হইতেছে, পরম মনোহর প্রীতি-পুষ্পের সৌরভ বিস্তৃত হইতেছে, এবং অতি পবিত্র আনন্দ-প্রস্রবণ নিয়ত নিঃসৃত হইতেছে।

এই রূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-ভোগ পরমেশ্বরের উপাসনার মুখ্য ফল, তদ্ভিন্ন উপাসকের অন্তঃকরণ উত্তরোত্তর পরিশুদ্ধ হইয়া সেই উপাসনায় তাহাকে সমর্থ ও দ্রঢ়িষ্ঠ করিতে থাকে। আমরা সতত বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত, লোভজনক সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত, এবং অপ্রতুলরূপ উৎকট পীড়ায় প্রপীড়িত। প্রবল রিপু সমুদায় ভোগ-তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া রহিয়াছে, অশেষ প্রকার অসার পদার্থ নিরন্তর অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতেছে, এবং আমাদের চিত্তবৃত্তি নানাপ্রকার লঘুবিষয়ে মুহুর্মুহু গমনোন্মুখ হইতেছে। ইহাতে যদি আমরা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে, আমাদিগের ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হইয়া অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি ও অসৎ-পথে গতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমাদের মন ধর্ম্ম-পথ হইতে অপসৃত হইয়া বিপথগামী হইতে পারে। হয়তো, পরমেশ্বর-তত্ত্ব ও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ধর্ম্ম মাসান্তেও একবার আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত না হইলে না হইতে পারে। যাহাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিশেষরূপ তেজস্বিনী নহে, ধর্ম্মের আলোচনা ও পরমেশ্বরের উপাসনা করা সতত অভ্যাস না থাকিলে, তাহারা পরম পবিত্র পুণ্য-পদবী পরিত্যাগ পুর্ব্বক পাপ-পঙ্কে মগ্ন হইতে পারে। কিন্তু যিনি অকপট ভাবে ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকেন, তিনি যদি অন্য বিষয়ে রিপু-বিশেষের নিতান্ত বশীভূত না হন, তবে একবার কোন বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া বিপথগামী হইলেও, পুনর্ব্বার পুণ্য-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারেন। যে সময়ে আমরা পরম পিতা পরমেশ্বরকে অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান জানিয়া তদ্গতান্তঃকরণে

তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, সে সময়ে কোন প্রকার অসার বিষয় আমাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না, ও পাপপিশাচীও পরম দেবতা পরমেশ্বরের পরিশুদ্ধ সিংহাসন স্বরূপ মনোমঞ্চ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। যদি পূর্ব্বে কোন অকার্য্য করণে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা সেই সময়ে স্মরণ-পথে সমারূঢ় হইয়া অসহ্য অনুতাপ উপস্থিত করিয়া, সেরূপ অসৎ কর্ম্মে নিবৃত্ত করিতে পারে। জগদীশ্বরের আরাধনায় অনুরাগ না থাকিলে, ঐ সমস্ত শুভজনক ফল উৎপন্ন হইবার এক প্রধান পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে।

ঈশ্বরীয় অনুপম গুণানুশীলন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা সচরাচর অভ্যাস থাকিলে, তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিবার আবশ্যকতা সর্ব্বদা স্মরণ হইয়া তৎসাধনে প্রবল প্রবৃত্তি ও দৃঢ়তর যত্ন উৎপন্ন হয়। সকল জীব ও সকল বস্তু তাঁহার প্রীতির আস্পদ জানিয়া সংসারের কল্যাণ বর্দ্ধনে আগ্রহাতিশয় উপস্থিত হয়, এবং পরম-সেব্য পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নিয়ম সমুদয় পরিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ইহা বারম্বার হৃদয়ঙ্গম হইয়া, সমুদয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি একত্র সঞ্চরিত ও বর্দ্ধিত হয়।

যে শ্রদ্ধাবান্ পুণ্যশীল উপাসক পরম শ্রদ্ধাস্পদ বিশ্বপিতাকে সর্ব্বত্র সাক্ষী স্বরূপ প্রতীতি করিয়া আপনাকে সর্ব্বদা তাঁহার সমক্ষ-স্থিত বোধ করেন, তিনি আর সেই মঙ্গল-নিধান বিশ্ব-বিধান-কর্ত্তার আজ্ঞা পরিপালনে অবহেলা করিতে পারেন না। তাঁহার অন্তঃকরণ যদি জ্ঞানালোক লাভ করিয়া উজ্জ্বল হয়, এবং ইচ্ছানুরূপ কর্ত্তব্য সাধন করিবার সামর্থ্য থাকে, তবে যাবতীয় বিহিত কর্ম্ম তাঁহা কর্ত্তৃক যেমন সুচারুরূপ সম্পন্ন হইতে পারে, অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে।

অতএব, নিষ্কাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা, ঐ উপাসনাই অতুল আনন্দের হেতু; ঐ উপাসনাই অশেষরূপ হিতকারী সুতরাং পরমেশ্বরের ঐরূপ উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৬ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

তৃতীয় বক্তৃতা।

কৃতজ্ঞতা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ গুণ ও পরম রমণীয় ভূষণ স্বরূপ। যাঁহার অন্তঃকরণ প্রকৃতিস্থ আছে, উপকারী ব্যক্তির নিকট তাঁহার কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করিবার নিমিত্ত অধিক বাক্য ব্যয় আবশ্যক করে না। ভূমণ্ডলে অনেকেই অনেকের কৃতজ্ঞতার পাত্র, কিন্তু পরমেশ্বর আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তির সর্ব্ব-প্রধান বিষয়। যাঁহার চক্ষু ও কর্ণ আছে, তাহাকে এ বিষয় উপদেশ দিবার অপেক্ষা নাই। জগদীশ্বর এক এক ইন্দ্রিয়কে এক এক সুখ-প্রবাহের প্রস্রবণ স্বরূপ করিয়াছেন, এক এক বুদ্ধি-বৃত্তিকে এক এক প্রকার কল্যাণ-রত্নের আকর স্বরূপ করিয়াছন, এবং এক এক ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে এক এক শুভকর বিষয়ের উন্নতি সাধনের সোপান স্বরূপ করিয়াছেন। যখন যে দিকে নেত্র পাত করা যায়, তখন সেই দিকেই তাঁহার অপার কারুণ্য-গুণের এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। আমরা সেই পরম ভক্তিভাজন পরমেশ্বরের উপাসনার্থে অদ্য এই ব্রাহ্ম-সমাজে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং পবিত্র প্রীতি-ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহাও তাঁহারই প্রদত্ত ইহা স্মরণ হওয়াতে, অন্তঃকরণ এইক্ষণেই তাঁহার নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞ হইতেছে! তিনি যে আমাদের হৃদয়-ভূমি কৃতজ্ঞতারূপ পুষ্প-কলিকায় সুশোভিত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকেই গন্ধ দান করিতেছে! আমাদিগের যে কিছু পদার্থ আছে, এবং যাহার নিকট যে কিছু উপকার প্রাপ্ত হই, সে সমুদায়ই তাঁহার প্রদত্ত ও তাঁহারই কৃত, অতএব সকল বিষয়ই সর্ব্বক্ষণে আমাদের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তিকে হৃদয় হইতে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেছে। তিনি আমাদিগকে

ইহকালে যে সমস্ত সুখ প্রদান করিয়াছেন, কেবল তন্নিমিত্তই আমাদের অন্তঃকরণ কত কৃতজ্ঞ হইতেছে! ইহাতে, তিনি আমাদের অনন্ত কালের সুখের আশা প্রদান করিয়া ও তদনু-যায়িনী অশেষবিধ সুখ-সজ্জা প্রস্তুত করিয়া যেরূপ মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ হইলে, যেরূপ প্রগাঢ় কৃত-জ্ঞতার উদ্রেক হয়, তাহা মনোমধ্যে ধারণ করা অসাধ্য। হে পরমাত্মন্! যখন অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তোমার সহিত সহবাস জনিত নির্ম্মল ভূমানন্দের উপর মনশ্চক্ষু স্থির হইয়া থাকে, তখন মন বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইয়া এই মাত্র বলিতে থাকে, যে তোমার সমান আর কে আছে?

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৭ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

যাহাতে জ্ঞান মার্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ-স্বরূপকে জানা যায়, যাহাতে ধর্ম্ম পরিপালিত হইয়া মানসক্ষেত্র পবিত্র হয়, যাহাতে প্রীতি উজ্জ্বল হইয়া অন্তরতম প্রিয়তমে অর্পিত হয়, যাহাতে ইচ্ছা বলবতী হইয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুগামিনী হয়, এই উদ্দেশে এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্ম-সমাজ রূপ ধর্ম্মময় মঙ্গলময় তরু ষড়্‌বিংশতি বৎসর অতীত হইল রোপিত হইয়াছে, ইহার উন্নতির কি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে? ইহা কি অদ্যাপি নূতন পল্লবে পল্লবিত হইয়াছে? ইহা আর কত দিনে পুষ্প ফলে সুশোভিত হইবে? দেশের মঙ্গলের প্রতি অতি ব্যগ্র হইয়া যাঁহারা এই রূপ প্রশ্ন করেন, তাঁহারা কি অবগত নহেন যে দীর্ঘকাল স্থায়ী সারবান্ বৃক্ষ কদাপি শীঘ্র উন্নতি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্রাহ্ম-সমাজের আয়ু পৃথিবীর সহিত সমকাল, তাহার নিকটে ষড়্‌বিংশতি বৎসরের

গণনা কি? তথাপি এই কতিপয় বৎসরে সত্য নিরূপণে কি অনেকের যত্ন হয় নাই? ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ কি অনেকের মনে প্রতিভাত হয় নাই? তাঁহার অভিপ্রেত ধর্ম্মানুষ্ঠানে কি অনেকের শ্রদ্ধা জন্মে নাই? ঈশ্বরেতে প্রীতি বৃত্তি কি কাহারো মনে স্ফূর্ত্তি পায় নাই? ইহার উত্তরে না বলা অসম্ভব ও প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে এই ব্রাহ্ম-সমাজে পরব্রহ্মের উপাসনা কালে দশ জন ব্যক্তি সমাগত হইতেন কি না, অদ্য কি সুখের দিবস! অদ্য কি সুখের বিষয়! অদ্য এই সুদীর্ঘ সমাজ মন্দির তাঁহার উপাসক দ্বারা—তাঁহার কৃতজ্ঞ পুত্র সকলের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে; এই সমাজে স্থানাভাব হইয়াছে। ইহা কি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতির প্রত্যক্ষ চিহ্ন নহে?

অজ্ঞানের কার্য্য যে আত্মার অন্তরাত্মাকে অন্তরে না দেখিয়া তাঁহাকে দূরে অন্বেষণ করে, আকাশের অতীত পদার্থকে আকাশের মধ্যে আনিতে চেষ্টা করে, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবে শরীর ও মনের ধর্ম্ম আরোপ করে, উপমা রহিতের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। দেখ, ঈশ্বর প্রসাদাৎ এই অজ্ঞান-অন্ধকার এ দেশ হইতে কেমন শীঘ্র শীঘ্র তিরোহিত হইতেছে; এই অল্প দিনের মধ্যে পরব্রহ্মের উপাসনার কত বিঘ্ন ও কত বাধা নিরাকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে পরম পূজ্য রামমোহন রায় দশ জনের মন হইতে যে অজ্ঞান-জনিত কুসংস্কার সম্যক্ রূপে বিনাশ করিতে পারেন নাই, এই ক্ষণে সহস্র সহস্র অল্প বয়স্ক যুবকেরাও তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছে। এক্ষণকার যুবকদিগের হৃদয়ে কখন এ বিশ্বাস স্থান পায় না যে ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় শরীরী অথবা তিনি কোন প্রকার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী লোকে অবতীর্ণ হয়েন। "নেতি নেত্যাত্মা অগৃহ্যোন হি গৃহ্যতে।" প্রাচীন ঋষিদিগের এই মহাবাক্য তাঁহারা সম্যক্ রূপে বুঝিয়াছেন।

কিন্তু হে যুবকগণ! তোমরা যে এই অখিল জগৎ সংসারের সৃষ্টি কর্ত্তাকে সৃষ্টির অতীত পদার্থ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছ, সেই অন্তরতম প্রিয়তমকে আপনার বিশুদ্ধ আত্মাতে জ্ঞান-

চক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎ সন্দর্শন পাইয়াছ কি না? করতল দ্বারা যেমন আমলক ফল স্পর্শ করা যায়, তদ্রূপ আপনার নিষ্পাপ পবিত্র আত্মা দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী অন্তরাত্মাকে সংস্পর্শ করিতে পারিয়াছ কি না? সেই সকলের অন্তরস্থ ভূমা অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া অশেষ কামনার ফল লাভ করিয়াছ কি না? সেই অমৃত আনন্দ রস পান করিয়া সংসারের দুঃখ শোককে পরাজয় করিয়াছ কি না? যতক্ষণ না এই সংসারকে ছায়ার ন্যায় আর সংসারের স্রষ্টা সত্যের সত্যকে আতপের ন্যায় সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান প্রীতি হইবেক, তাবৎ তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে; তাঁহাকে লাভ হইলে আর লাভকে লাভ বলিয়াই জ্ঞান হয় না, গুরু বিপদ্‌কে বিপদ্ বলিয়াই বোধ হয় না। কিন্তু হায়! কয় ব্যক্তি তাঁহাকে অন্বেষণ করে? তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার সেই স্পৃহা কই? সেই অনুরাগ কই? শরীর রোগগ্রস্ত হইলে যেমন ক্ষুধা মান্দ্য হয়, তদ্রূপ মন পাপ ভারে প্রপীড়িত হইলে তাহাতে ঈশ্বর-স্পৃহা স্ফূর্ত্তি পায় না। প্রচুর ধনশালী হইয়া রোগী হইলে যে দুর্দ্দশা, জ্ঞানবান্ হইয়া পাপী হইলে সেই দুর্দ্দশা। ধনী ব্যক্তিদিগের সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন আহরণ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও রোগ প্রযুক্ত তাহাতে মনের প্রবৃত্তি হয় না, জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ ধ্যান করিবার সামর্থ্য থাকিলেও পাপ প্রযুক্ত তাহাতে মনের স্পৃহা হয় না। অতএব পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া ঈশ্বর স্পৃহাকে উদ্দীপন না করিলে ঈশ্বর লাভের সম্ভাবনা নাই। যদি অনুরাগ ব্যতীত কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না, তবে ঈশ্বরেতে যাহারদিগের অনুরাগ নাই, তাহারা তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করিবে? "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।" "অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, যে সাধক সস্পৃহ হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়; পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন।" যাঁহার তাঁহাতে স্পৃহা আছে, তিনি যতক্ষণ না তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন,

ততক্ষণ তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগে না। তাঁহার নিকটে সূর্য্যরশ্মি অন্ধকার প্রায় হয়, তাঁহার নিকটে শশী নক্ষত্র শোভা শূন্য হয়, তাঁহাকে সুশীতল বায়ু শীতল করিতে পারে না। তিনি তৃষিত মৃগের ন্যায় তাঁহাকে অন্বেষণ করেন এবং তৃষিত মৃগ যেমন জল প্রাপ্ত হইলে পরিতৃপ্ত হয় তিনিও তদ্রূপ সেই অমৃত লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। তিনি কি পুণ্যবান্ ব্যক্তি! যিনি বহু অন্বেষণ পরে সকল কামনার পরিসমাপ্তি, অনন্ত সুখের আকর, অজর, অমর, অভয় পুরুষকে লাভ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কি ভাগ্যবান্! যিনি সর্ব্বত্র তাঁহার আবির্ভাব জাজ্বল্যমান দেখিতেছেন। তিনি যখন চক্ষু উন্মীলন করেন, তখন এই অনন্ত আকাশে সেই অরূপী পরমেশ্বরের বিচিত্র রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার গুণ গ্রাম গান করেন এবং যখন তিনি চক্ষু নিমীলন করেন, তখন স্তব্ধ হইয়া চেতনের চেতনকে মনের অভ্যন্তরে অনুভব করেন। তিনি প্রভাকরে তাঁহার প্রভা, চন্দ্র-মণ্ডলে তাঁহার শোভা, নক্ষত্র-গহনে তাঁহার জ্যোতি, প্রতি পুষ্পে তাঁহার সৌন্দর্য্য, মাতৃ-হৃদয়ে তাঁহার স্নেহ, দয়ালুর মনে তাঁহার দয়া, বিশ্ব-সংসারে তাঁহারই ভাবের আবির্ভাব দেখেন; অথচ জানেন তিনি ইহার কিছুই নহেন। তিনি প্রভা নহেন, তিনি জ্যোতি নহেন; তিনি স্নেহ নহেন, তিনি দয়া নহেন; তাঁহার রূপ নাই, তাঁহার নাম নাই। তিনি সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, মঙ্গল স্বরূপ। যে মঙ্গলময় নিগূঢ় ভাবের এই বিশ্বরূপ আবির্ভাব, তাঁহাকে না মনেতে পাওয়া যায় না বাক্যেতে কহা যায়। ইন্দ্রিয় ও মন তাঁহার সেই নিগূঢ়-ভাব অনুধাবন করিতে গিয়া স্তব্ধ হয়। চক্ষু দ্বারা সেই অবর্ণকে বর্ণরূপে দেখা যায়, কর্ণ দ্বারা সেই অশব্দকে শব্দরূপে শুনা যায়, মন দ্বারা সেই অমনাকে মনো-রূপে প্রতীতি হয়, কিন্তু সেই অচিন্ত্য নিগূঢ়-ভাবকে কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" "সূর্য্য তাহাকে প্রকাশ করিতে

পারে না এবং চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই বিদ্যুৎ সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। এই সমুদায় তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে।” যাঁহার প্রকাশেতে এই সমুদায় প্রকাশ পাইতেছে, তিনি যে কি তাহা কেবল তিনিই জানেন। “সবেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা।” “তিনি যাহা কিছু বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই।”

যখন আমরা নিদ্রাতে অভিভূত থাকি তখনও যিনি জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগের কাম্য বস্তু সকল নির্ম্মাণ করিতে থাকেন, তিনি জলে স্থলে শূন্যে সর্ব্বত্র সমভাবে রহিয়াছেন। তিনি উষাকালের অরুণ কিরণে, নিশানাথের শুভ্র রশ্মিতে, পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরে, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তিনি এই জগৎ রূপ স্তম্ভহীন মনোহর প্রাসাদকে আপনার অধিষ্ঠান দ্বারা পবিত্র করিতেছেন। তিনি আমারদিগের শরীর রূপ মন্দির মধ্যে মন আসনে আসীন হইয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন। তিনি এই সমাজেতেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই সমাজে এই সকল দীপমালা হইতে যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহার মধ্যে সেই জ্যোতির জ্যোতি, শুদ্ধ, অপাপ বিদ্ধ জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছেন এবং এখানেই বর্ত্তমান থাকিয়া আমারদিগের প্রত্যেকের মনের ভাব পর্য্যন্ত অবলোকন করিতেছেন, তাঁহার মহিমার ঘোষণা শ্রবণ করিতেছেন ও আমারদিগের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার নিকটে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক আমার এই প্রার্থনা যে তিনি এই পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পৃথিবীময় ব্যাপ্ত করুন।”

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৭ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক, যে এ ক্ষণে এদেশীয় অনেক সদ্বিদ্যাশালী বিচক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ হওয়াতে তাঁহারা সম্পূর্ণ যুক্তি মূলক সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি করিতে অনুরাগী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম যাহাতে সম্পূর্ণ রূপে ভ্রম প্রমাদ বর্জ্জিত পরিশুদ্ধ হয়, তাহার নিমিত্ত তাঁহারা বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা কোন মনুষ্য কল্পিত কাল্পনিক শাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারা চালিত হইয়া বৃথা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন না এবং কোন অযৌক্তিক ও অমূলক বচন প্রমাণও তাঁহাদিগের প্রত্যয়ের মূলে স্থান প্রাপ্ত হয় না। তাঁহারা স্বয়ং কোন প্রকার অমূলক প্রত্যয়ের অধীন হইয়া কুৎসিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের দেশীয় জনগণ যে সমস্ত কুসংস্কারের অনুরোধে অদ্যাপি নানা প্রকার অলীক কার্য্যের আচরণ করিয়া আসিতেছে তাঁহারা সেই সমস্ত বদ্ধমূল কুসংস্কার তাহাদিগের হৃদয় হইতে সমূলে উন্মূলন করিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন এবং নানা দেশীয় শাস্ত্রকারদিগের যে সকল দুশ্ছেদ্য শাসন জালে জড়িত হইয়া বহু সংখ্যক মনুষ্য অদ্যাপি অসত্যের পথে ভ্রমণ করিতে বাধ্য রহিয়াছে, তাঁহারা নানা প্রকার যুক্তি ও তর্করূপ অসি দ্বারা সে সমস্ত শাস্ত্রের ভ্রম গ্রন্থি সকল ছেদন করিয়া মনুষ্য কুলকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। যে সকল কাল্পনিক ধর্ম্ম গ্রন্থের নাম শ্রবণ করিলে কত কত বিজ্ঞান বিৎ ব্যুৎপন্ন কেসরী ব্যক্তির সূক্ষ্ম বুদ্ধিও জড়ীভূত হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অযৌক্তিক হইলেও যাহার একটি বাক্যে অপ্রত্যয় করিতে অনেকের ভরসা হয় না, তাঁহারা সেই সমস্ত গ্রন্থ মন্থন পূর্ব্বক তাহার সমুদায় সারাংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অসার

ভাগ অনায়াসে ত্যাগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে, ধর্ম্ম নিয়ন্তা জগদীশ্বর সমুদায় মনুষ্যবর্গের মন ভূমিতে অবিনশ্বর অক্ষরে যে ধর্ম্ম শাসন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, এবং এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থের মধ্যে জগদীশ্বর-প্রণীত যে সমস্ত ধর্ম্ম নিয়ম প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাই অভ্রান্ত যথার্থ ধর্ম্ম এবং তাহাই মনুষ্য জাতির অবলম্ব্য ও উপসেব্য। যাহাতে উক্ত ধর্ম্মের অবলম্বন অনুসারে মনুষ্য জাতির সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ রূপে দোষ শূন্য পরিশুদ্ধ হইয়া উঠে তাঁহারা প্রাণ পণে তাহার চেষ্টা করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যাঁহাদিগের হৃদয়ে উক্ত প্রকার মহৎ ভাবের উদয় হইয়াছে, যাঁহারা ধর্ম্মরূপ অমূল্য রত্নকে ভ্রমপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া উজ্জ্বল করিতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ইহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, যে ধর্ম্ম যেমন মনুষ্য জাতির ভূষণ স্বরূপ, ঈশ্বরোপাসনা তেমনি ধর্ম্মের অলঙ্কার স্বরূপ, মনুষ্য সহস্র সহস্র বিদ্যায় বুৎপন্ন হইয়া ধর্ম্ম বিহীন হইলে যেমন তাহার কিছু মাত্র গৌরব থাকেনা এবং সে কস্মিন্ কালেও সম্পূর্ণ মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে না ধর্ম্মও সেই রূপ সহস্র প্রকার সৎক্রিয়া ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা পরিপূরিত হইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব বর্জ্জিত হইলেও তাহার কিছু মাত্র মহত্ত্ব থাকে না এবং তাহাকে কোন রূপে প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। ঈশ্বর-প্রীতি ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ, যে ধর্ম্মে জগদীশ্বরের প্রীতিরসের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ নাই তাহার তুল্য মাধুর্য্য হীন কঠোর বস্তু আর কি আছে? প্রাণহীন মৃত দেহের যেমন কোন সৌন্দর্য্য—কোন মাধুর্য্য প্রকাশ পায় না, ঈশ্বর-প্রীতি শূন্য নীরস ধর্ম্মেরও সেই রূপ কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য ও কোন মাধুর্য্য থাকে না। ঈশ্বরোপাসনা সকল ধর্ম্মের মূলাধার, অতএব ধর্ম্মের উন্নতি সাধন ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতে যত্নশীল হইলে সর্ব্বদা ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, যাহাতে ধর্ম্মমূল জগদীশ্বরের প্রতি আমারদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতির আধিক্য হয়, এবং যদ্দ্বারা আমরা অহরহ তাঁহার প্রতি প্রগাঢ়

প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, কোন ক্রমে যেন তাহার পক্ষে কোন ব্যতিক্রম না ঘটে। ক্রমে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হওয়া ও তাঁহা হইতে আপনাকে দুরস্থ করা কখন ধর্ম্মোন্নতির চিহ্ন নহে, ঈশ্বরের স্মরণ মনন ও নিদিধ্যাসন বর্জ্জিত ধর্ম্মই যদি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের লক্ষণ হইত তাহা হইলে নাস্তিকের ধর্ম্মকেই সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইত।

নিয়ম পূর্ব্বক কতিপয় সাংসারিক কর্ত্তব্য সাধন করাকেই যাঁহারা সম্পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন মনে করিয়া রাখিয়াছেন—যাঁহারা মনে করেন যে মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া কতক গুলি লৌকিক ও বৈষয়িক বিষয়ের সম্বন্ধ বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারিলেই প্রকৃত রূপে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে এবং সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্ম সাধনও করা হয়, পিতা মাতা প্রভৃতি ভক্তি ভাজন গুরুজনদিগকে ভক্তি করা, পুত্র কন্যা প্রভৃতি স্নেহ পাত্র বর্গকে যথোচিত স্নেহ করা এবং ভ্রাতৃ বন্ধু অমাত্য প্রভৃতি প্রণয়াস্পদ ব্যক্তিদিগের প্রতি উপযুক্ত প্রীতি প্রকাশ করা ইত্যাদি কতিপয় কর্ত্তব্য সাধনকেই যাঁহারা ধর্ম্ম সাধনের সীমা মনে করিয়া রাখিয়াছেন এবং আজন্ম ঐ প্রকার কর্ত্তব্য সাধন ও তজ্জনিত সুখ ভোগ বিষয়ে অনুরাগী হইয়াই কাল যাপন করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তির আর শেষ নাই। ইহা সত্য বটে যে মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া সকল বিষয়ের সম্বন্ধ বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারিলেই ধর্ম্ম সাধন করা হয়, কিন্তু কেবল পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভ্রাতৃ বন্ধু প্রভৃতি পরিবার বর্গ ও কতিপয় বাহ্য বিষয়ের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই যে সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্মপালন করা হয়, এমত নহে। যে করুণাময় আদিপুরুষ আমাদিগের মনে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের জন্য ভক্তি ভাব প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার নিকট হইতে আমরা পুত্রাদির বাৎসল্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যাঁহা হইতে প্রিয়তম বর্গের প্রণয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা আমরা বাহ্য বিষয়ের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি, তাঁহার সহিত

যে আমাদিগের কি পরম সম্বন্ধ, যত দিন আমরা সুন্দররূপে তাহা জ্ঞাত হইতে না পারি এবং সেই সম্বন্ধানুসারে কার্য্য করিয়া অনুপম সুখে সুখী না হই, ততদিন আমাদিগের কোন প্রকারেই সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম সাধন করা হয় না। ততদিন আমরা কেবল ধর্ম্মরূপ অমৃত ফলের ত্বকেরই আস্বাদ গ্রহণ করিতে থাকি, তাহার সুধাময় শস্যের কিছু মাত্র রস ভোগ করিতে পারি না।

আমাদিগের স্রষ্টা, পাতা ও সুখদাতা জগদীশ্বরের সহিত যে আমাদিগের কি সম্বন্ধ তাহা তিনি মনুষ্যের নিকট কোন প্রকারে দুর্জ্ঞেয় করিয়া রাখেন নাই, তিনি সে বিষয় সকল মনুষ্যেরই প্রকৃতির মূলে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। অচিন্ত্য কৌশল সম্পন্ন এই বিশাল বিশ্বকার্য্য সন্দর্শন করিলে ইহার একটি অনন্ত জ্ঞানময় কারণের সত্তা প্রতীতি হওয়া মনুষ্য জাতির যেমন স্বভাবসিদ্ধ, সেই রূপ এই জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি, অপার করুণা ও অনুপম সৌন্দর্য্যের বিষয় আলোচনা করিলেও তাঁহার প্রতি আপনা হইতে দৃঢ় ভক্তি প্রগাঢ় প্রীতি, ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধার উদয় হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই প্রকৃতি মূলক। যাঁহার বুদ্ধি বৃত্তি কোন প্রকার বিঘ্ন দ্বারা বিভ্রান্ত না হয় এবং যাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রকৃতাবস্থায় অবস্থিত থাকে, তাঁহার আর কখন পূর্ব্বোক্ত সত্যের প্রতি সংশয় জন্মিতে পারে না। অতএব জগদীশ্বরের সহিত আমাদিগের যে কি সম্বন্ধ এবং কি প্রকারে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয়, তাহা আমরা স্বীয় স্বীয় মনকে জিজ্ঞাসা করিলেই সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারি, সে বিষয়ে আর অন্য কোন উপদেষ্টার আবশ্যক হয় না। আমরা যখন তাঁহার দয়ার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখি, তখন কি আর আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কোন মতে নিরস্ত থাকিতে পারি, যখন আমরা একাগ্র চিত্তে তাঁহার অসীম শক্তি চিন্তা করত সেই দুরবগাহ্য অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে আপনার মনকে অনিবেশ্য করিতে থাকি, তখন আমাদিগের ক্ষুদ্র মন তাহার কোন

সীমা না পাইয়া কি উচ্চৈঃস্বরে ও অকপট ভাবে এই বাক্য উচ্চারণ করে না যে, হা! জগদীশ, তোমার জ্ঞানের সীমা কোথায়! এবং তৎকালে কি স্বভাবতই আমারদিগের মন হইতে এক আশ্চর্য্য ভক্তি প্রবাহ উত্থিত হইয়া সেই পরম পুরুষের মহিমা সাগরে মিশ্রিত হইতে গমন করে না? এই রূপে মনুষ্যের মনে যে সময়ে জগদীশ্বরের অনুপম প্রীতির সুধাময় ভাব উদয় হয়, তখন কি আর সে কোন প্রকারে তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে? মনুষ্য যখন বিবেচনা করিয়া দেখে, যে পৃথিবীর মধ্যে যে সমস্ত সুন্দর পদার্থ সন্দর্শন করিয়া তাহার মনে অসাধারণ আনন্দের সঞ্চার হয় এবং যে সমস্ত প্রীতিকর প্রিয় পদার্থ অবলোকন করিয়া সে অনুপম সুখ লাভ করে, বিশ্বকর্ত্তা জগদীশ্বরই সে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহার মন আপনা হইতেই প্রেমের সাগর ও সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বরেতে প্রীতি করিতে উদ্যত হয়। অতএব জগদীশ্বরকে প্রীতি করা ও ভক্তি করা যে মনুষ্য জাতির স্বভাব-সিদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং তাঁহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা শূন্য হইলে যে কোন রূপে মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না তাহাতেও কোন সংশয় নাই। যিনি বিশেষ রূপে ঈশ্বর প্রণীত প্রকৃতি মুলক সত্য ধর্ম্মের তাৎপর্য্যানুসন্ধান করিয়া দেখিবেন এবং অকপট রূপে তদ্ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইবেন, যে ঈশ্বরোপাসনা ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ, বিনা জগদীশ্বরের উপাসনা কখনই ধর্ম্ম সাধন পূর্ণ হইতে পারে না এবং তিনি আপনা হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি সহকারে অনবরত জগদীশ্বরের উপাসনা করিতে নিযুক্ত থাকিবেন।

ঈশ্বরোপাসনা যেমন ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ, সেই রূপ উহা মনুষ্য জাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা ও মহত্ত্বের মূল কারণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা জগদীশ্বরের স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তাঁহার মহৎ ভাব সকল আপনার মনে জাগ্রত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, মর্ত্ত্য লোকে তাহার তুল্য মহত্ত্ববান্ আর কে আছে? এবং

যে ভাগ্যবান্ সাধু পুরুষ সর্ব্বদা ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন থাকিতে পারগ হয়, তাহার তুল্য সুখী ব্যক্তিই বা আর কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়? যে সাধক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সাক্ষী স্বরূপে বিরাজমান দেখে, সে কার্য্যত কোন কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাহার মন মধ্যেও একটি কদর্য্য চিন্তার উদয় হয় না। সে ব্যক্তি জনাকীর্ণ নগর মধ্যে যে প্রকার যত্নের সহিত ধর্ম্ম পদবীতে পদচালন করে, জনশূন্য অরণ্য মধ্যেও তদ্রূপ সাবধান হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে রত থাকে, সে অতি দুরস্থ নক্ষত্র মণ্ডলে জগদীশ্বরের যাদৃশ প্রকটিত প্রভা সন্দর্শন করে, আপনার হৃদয় ধামেও তাঁহার সেই রূপ সুস্পষ্ট আবির্ভাব অবলোকন করিয়া সুখী হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আপনার পরম পিতা পরমেশ্বরকে বিরাজমান দেখিয়া সকল স্থানে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে উৎসাহান্বিত হয়। তাহার সম্বন্ধে সকল স্থানই পুণ্য কর্ম্ম সাধনের সমান স্থান হয় এবং সকল অবস্থাই ধর্ম্ম সাধনের কাল হইয়া উঠে। জগদীশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য তাহাকে কোন স্থান বিশেষেও গমন করিতে হয় না এবং কাল বিশেষের জন্যও তাহাকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না; যে স্থলে যখন তাহার চিত্তের একাগ্রতা হয় তখনই সেই স্থানে সে ব্যক্তি আপন উপাস্য দেবের উপাসনা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে। তাহার নিকট বিস্তীর্ণ সাগর গর্ভও যেমন তীর্থ, অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরও সেই রূপ পুণ্য স্থান। অতএব তাহার তুল্য গৌরবান্বিত মহৎ মনুষ্য এ ভূমণ্ডলে আর কে হইতে পারে। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সর্ব্বদা সেই সুখ দাতা পরমেশ্বরকে আপন হৃদয় ধামে ধারণ করিতে সক্ষম হয় এবং সর্ব্বদা আপনাকে তাঁহার প্রেম সাগরে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারে, তাহার যে আর সুখের সীমা থাকে না, এ কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। যাহার দ্বারা আমারদিগের ধর্ম্মেতে দৃঢ়তা জন্মে এবং স্বভাবের সমতা হয়, যাহাদ্বারা আমাদিগের শান্তির উন্নতি ও মনের মহত্ত্ব উৎপত্তি হয় তাহার তুল্য সুখের বিষয় আর সংসার মধ্যে কি আছে? সুখ দাতা জগদীশ্বর আমারদিগের জন্য এ পৃথিবীতে

যত প্রকার সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার উপাসনা করিতে হইলে তাহার একটি সুখও পরিত্যাগ করিতে হয় না, প্রত্যুত তদ্দ্বারা সেই সমস্ত সুখ আরও আমাদিগের নিকট দ্বিগুণীভূত হইয়া উঠে। প্রিয় বন্ধুর হস্ত হইতে কোন সুখদ দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে সে দ্রব্য উপভোগ করিয়া যাদৃশ সুখী হওয়া যায়, সামান্যত কোন সুখকর বস্তুর উপভোগ দ্বারা কি কখন সে প্রকার সুখ উৎপন্ন হইতে পারে? পিতা প্রসন্ন বদনে স্নেহ পূর্ব্বক সন্তানকে কোন প্রসাদ চিহ্ন প্রদান করিলে, তদ্দ্বারা সন্তানের মনে যে প্রকার আনন্দ জন্মে, সহজে কোন বস্তু দ্বারা কি কখন তাহার মনে তাদৃশ আহ্লাদ জন্মিতে পারে? অতএব যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি আনন্দময় পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা প্রণয়াস্পদ পরম বন্ধু রূপে প্রত্যক্ষ করেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি ভাজন পিতৃরূপে অহরহ সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ পৃথিবীতে কোন বিষয়ে সুখ ভোগ করিয়া যে প্রকার আনন্দ লাভ করেন, যাহার ঈশ্বরেতে তাদৃশ ভক্তি ও প্রীতি না থাকে সে ব্যক্তি কখনই সে রূপ সুখ ভোগ করিতে পারে না। ঈশ্বরপরায়ণ প্রেমিক ব্যক্তি পৃথিবী মধ্যে যে কোন প্রকার সুখ লাভ করেন, তিনি তখনি তাহার মধ্যে তাঁহার প্রণয়াস্পদ পরমেশ্বরের অসদৃশ প্রেমময় ভাব সন্দর্শন করিয়া এক আশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী হয়েন, অতএব তাহার সুখের সহিত কখন সামান্য সুখের তুলনা হইতে পারে না। অপিচ যে পুরুষ সর্ব্বদা জগদীশ্বরের প্রেমে আপন মনকে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারে, সে যে আর একটি প্রকার আশ্চর্য্য সুখ ভোগ করে, তাহার সহিত সংসারের কোন সুখেরই তুলনা হইতে পারে না এবং যে ব্যক্তি কখন সে সুখ উপভোগ না করিয়াছে সেও কখন কেবল অনুমান দ্বারা সে সুখের অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয় যেমন সুশ্রাব্য সঙ্গীত আলাপের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, রসনা যেমন উৎকৃষ্ট উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের রস মাধুরী আস্বাদ করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছে এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় যেমন সৌগন্ধ কুসুম সৌরভ দ্বারা তৃপ্ত হইবার জন্য সতত ইচ্ছা করিতেছে,

সেই রূপ জগদীশ্বরের প্রেমামৃত পান দ্বারা তৃপ্ত হইবার জন্য অনবরত জীবাত্মার একটি স্পৃহা উদ্ভব হইতেছে। এ পৃথিবীর কোন পদার্থ দ্বারা তাহার সে স্পৃহা পূর্ণ হইতে পারে না এবং যে পর্য্যন্ত না জীবাত্মার উক্ত স্পৃহা পূর্ণ হয়, সে পর্য্যন্ত কোন মতেই আত্মার শান্তি হয় না। মান, যশ, ধন সম্পত্তি প্রভৃতি কোন প্রকার পৃথিবীর বস্তুতে আত্মার সে নির্ম্মল শান্তি সাধন করিতে পারে না এবং কিছুতেই আত্মার তৃপ্তি হয় না। মধু-পানোদ্যত মধুকর যে প্রকার মধুহীন পুষ্পে চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করে, মনুষ্যের আত্মাও এ পৃথিবীর বিষয়ে সেই রূপ অস্থির ভাবে ভ্রমণ করিতেছে, ব্যাপক কাল কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহার আত্মা তৃপ্ত হইবার জন্য এই রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে জগদীশ্বরের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই প্রকৃত রূপে তৃপ্তি লাভ করে। অতএব সেই প্রেমসিন্ধু পরমেশ্বরেতে মনোভিনিবেশ করিতে পারিলেই যে মনুষ্য প্রকৃত সুখে সুখী হয় তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। যাহার আত্মা একবার সেই অনুপম সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে আর সংসারের কোন সুখে রত হয় না, তাহার মন তৃষিত চাতকের ন্যায় এক দৃষ্টে উর্দ্ধ মুখে সেই জগদীশ্বরের প্রেমামৃত বিগলিত সুধা ধারা প্রাপ্ত হইবার জন্য নিরন্তর একাগ্র হইয়া কালযাপন করে এবং সেই প্রীতি রূপ সুধাপানে সবল হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

হে ব্রাহ্মগণ! ইহা একবার আমাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে আমরা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি এবং কোন পথে গমন করিতেছি, আমাদিগের অবলম্বিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কোন মূল হইতে উত্থিত হইয়াছে এবং কোনদিক্ লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্য করা সর্ব্বদাই উচিত, লক্ষ্য স্থির না করিতে পারিলে সকল বিষয়েতেই বিভ্রান্ত হইতে হয়। বাণিজ্য ব্যবসায়ে যেমন লাভালাভ স্থির করিয়া কার্য্য করিতে না পারিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না, ধর্ম্ম বিষয়েও সেই রূপ আপনার লক্ষ্য স্থির না থাকিলে তাহার চরম ফল প্রাপ্ত হওয়া

সাধ্য হয় না। আমরা যদি মন মধ্যে সর্ব্বদা এই লক্ষ্য স্থির রাখি, যে আমরা চির কাল এ পৃথিবীতে বাস করিতে আসি নাই এবং পৃথিবীর যাবতীয় সম্বন্ধ কখন চির কাল আমাদিগের সহিত লিপ্ত থাকিবে না, কিন্তু আমরা যাঁহার রাজ্যে বাস করিতেছি, তিনি নিত্য কালের অধিপতি এবং অনন্ত রাজ্যের স্বামী, তাঁহার সহিত আমাদিগের যে সম্বন্ধ তাহাই চির কাল স্থায়ী থাকিবে এবং তাঁহারই আশ্রয়ে চির দিন আমাদিগকে বাস করিতে হইবেক। আমাদিগের মনে যদি ইহা নিশ্চয় স্থির হয় যে আমরা যে স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ভ্রাতৃ বন্ধু গণের প্রণয় পাশে মুগ্ধ হওয়াতে ঈশ্বরকে ভুলিয়া কালযাপন করিতেছি এবং যে ধন মান যশ সম্পত্তির অনুরোধে এক এক সময় ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছি, সে স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবার গণকে অবশ্যই ত্যাগ করিয়া এক দিন এখান হইতে আমাদিগকে গমন করিতে হইবেক এবং আমাদিগের এ পৃথিবীর ধন মান, যশ, সম্পত্তি সকল এ পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিবেক কিন্তু যে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া কাল যাপন করিতেছি, তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না এবং যে ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছি, সেই ধর্ম্মই কেবল আমাদিগের সঙ্গের সঙ্গী হইবেক, তাহা হইলে এই দণ্ডে আমাদিগের মনের গতি ও কার্য্যের প্রকার আর এক রূপ হইয়া যায়। আমরা উৎসাহ পূর্ব্বক ধর্ম্ম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি এবং প্রাণপণে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছুক হই, ধর্ম্মের নিমিত্ত যদি আমাদিগকে অনেক প্রকার বৈষয়িক দুঃখ স্বীকার করিতে হয় তাহাতেও আমাদিগের বিশেষ ক্ষোভ উপস্থিত হয় না। যে সুখ আমরা নিত্য কাল ভোগ করিতে পারিব, অবশ্যই আমরা সেই সুখ সঞ্চয় করিতে উদ্যোগী হই এবং তাহাতেই আমাদিগের বিশেষ আস্থা ও বিশেষ যত্ন উপস্থিত হয়। হে ব্রাহ্মগণ! অবশেষে আমার এই নিবেদন যে আমরা যে বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম পথের পথিক হইয়াছি, তাহা মৃগতৃষ্ণিকায় জল বোধের ন্যায় ভ্রম বিশ্বাস নহে,

তাহার তুল্য সমূলক সত্য বিশ্বাস আর কিছুই নাই, আমরা যথার্থ সুধা সিন্ধুকেই লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছি, অতএব আমাদিগের আশা কখন বিফলা হইবেক না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৮ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

মাঘ মাসের একাদশ দিবসে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত হয়, অদ্য সেই মাঘ মাসের একাদশ দিবস। অদ্য আমাদিগের পরমানন্দের দিবস, আমরা ইহার তুল্য আনন্দময় উৎসব দিবস সম্বৎসরের মধ্যে আর প্রাপ্ত হই নাই। মনের কি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, কোন প্রিয়তম প্রীতিকর ঘটনার আনুসঙ্গিক কোন বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হইলে আপনা হইতেই আনন্দের উদয় হয়। যে স্থানে কোন অসাধারণ মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং যে লোকের প্রযত্নে কোন পরম কল্যাণকর প্রিয়তম কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থান ও সেই লোককে প্রত্যক্ষ করিলে অথবা তাঁহার নাম স্মরণ করিলে যেমন মনোমধ্যে আপনা হইতে আহ্লাদ উপস্থিত হয়, সেই রূপ বৎসরের মধ্যে যে সময় ও যে দিবসে কোন কল্যাণদায়ক ঘটনা সম্ভূত হয়, সেই সময় ও সেই দিবস উপস্থিত হইলেও মনেতে আপনা হইতে একটি অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মে। যাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ স্বর্গীয় সুধাপান করিয়া আপনাদিগের চিত্ত ক্ষেত্রকে পবিত্র করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা ইহার প্রদত্ত দুর্লভ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাল্পনিক ধর্ম্মের কণ্টকাবৃত পথ হইতে পরাংমুখ হইয়া ব্রহ্মধাম গত সত্য ধর্ম্ম রূপ সরল পথের পথিক হইতে পারিয়াছেন এবং যাঁহারা এই সমাজে উপবেশন পূর্ব্বক এই ধর্ম্মের অপূর্ব্ব তত্ত্ব শ্রবণ করত আপন মনকে জগদীশ্বরে সমাধান করিয়া মনুষ্য জন্মকে সফল করিয়াছেন, এই দিবস তাঁহাদিগের পক্ষে অতুল আনন্দের দিবস। অদ্য তাঁহাদিগের

মন অবশ্যই আহ্লাদ সাগরে ভাসমান হইতেছে, অদ্যকার প্রভাতকে তাঁহারা সুপ্রভাত মনে করিয়াছেন, অদ্যকার সূর্য্য তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অমৃত কিরণ বর্ষণ করিয়াছে এবং অদ্যকার এই যামিনীকে তাঁহারা মধু যামিনী বোধ করিতেছেন। যাঁহার উপাসনার জন্য ১১ মাঘে এই সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারই প্রসাদাৎ ইহা এ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ক্রমাগত উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাঁহারই আরাধনার জন্য অদ্য আমরা সকলে এস্থলে সমাগত হইয়াছি অতএব এ ক্ষণে সকলে একবার তাঁহার মহিমা চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে মনের সহিত নমস্কার করা উচিত। সেই সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বনিয়ন্তৃ পরম পুরুষ যে কোন্ সূত্রে ও কোন্ কৌশলে আমাদিগের শুভ সাধন করেন, তাহা কাহার সাধ্য যে বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে সক্ষম হয়? যে বঙ্গদেশে ক্রমাগত কাল্পনিক ধর্ম্ম বিরাজ করিয়া আপনার দুশ্ছেদ্য কুটিল জাল বিস্তার করত বহু সংখ্যক অবোধ লোককে দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ করিয়াছে, যেখানে ধর্ম্মের মূর্ত্তি নানামতে বিকৃত হইতে আর ত্রুটি হয় নাই, যেদেশীয় লোকে ধর্ম্ম সাধক জ্ঞান করিয়া কোন প্রকার কুক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে আর অপেক্ষা রাখে নাই, যে দেশীয় লোকের মনঃকল্পিত অবাস্তব ধর্ম্মানুগত অনুষ্ঠান সমূহের নাম শ্রবণ করিলে যথার্থ ধর্ম্ম-পরায়ণ লোককে স্তব্ধ হইতে হয় এবং ক্রমাগত অলীক ধর্ম্ম রূপ অন্ধ কূপ মধ্যে বাস করাতে যে দেশীয় লোকের জ্ঞান চক্ষু এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে সত্য ধর্ম্ম রূপ নির্ম্মল রত্নের কণামাত্রও তাহাদিগের চক্ষে সহ্য হইত না। কে মনে করিয়াছিল যে সেই বঙ্গদেশে এই পরম পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া তত্রস্থ লোকের মানসস্থিত ভ্রমান্ধকারকে দূর করিবে এবং তাহাকে পরম সত্যের অধিষ্ঠান ভূমি করিয়া তাহার মহত্তর কীর্ত্তি পতাকাকে সর্ব্বত্র উড্ডীন করিবে? কাহার মনে ছিল যে সেই জ্ঞানহীন বঙ্গ ভূমি হইতে জ্ঞান চর্চ্চিত দ্বীপ দ্বীপান্তরের মনুষ্য সকল নির্ম্মল ধর্ম্ম তত্ত্ব লাভ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিবে এবং সেই বঙ্গ ভূমি হইতে পবিত্রতর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের কিরণ জাল দিগ্‌দিগন্তরে ধাবিত হইবে? কিন্তু

সেই অনির্ব্বচনীয় অশেষ শক্তি সম্পন্ন করুণাকর আদি পুরুষের এমনি অপার মহিমা যে তিনি কৃপা করিয়া এই তমসাচ্ছন্ন দেশে এক মহাপুরুষকে অবতীর্ণ করিয়া এখানে এই পরমোৎকৃষ্ট ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার কারণ সৃজন করিলেন এবং সেই মহা-পুরুষ হইতেই প্রথমতঃ এই সমাজ সংস্থাপিত হইল। যে অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের প্রযত্নে প্রথমতঃ এই সমাজ সংস্থাপিত হয়, এ ক্ষণে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া শরীর পুলকে পূর্ণ হইতেছে এবং তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে ভাবেতে কণ্ঠা অবরুদ্ধ হইতেছে, বোধ হয় সেই বিশ্ব বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায়ের নাম এ দেশীয় আবাল বৃদ্ধ সকল লোকেরই শ্রুতি গোচর হইয়া থাকিবে এবং সেই অসামান্য কীর্ত্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ বহু দূর স্থিত দ্বীপান্তরীয় লোকের নিকটও অপরিচিত নহেন। তিনি যে সূত্রে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন এবং তাঁহা হইতে যে প্রকারে এই চিরস্থায়ী মহদ্ব্যাপার সম্পন্ন হয়, তাহা অতি আশ্চর্য্য। ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত চূড়ামণি সর আই-জেক নিউটন যেমন বৃক্ষ হইতে একটি ফল পতন হইতে সন্দর্শন করিয়া তাহার বিষয় আলোচনা করত অপূর্ব্ব জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রচার করিয়াছিলেন বিশ্বমান্য উইলিএম হার্ব্বি সাহেব যে রূপ শরীরস্থ শিরা মধ্যে কবাটবৎ সমূহ অবরোধ স্থান সন্দর্শন করিয়া তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শোণিত সঞ্চরণের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, রাজা রামমোহন রায়ও সেই প্রকার এ দেশের কাল্পনিক ধর্ম্মের বিকৃত ভাব সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহা নিবারণ করি-বার উপায় অন্বেষণ করত এবং সত্য ধর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করত অতি সামান্য সূত্রে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এই পরম তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তৃষ্ণাতুর মৃগ যেমন সুশীতল জল প্রাপ্ত হইলে তৃপ্ত হয়, ধর্ম্ম তৃষ্ণাতুর রাজা রামমোহন রায়ও সেই রূপ এই পরম ধন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মর্ম্ম লাভ করিয়া তৃপ্ত হইলেন এবং তিনি যে অপূর্ব্ব অমৃত পান করিয়া আপনার ধর্ম্ম তৃষ্ণার শান্তি করিলেন, সেই সুধা পান করাইয়া সকলকে সুখী করিবার উদ্দেশে এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিলেন। রামমোহন রায়ের মন স্বার্থপর

সামান্য পুরুষের ন্যায় ছিল না, তিনি যে কোন অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়া তাহা কেবল আপনি লাভ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন এবং কেবল আপনার সুখেই সম্পূর্ণ সুখ জ্ঞান করিবেন তাহার সম্ভাবনা কি? তিনি এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমাগত মুক্তচিত্তে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করণার্থে নিরন্তর ব্রতী হইলেন। যাহাতে সর্ব্বদেশীয় ও সকল জাতীয় লোকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ অমৃত রসের আস্বাদ গ্রহণে অধিকারী হইতে পারে, তিনি ক্রমাগত তদুপযোগী নানা পথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, তিনি ভারতবর্ষ মধ্যে যথার্থ ধর্ম্ম তত্ত্ব প্রকাশ করিতে যাদৃশ যত্ন ও যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা এই রূপে বৎসরান্তে এক দিন কিয়ৎকাল বর্ণন করিয়া কি প্রকাশ করিব, তাহা প্রতি দিন কীর্ত্তন করিলেও শত বৎসরে শেষ হইবার নহে। রাজা রামমোহন রায় যে দিন কোন এক ব্যক্তিকে প্রকৃত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতে না পারিতেন সে দিবসকে তিনি বিফল বোধ করিতেন এবং যে দিন তিনি কোন প্রকারে কোন ব্যক্তির মনে জগদীশ্বরের প্রকৃত তত্ত্বের আবির্ভাব করিতে সক্ষম হইতেন সে দিবসকে তিনি পরম শুভ দিন বলিয়া গণ্য করিতেন, তিনি এ দেশের নিত্য কল্যাণের কারণ হইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিই জননী জন্ম ভূমির যথার্থ হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, এবং ভ্রাতৃ স্বরূপ স্বজাতির প্রকৃত মঙ্গলের বীজ বপন করিয়াছেন, তাঁহাকে উৎপাদন করিয়া এ দেশ পৃথিবী মধ্যে ধন্য হইয়াছে এবং তাঁহার উৎপত্তি জন্য হিন্দু জাতি সংসার মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তিনি আমাদিগকে যে ঋণ পাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কোন কালেই মুক্ত হইতে পারিব না এবং তাঁহার অসদৃশ অমৃত গুণাবলী আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না, তিনি স্বজাতির ও স্বদেশের কল্যাণ সাধন করিতে পদের বিচার করেন নাই, মানের বিচার করেন নাই এবং আপনার ভোজন পান শয়নাদি কোন প্রকার শারীরিক কার্য্যেরও নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। নীচ হউক আর ভদ্রই

হউক ধনীই হউক আর নির্দ্ধন হউক পণ্ডিতই হউক আর মূর্খই হউক প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট যে কোন ব্যক্তি গমন করিত তিনি তাহাকেই ভ্রাতৃ সম্বোধন করিয়া সাদরে সকল বিষয় জ্ঞাত করিতেন, আহার কালেও তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেমানুরাগী হইয়া গমন করিলে তিনি আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্ট মনে তাহাকে ঈশ্বর প্রসঙ্গ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন এবং তাঁহার শয়নের সময় কেহ পরমার্থ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেও তিনি তাহাতে উন্মত্ত হইয়া নিদ্রাকে বিস্মৃত হইতেন। তিনি যেমন স্বদেশীয় লোককে জগদীশ্বরের প্রেমরসের রসিক করিয়া সুখী করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিতেন, সেই রূপ স্বদেশ মধ্যে জগদীশ্বরের প্রিয়কার্য্য প্রচলিত ও অপ্রিয় কার্য্য রহিত করিয়া তাহার শ্রীসম্বর্দ্ধনে সতত অনুরাগী ছিলেন, তাঁহারই প্রযত্নে সহ গমন নিবারণ হইয়া ভারত ভূমি স্ত্রী হত্যা রূপ গুরুতর পাপ ভার হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং তাঁহার যত্ন হেতু এ দেশীয় লোকের কুসংস্কার জনিত অনেক কুকর্ম্ম নিবারিত হইয়াছে। যে শুভকর বিধবা বিবাহের পদ্ধতি প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়াতে এ ক্ষণে আমরা আহ্লাদিত হইতেছি; রাজা রামমোহন রায় তাঁহার জীবদ্দশায় সেই পদ্ধতি প্রচলিত করিবার জন্য অনেক আয়াস ও অনেক যত্ন করিয়াছিলেন; এক প্রকার তিনিই এ শুভ কর্ম্মের সূত্র পাত করিয়া যান, তিনি জীবিত থাকিয়া তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধি সন্দর্শন করিলে তিনি যে কি পর্য্যন্ত সন্তোষ লাভ করিতেন তাহা আমরা মনেতেও ধারণ করিতে পারি না! যাহা হউক তাঁহার সেই শুভ কামনা যে জগদীশ্বর এত দিনে পূর্ণ করিলেন ইহাতে আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে ঈশ্বর পদে বার বার প্রণিপাত করি। রামমোহন রায়ের মনে যে এই রূপ কত প্রকার মঙ্গল সঙ্কল্প ছিল, তাহা আমরা কি বলিব, তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হইলে মর্ত্য লোক এক্ষণেই স্বর্গ লোক হইয়া উঠে। নিত্য কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর উন্নতির সহিত তাঁহার মঙ্গলময় সঙ্কল্প সকল সিদ্ধ হইতে থাকিবে। ফলতঃ তিনিই প্রকৃত মনুষ্য পদ বাচ্য এবং যথার্থ গৌরবান্বিত।

যে পথে গমন করিলে মনুষ্য যথার্থ রূপে গৌরবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে তিনি সেই পথের পথিক হইয়াই যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবী মধ্যে কর্ম্মক্ষম কীর্ত্তি কুশল পুরুষের অভাব নাই, জল স্থল সকল স্থানেই মনুষ্য জাতি বিরাজ করিতেছে এবং প্রায় সর্ব্বত্রই মনুষ্যের কার্য্য বিদ্যামান রহিয়াছে। আমরা যখন কোন নদী তীরে উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করি তখনও শত শত ব্যক্তিকে শত শত প্রকার কার্য্যে আবৃত দেখিতে পাই এবং যখন কোন গ্রাম নগর বা বিপণি মধ্যে প্রবেশ করি তৎকালেও নানা মনুষ্যকে নানা ব্যবসায়ে ব্যাপৃত সন্দর্শন করি, কিন্তু যে মনুষ্য দ্বারা পৃথিবীর নিত্য কল্যাণ উদ্ভাবিত হইতে পারে, যাহার প্রযত্নে মনুষ্যের নিত্য মঙ্গল সঞ্চারিত হয়, যে ব্যক্তি কেবল আত্ম সুখে সুখী না হইয়া স্বজাতির ও স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ত থাকে এবং অন্যের সুখ সাধন করিয়া সুখী হয়, সে প্রকার উদার স্বভাব মহৎ মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প, সেই স্বার্থপরতা শূন্য সাধু ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্য পদ বাচ্য এবং সেই ব্যক্তিই যথার্থ রূপে মহত্ত্বের আস্পদ। তাহারই প্রতি মন হইতে শ্রদ্ধার ধারা উৎসারিত হইয়া পতিত হইতে থাকে এবং সেই ব্যক্তিই আপনা হইতে সকলের আন্তরিক প্রীতি আকর্ষণ করে; সুতরাং রামমোহন রায়ের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধার উদয় হওয়া কোন রূপেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি এ দেশের মঙ্গলের জন্য সংখ্যাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া যান নাই এবং প্রশস্ত দীর্ঘিকা ও সুরম্য সরোবর, অত্যুচ্চ অট্টালিকা বা সুদীর্ঘ রাজ পথ প্রভৃতি কোন প্রকার অসাধারণ বাহ্যিক কীর্ত্তিও প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু আমাদিগের হিতের নিমিত্ত তিনি যে অমূল্য জ্ঞান ধন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, কোটি স্বর্ণ মুদ্রাও তাহার এক কণার সহিত সমতুল্য হইতে পারে না এবং তিনি এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ যে অপূর্ব্ব মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, কোটি শতাব্দেও তাহার এক বিন্দু মাত্র ক্ষয় হইবার নহে, তিনি এমন অক্ষয় কীর্ত্তি করিয়া যান নাই যে তাহা কস্মিন্ কালে কোন রূপে অপনীত হইবে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতির সহিত তাঁহার মহিমা

মঞ্চ ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং তদুপরি তাঁহার কীর্ত্তি পতাকা নিয়ত উড্ডীয়মান হইবে।

মনুষ্যের ধর্ম্ম সংস্কার পরিশুদ্ধ না হইলে, যে তাহাকে কি পর্য্যন্ত অধমাবস্থায় অবস্থান করিতে হয় এবং তাহা দ্বারা যে কি পর্য্যন্ত বিগর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান্ লোকে অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারেন এবং তাহা আমা-দিগের এদেশে ও অন্যান্য দেশে সুস্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। এদেশের জ্ঞান হীন ভ্রান্ত লোকে আপনাদিগের মনঃকল্পিত কাল্পনিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সকল কুক্রিয়ার অনু-ষ্ঠান করিয়াছে, তাহার নাম করিতে লজ্জা বোধ হয় এবং শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, মনুষ্য সমাজে সে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রচ-লিত থাকিলে তাহাদিগকে পশু অপেক্ষাও অধম হইতে হয় এবং অচিরেই তাহার বিনাশ হয়। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সেই সমস্ত কুৎসিত ক্রিয়ার একেবারে মূল উৎসেদ হইবার পথ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মনুষ্যকে কোন মতেই কলঙ্কিত হইতে হয় না এবং কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করিবার আবশ্যক করে না, প্রত্যুত ইহা দ্বারা মনুষ্য সর্ব্ব প্রকার সৎকর্ম্মের আধার হইয়া আপনার জন্মকে সার্থক করিতে পারে এবং সকল প্রকার উৎকৃষ্টতর সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে সমর্থ হয়। এই পরম পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে প্রতারণার নাম নাই, প্রবঞ্চনার লেশ নাই এবং কপটতার ও ভ্রান্তির প্রসঙ্গও নাই, ইহা সম্পূর্ণ সত্য মূলক বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ঈশ্বর প্রীতিই এধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই ইহার অনুষ্ঠান। রামমোহন রায় এই পরমোৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া যেমন আমাদিগকে অসংখ্য প্রকার ভ্রম জাল হইতে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, সেই রূপ আমাদিগকে নির্ম্মল ঈশ্বর প্রীতি আস্বাদন করিবার অধি-কারী করিয়াছেন। তাঁহার মহত্ত্ব গুণ আমরা চির দিন গান করিয়াও শেষ করিতে পারিব না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আমাদিগের দেশের এত উপ-

কার সাধন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার উপকার আমরা অদ্যাপি ভোগ করিতেছি এবং চিরকালই আমাদিগের এদেশীয় লোকে ভোগ করিতে থাকিবে, অনেকে তাঁহার দুরবগাহ্য মহান্ ভাব ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার প্রতি নানাবিধ অলীক কথার আরোপ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধনের ত্রুটি করিতেছেন। তাঁহার যে প্রকার তেজস্বিনী বুদ্ধি ছিল এবং তাঁহার ধর্ম্ম যাদৃশ পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল ছিল, তাহা তাঁহার রাশি রাশি কার্য্য দ্বারা প্রকাশিত রহিয়াছে, এবং আমরাও তাহা পুনঃ পুনঃ সকলকে জ্ঞাত করিয়াছি, কিন্তু তথাপি অনেকে তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া অদ্যাপি অনেক প্রকার অলীক অপবাদ রটনা করেন। যে রামমোহন রায় এই তমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের মধ্যে স্বীয় জ্ঞান বলে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, যিনি স্বীয় শক্তি ক্রমে হিন্দুদিগের তীক্ষ্ণ কণ্টকাবৃত শাস্ত্রের নিবিড় বন ভেদ করিয়া যথার্থ ধর্ম্মের প্রশস্ত প্রান্তরে উপনীত হইলেন, এবং যাঁহার তর্করূপ অসি দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রীয় ভ্রম গ্রন্থি সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তাঁহাকে কেহ কেহ মতবিশেষানুবর্ত্তী খ্রীষ্টান বোধ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন, যে তিনি একেশ্বর বাদী খ্রীষ্টান ছিলেন অর্থাৎ তিনি ক্রাইষ্টকে এক মাত্র পরিত্রাণ কর্ত্তা মনে করিতেন এবং তাহাকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন অদ্ভুত জীব বলিয়া প্রত্যয় করিতেন ও বাইবেল শাস্ত্রকে এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র বিবেচনা করিতেন। রামমোহন রায়ের নিষ্কলঙ্ক নামে একলঙ্ক আমাদিগের কোন রূপেই সহ্য হয় না।

তিনি যে এক মাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও পরিত্রাণ কর্ত্তা মুক্তি দাতা মনে করিতেন না এবং কোন মনুষ্যকেই ঈশ্বরের নিয়ম বর্জ্জিত অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন অদ্ভুত জীব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না এবং এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থ ভিন্ন মনুষ্য কল্পিত অন্য কোন গ্রন্থকে এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, তাহা পদে পদেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, তাহা পশ্চাৎ উক্ত এই কএকটি বাক্যের প্রতি মনোযোগ করিলেই সকলে অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

রামমোহন রায় এক মাত্র অনাদি কারণকেই সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর মনে করিতেন, তাঁহাকেই আপনার ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত শুভাশুভের কর্ত্তা বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন, তদ্ভিন্ন আর কোন মনুষ্যকে অদ্বিতীয় ঐশী শক্তি সম্পন্ন বিশ্বাস করিতেন না এবং যেশু খ্রীষ্টকে মনুষ্য জাতির মধ্যে এক জন উৎকৃষ্ট সাধু ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া তাঁহার বাক্য ও কার্য্যকে সাধু ও মহাজনের চরিতের ন্যায় মান্য করিতেন, রামমোহন রায়ের মনে কিছু মাত্র দ্বেষ ছিল না, তিনি কোন গ্রন্থ বিশেষ ও লোক বিশেষকে শ্রদ্ধা করিয়া অপর গ্রন্থ ও অপর লোকের প্রতি অশ্রদ্ধা করিতেন না, তিনি যে কোন ভাষায় যে কোন গ্রন্থ হইতে যথার্থ তত্ত্ব প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই যত্ন পূর্ব্বক গ্রাহ্য করিতেন এবং কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে ঈশ্বর পরায়ণ ধার্ম্মিক লোক সন্দর্শন করিলে তাঁহাকেই শ্রদ্ধা করিয়া তাহার যুক্তি সমেত সাধু কর্ম্মের অনুগামী হইতে চেষ্টা করিতেন, এজন্য তিনি বাইবল গ্রন্থ হইতে যেশু খ্রীষ্ট প্রোক্ত কএকটি সদুপদেশ উদ্ধৃত পূর্ব্বক পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তিনি যে স্থলে ঐ সকল উপদেশের পোষকতা ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই স্থলে ঐ উপদেশ দাতা খ্রীষ্টের প্রতি আপনার মনোগত শ্রদ্ধাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুগত মতের কিছু মাত্র অন্যথা প্রকাশ পায় নাই।

তিনি যৎকালে এদেশীয় পৌত্তলিকদিগের সহিত বিচার করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে ধাতু কাষ্ঠ ও জল মৃত্তিকাদি পরিমিত পদার্থের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য এক মাত্র জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন, তৎকালে কাহাকেও খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হইয়া বাইবল গ্রন্থের মতানুগত অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেন নাই। তিনি যদি খ্রীষ্টকেই এক মাত্র মুক্তির কারণ জানিতেন, এবং বাইবল গ্রন্থকেই কেবল ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই সকলকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি

হিন্দু দিগের সহিত বিচার স্থলে কোন কোন একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান দিগের ন্যায় কখনই খ্রীষ্টেরও বাইবল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার কেবল এই মাত্র উপদেশ ছিল, যে তোমরা কাষ্ঠ লোষ্ঠাদির আরাধনা করিয়া কদাপি ঈশ্বর সেবার সুখাস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না, ইহা পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টির কারণ আকার রহিত এক মাত্র জগদীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর, অনায়াসে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিবে।

দ্বিতীয়ত রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম লইয়া তৎকালীন ফ্রেণ্ড অবইণ্ডিয়া নামক পত্র সম্পাদকের সহিত অনেক বিচার হইয়াছিল, তাহাতে তিনি খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের প্রতিকূলে বহু প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক কালে তাহা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি স্বীয় ধর্ম্ম প্রত্যয় প্রচার করিবার জন্য তৌফতুল মোহদীন নামক যে এক গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন, "যে জগদীশ্বরের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বিরুদ্ধ কোন কার্য্য কেহই সম্পন্ন করিতে পারে না। যাহারা তাঁহার নিয়মের বিপরীত কোন প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার অভিমান করে, তাহারা প্রতারক। ধূর্ত্ত ও প্রতারক লোকে নানা প্রকার কুহক ক্রিয়া দ্বারা বর্ব্বর লোক দিগকে প্রতারণা করে এবং মূর্খ লোকে তাহাদিগের ধূর্ত্ততা ধৃত করিতে না পারিয়া অনায়াসে প্রতারিত হয়। "ভ্রান্ত মনুষ্য দিগের এমনই স্বভাব যে যে কার্য্যের উৎপত্তির কারণ তাহাদিগের বোধ গম্য না হয় তাহাকে তাহারা অলৌকিক বলিয়া প্রত্যয় করে।" তাঁহার অভিপ্রায় এই যে যাহারা জগদীশ্বর প্রণীত নিয়ম সমস্ত বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখে এবং সমুদায় প্রাকৃতির ঘটনার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্থির করিতে সমর্থ হয়, তাহারা কখনই এক জন মনুষ্য দ্বারা মৃত ব্যক্তির জীবন সঞ্চার হওয়া এবং ইহ শরীরে কোন মনুষ্যের স্বর্গ সদৃশ লোক বিশেষে উপনীত হওয়া প্রত্যয় করিতে পারে না। জগদীশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ কোন প্রকার অসম্ভব ব্যাপার

যে কোন রূপেই সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা রামমোহন রায় স্বপ্রণীত নানা গ্রন্থে নানা প্রকারে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়ত রামমোহন রায় যে কেবল বাইবল গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র বোধ করিতেন না, ক্রাইষ্টকে ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তির কারণ একমাত্র বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন না, তাহাও তাঁহার রচিত উক্ত তৌফতুল মোহেদীন নামক গ্রন্থে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে নানা ধর্ম্মাবলম্বীরা নানা প্রকার মতের প্রচার করিয়াছে, সকলেই স্বীয় স্বীয় মতের উৎকর্ষতা প্রমাণ করিতে যত্ন করে, কিন্তু তাঁহাদিগের পরস্পর মত বিরোধের দ্বারাই পরস্পরের মতের খণ্ডন হইতেছে, তাহা অন্য কোন যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার আবশ্যক করে না প্রত্যেক ধর্ম্মই মনুষ্যের মনঃকল্পিত এই জন্য কেবল ঐ সকল কল্পিত ধর্ম্ম বিষয়ে এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতির সহিত মিলিত হয় না নতুবা জগদীশ্বর দত্ত আর সকল বিষয়ে তাহাদিগকে এক ধর্ম্মাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মনুষ্যই অগ্নিকে উষ্ণ বোধ করে এবং জলকে শীতল জ্ঞান করে। সকল দেশীয় মনুষ্যই বসন্তের পুষ্প শোভা ও বর্ষার বৃষ্টি ধারা সন্দর্শন করিয়া সুখী হয়, পৌর্ণমাসির অখণ্ড মণ্ডলাকার পূর্ণ শশধর সন্দর্শন করিলে সকলেরই মনে পুলক জন্মে জ্যোতি সকলেরই প্রিয় এবং অন্ধকার সকলেরই অপ্রিয়, ক্ষুধাতে সকলেই কাতর হয় এবং আহার করিলে সকলেরি তৃপ্তি জন্মে, সৌভাগ্য সকলেরি প্রার্থনীয় এবং দরিদ্রতা সকলেরি অপ্রিয়। ইত্যাদি বহুতর স্বভাবসিদ্ধ বিষয়ে মনুষ্য জাতিকে এক ধর্ম্মাক্রান্ত দেখা যায়, অতএব যাহা ঈশ্বর প্রণীত তাহাতে কাহারও বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তাহা কখনই কোন প্রকার যুক্তির বিরোধী হয় না। মনুষ্য কেবল স্বার্থপর ও অভিমানপর হইয়া এক এক বিশেষ মতের প্রচার করিয়া গিয়াছে এবং অনেক অবোধ লোকে বুদ্ধির অভাবে ও অনেক বুদ্ধিমান্ লোকে স্বার্থ সাধন উদ্দেশে অদ্যাপি সেই সেই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন. যে সকল মনুষ্যের পরমার্থ জ্ঞানের জন্য ও মুক্তির

নিমিত্ত যে জগদীশ্বর এক জন মনুষ্যকে বিশেষ শক্তি সম্পন্ন করিয়া প্রেরণ করিবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বিরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া উক্ত করে, যথা মোসলমানেরা মহম্মদকে ও পুর্ব্বতন ইহুদিরা মুসা ও দাউদকে ধর্ম্ম বক্তা বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রত্যয় যায় এবং ব্রাহ্মণাদি হিন্দু বর্গে কোন কোন ঋষি প্রোক্ত বচন বিশেষকে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া স্বীকার করে কিন্তু ইহা দিগের মধ্যে কাহারও মতের সহিত কাঁহারও ঐক্য হয় না, যে বিষয়কে এক মতাবলম্বিরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে অপর ধর্ম্মাবলম্বিরা তাহাতে আবার নানা বিধ দোষ প্রদর্শন করিয়াছে, এক মতে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে অন্য মতে তাহাকেই পাপ কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে সুতরাং তাহাদিগের সকলকে ঈশ্বর প্রেরিত ধর্ম্ম বক্তা বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া সকলের মত স্বীকার করিতে হইলে বিষম বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া উঠে, সুতরাং ইহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা নির্ণয় ককিতে হইলে অবশ্য যুক্তিকে অবলম্বন করা আবশ্যক হয় এবং যুক্তি অবলম্বন করিলে আর কোন ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিতে পারা যায় না এবং বলিবার ও কোন আবশ্যক থাকে না। দূর দর্শী বুদ্ধিমান্ লোকে কখনই এপ্রকার যুক্তি বিরুদ্ধ ও পরীক্ষার বিপরীত বিষয় অঙ্গীকার করিতে পারেন না। যে কালে যে যে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাহারা সকলে বাস্তবিক ঈশ্বর প্রেরিত হইলে সকলেরই এক প্রকার মত হইত কাহারও সহিত কাহারও মতের বিরোধ থাকিত না। জগদীশ্বরের নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, তিনি পৃথিবীর সকল মঙ্গলই একদা জ্ঞাত হইয়া তদুপযোগী নিয়ম সকল এক কালেই স্থাপিত করিয়াছেন, কাল ভেদে কখন তাঁহার নিয়মের প্রভেদ হয় না। এস্থলে আমাদিগের একবার ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে রামমোহন রায়ের যদি বাইবলকে এক মাত্র ধর্ম্ম গ্রন্থ ও খ্রীষ্টকে এক মাত্র ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তি দাতা বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস থাকিত তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিচার স্থলে

স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে বাইবলের উৎকর্ষতা বর্ণন করিয়া যাইতেন কি না এবং খ্রীষ্টকে ঈশ্বর প্রেরিত বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেন কি না। যখন রামমোহন রায় এদেশীয় লোককে মুক্তির কারণ প্রকৃত ধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করিবার সময় একান্ত মনে এক জগদীশ্বরের আরাধনা করণ ভিন্ন কোন স্থলে খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হইবার কথা উল্লেখ করেন নাই, যখন তিনি হিন্দু মোসলমান ও খ্রীষ্টানাদি ভিন্ন ভিন্ন দলের মনঃকল্পিত ধর্ম্ম গ্রন্থের অলীকত্ব ও অপ্রামাণিকত্ব প্রতিপন্ন করণ স্থলে বাইবল গ্রন্থকে এক মাত্র ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, যখন তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ক বিচার কালে খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করণকে নানা প্রকার যুক্তি ও তর্কের দ্বারা অসম্ভব ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যখন তিনি ধর্ম্ম বিষয়ক মত ভেদের প্রতি একবারে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং সকল মনুষ্যকেই ঈশ্বর আরাধনার তুল্যাধিকারি রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন তখন তাঁহার প্রতি বিপক্ষ দলের বিশঙ্কিত কোন প্রকার অলৌকিক মতের আশঙ্কা করা সঙ্গত হইতে পারে না এবং তাঁহাকে এক মাত্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত আর কোন প্রকার কাল্পনিক মতানুগত মনে করিতে পারা যায় না। তিনি যে এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রণীত এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র মনে করিতেন না এবং জীবের মুক্তির জন্য শুদ্ধ অপাপ বিদ্ধ পবিত্র পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য বিশেষকে গুরু বা পথ প্রদর্শক ও ত্রাণকর্ত্তা মনে করিয়া তাহার সেবা করিবার অথবা ঈশ্বর উপাসনা কালে তাহার নাম উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করিতেন না, তিনি যে কোন ব্যক্তিকে জগদীশ্বরের নিয়মাতীত অসম্ভব ব্যাপার সম্পাদন করিবার শক্তি সম্পন্ন প্রত্যয় করিতেন না, তিনি যে নিরপেক্ষ হইয়া নিরবলম্ব যুক্তি সহকারে সকল দেশীয় ও সকল ভাষার গ্রন্থের সারোদ্ধার করিয়া গ্রহণ করিতেন এবং তাহাই সকলকে উপদেশ দিতেন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আর বাহুল্য প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক করে না, যাহা

কিঞ্চিৎ উক্ত হইল বুদ্ধিমান লোকে তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

তিনি যে পরম পবিত্রতর ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং সকল কল্যাণের বীজ স্বরূপ যে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন, আমরা তদ্দ্বারাই তাঁহার গুণ জাজ্বল্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, যদিও আমরা অনেকে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি নাই, তথাপি তাঁহার অসামান্য সাধু চরিত সকল স্মরণ করিতে মনোমধ্যে এ ক্ষণে তাঁহার এক আশ্চর্য্য আকার আসিয়া উদয় হইতেছে এবং বোধ হইতেছে যেন এ ক্ষণেই তিনি আমাদিগের সহিত একত্রিত হইয়া এই পবিত্রতর ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পরব্রহ্মের আরাধনা করিতেছেন। হা জগদীশ! তুমি যেমন শীতের শান্তি জন্য মনোহর বসন্ত কালের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছ এবং নিদাঘের আতিশয্য নিবারণের নিমিত্ত বারিপূর্ণ বর্ষা ঋতুর সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি যেমন ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণের জন্য বিবিধ প্রকার অন্ন পানের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং শারীরিক রোগ নিবারণের নিমিত্ত বিচিত্র প্রকার ঔষধের উৎপত্তি করিয়াছ, সেই রূপ আমাদিগের এই তমসাচ্ছন্ন দেশের অজ্ঞান রূপ ঘোর রোগ বিনাশের কারণ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে প্রেরণ করিয়াছ, অতএব আমরা সেই পরম বন্ধু ও পরমোপকারী ব্যক্তির উপকার রাশি স্মরণ করিয়া তোমাকেই মনের সহিত নমস্কার করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৮ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

"সাম্বৎসর কাল যাঁহার প্রদত্ত সুখ সম্পত্তি লাভ করিয়াছি ও যাঁহার কৃপায় বুদ্ধি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বর্দ্ধিত করিয়াছি অদ্য একবার সকলে তাঁহাকে মনের সহিত ভক্তি সহকারে পূজা না করা কি

অকৃতজ্ঞের কর্ম্ম।" অদ্য আমারদিগের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ, জগদীশ! অদ্যকার এই শুভ দিনের সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মা তোমার প্রেমে মগ্ন হইয়া রজনীতে তোমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবে এই আশাতে উৎসাহান্বিত ছিল, এ ক্ষণে সেই পুণ্য নিশা উপস্থিত, অতএব একবার সকলে ঐক্য হইয়া তোমার অসীম গুণ কীর্ত্তন করত মানব জন্ম সফল করি। যিনি আমারদিগের স্রষ্টা পাতা, তাঁহারি উপাসনার্থে—তাঁহারি গুণ কীর্ত্তন করিবার নিমিত্তে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মের বীজ মনুষ্য মনে রোপণ করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা করিতে—তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে মনুষ্যের মন স্বভাবতই ব্যগ্র হয়। মনুষ্য শারীরিক ও সামাজিক সুখ লাভ করিলে বা বহুবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা স্বীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করিলে সে রূপ তৃপ্তি লাভ করেন না ঈশ্বরে প্রীতি করিলে যে রূপ তিনি তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করেন। ঈশ্বরের অভাব মনুষ্যের সকল অভাব হইতে গুরুতর, এ অভাব মোচন হইলে তিনি আর কোন অভা-বকে অভাব জ্ঞান করেন না। ধর্ম্ম-জীবী মনুষ্যের কি মহোচ্চ ভাব! তিনি নানাবিধ সুখ সাধনোপযোগী সুরম্য অট্টালিকা, বিচারালয়, বিদ্যালয়, যন্ত্র ও যন্ত্রালয়, নির্ম্মাণ করিয়া আপনার মহত্ত্ব ও গৌরব মনে করেন না। তিনি অমৃত পুরুষের পুত্র, ধর্ম্ম তাঁহার জীবন স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ ও তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সেই প্রিয়তমের সহবাসের উপযুক্ত, ইহাতেই তিনি আপনাকে মহৎ ও গৌর-বান্বিত করিয়া জানেন। আর তিনি এই রূপ মনে করেন যে যে জ্যোতির্ম্ময় দিবাকরের উদয়ে এই জগন্মণ্ডল তিমিরাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই সর্ব্ব প্রকাশক সূর্য্যের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ কর্ত্তা এক অদ্বিতীয় অচিন্তনীয় পুরুষের সত্ত্বগু-ণাবলম্বিনী ইচ্ছা মাত্র এক সময়ে এই স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট বিশ্ব সংসার উৎপন্ন হইয়াছে, অদ্যাপি তাঁহার মহতী ইচ্ছার অধীনে বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি জ্ঞানেতে অভ্রান্ত, শক্তিতে অনন্ত,

করুণা বিতরণে অবিশ্রান্ত ও স্বভাবে পূর্ণ হয়েন। যিনি জন্মদাতা পিতা, অন্নদাতা বিধাতা, পাপ পুণ্যের বিচারক একাধিপতি রাজা। যাঁহার প্রসাদাৎ আমরা অশেষ বিধ অযাচিত সুখে সুখী হইয়াছি, কত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, অসংখ্য দুর্জ্ঞেয় বিষয়ও জ্ঞাত হইয়াছি এবং কত বার যাঁহার শরণ প্রভাবে অনিবার্য্য দুষ্ট মোহকে পরাভূত করিয়া শুদ্ধত্ব ও মহত্ত্ব লাভ করিয়াছি তাঁহার প্রতি মনের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক নমস্কার করা কি আমাদিগের অত্যন্ত উচিত নহে? বিশেষত যখন আমাদিগের আদ্যন্ত সকল বিষয় যাঁহার অব্যর্থ ইচ্ছার অধীন, যিনি মনে করিলে বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর দুরবস্থায় আমাদিগকে রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া বরং আমাদিগকে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপণের উপযুক্ত করিয়াছেন, এবং যিনি ইহ কালে অজস্র আনন্দের উৎস স্বরূপ ও পরকালের অপার শান্তির আলয়, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি আত্ম সমর্পণ করা এবং তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান, অদ্ভুত শক্তি ও উদার করুণার উপর ঐকান্তিক ভাবে নির্ভর করা তাঁহার সন্তানদিগের যে কি পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য তাহা কি বলিব। যখন সামান্য বস্তুর প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা ও যত্ন আবশ্যক করে, তখন সকল অপেক্ষা দুর্ল্লভ পরমাত্মা আন্তরিক ইচ্ছা ও একান্ত যত্ন ব্যতিরেকে কি লব্ধ হইতে পারেন? যে সাধু পুরুষ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা কি? তিনি শূরত্ব, মহত্ত্ব, বিবেক, সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যে সতত পূর্ণ রহিয়াছেন। এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ সে ধন অতিমাত্র ব্যয় করিতে আলস্য ও কৃপণতা করেন না, তিনি জানেন যে তাঁহার সমুদায় কর্ত্তব্যের মধ্যে স্বভ্রাতৃবর্গের সহিত সেই পরম ধন সমানাংশে উপভোগ করা সর্ব্বোত্তম প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরমেশ্বর এক মাত্র নিত্য পদার্থ, তিনি সমুদয় সত্যের পরম নিধান, তাঁহার কোন রূপ নাই, সত্যই তাঁহার অনুপম রূপ, জ্ঞান তাঁহার আশ্চর্য্য প্রভা, করুণা তাঁহার মনোহর শোভা এবং এই বিশ্ব তাঁহার বিশাল ছায়া মাত্র। হে বিশ্বপতির পুত্র সকল!

তোমরা একবার স্বাধীন হইয়া বিশ্বপতির বিশাল বিশ্বক্ষেত্র নিরীক্ষণ কর। এখানে স্বাধীন শব্দের অর্থ ধনী নহে, মানী নহে, চতুর নহে, ধূর্ত্ত নহে, দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন তিনিও নহেন, এ স্থলে স্বাধীন শব্দের বাচ্য তিনিই হইতে পারেন, যিনি পাপ ও বিষয় সুখলোলুপ ইন্দ্রিয়গণের কুটিল শৃঙ্খলে বদ্ধ না হইয়া স্বভাবের কার্য্য—নিয়ন্তার কার্য্য অবগত হইয়া সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করেন। সত্য স্বরূপ ঈশ্বরে তাঁহার প্রীতি আছে, সুতরাং তিনি আপনার স্রষ্টা ঈশ্বরের জগৎকে প্রিয় রূপে দৃষ্টি করেন। এবং মহোচ্চ পর্ব্বত, নিবিড়ারণ্য, গভীর সমুদ্র, প্রসারিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, ধরণীর সমস্ত সুখ সম্পত্তি সমুদায়ই আপনার জ্ঞান করেন, উহাতে তাঁহার অধিকার আছে, কারণ উহা তাহার পরম পিতার। আর এই সমস্ত কার্য্যের অন্তরে উহার নির্ম্মাতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দনীর অবিরত নিঃসারিত হইতে থাকে। অন্তঃকরণ সেই প্রিয়তমের ধন্যবাদ করিয়া ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া যায় এবং এই রূপ ব্যক্ত করে যে হে ধনাভিমানী মনুষ্য! তোমরা সুখ মনে করিয়া বহুবিধ নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদে বৃথা কাল হরণ করিয়া থাক, কিন্তু ঈশ্বর প্রেমিক যে অগাধ সুখ সমুদ্রে মগ্ন থাকেন, তাহা তোমরা ইহাতে কখনই পাইবে না। ঈশ্বর প্রেমানুরক্ত পুরুষ অতিশয় বিপন্ন হইলেও তাঁহার আন্তরিক সুখ কে নিবারণ করিতে পারে? তিনি পীড়িত কি কাহারও দ্বারা আক্রান্ত বা বদ্ধ থাকিলে তাঁহার মানস বিহঙ্গ সেই জগৎপতির সঙ্গ লাভের নিমিত্ত সতত পক্ষ বিস্তার করিতে থাকে। তাঁহার শরীরই বদ্ধ থাকুক, মানই ধ্বংশ হউক, ধনই নষ্ট হউক ইহাতে তাঁহার কি হইবে? তাঁহার আত্মা সকল হইতে প্রিয় সেই পরম পিতার প্রেমে মগ্ন হইয়া নিরন্তর সুখ সমুদ্রে ভাসমান রহিয়াছে। যিনি ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন আছেন, যাঁহার অন্তরে ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে বদ্ধ থাকা অসম্ভব। হে জীব! যদি সেই সর্ব্বেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ ভোগ করিয়া সুখী হইবার অভি-লাষ রাখ তবে তাঁহাকে অগ্রে জ্ঞাত হও। তিনি নিরাকার

নির্ব্বিকার পরিশুদ্ধ পরাৎপর। তিনি সকল মঙ্গলের নিদানভূত, সমস্ত গুণের আধার, সকল সৌভাগ্যের মূল, এবং সমস্ত জীবের প্রভু। পরমাত্মন্! তোমার স্বরূপ মানব বুদ্ধির অতীত, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চরাচর সমস্ত বিশ্ব তোমার মহিমার কণামাত্র, এই অনন্ত আকাশস্থিত অসংখ্য অসংখ্য লোক মণ্ডল সকলই তোমার মহিমা। অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে প্রবেশ করিলে যেমন এক একবার সৌদামিনী সন্দর্শনে মন পুলকিত হয়, তদ্রূপ এই মোহাবৃত সংসারে প্রবেশ করিয়া তোমার বিশ্ব কার্য্যের পর্য্যালোচন দ্বারা তোমার প্রভাবের আভা মাত্র পাইয়া দেহে জীব সঞ্চার করে। জগদীশ! তোমার বিশ্বের প্রত্যেক কার্য্য হইতে তোমার উদার মঙ্গল ভাব এত অধিক উত্থিত হইতেছে যে তাহা আমরা মনেতে ধারণ করিতে না পারিয়া সমুদায় বিশ্ব মঙ্গলময় করিয়া দেখিতেছি। হে মানব! তোমরা যে স্থানে অবস্থিতি কর সর্ব্বত্র হইতে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন কর। তিনি সূর্য্য চন্দ্রে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার স্থান সকল সাগর, সকল ভূমণ্ডল, সমস্ত নক্ষত্র, সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজমান আছেন। সত্য স্বরূপ ঈশ্বর যাঁহাকে জ্ঞানালোক প্রদান করেন, তিনি স্বভাবের কার্য্য এই রূপে পাঠ করেন যে হে ঈশ্বর! তোমার জ্ঞান যাহার দৃষ্টি গোচর হয়, তিনি কদাচ বিপথে গমন করেন না এবং অবিচিকিৎস হইয়া জ্ঞানের পথে ধাবমান হন। হে বিশ্বেশ্বর! তুমি বিশ্বকে এ রূপে রচনা করিয়াছ যে তাহাতে তোমার জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গল ভাব স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে, সকল মনের পূজনীয় তুমি ঈশ্বর, তোমাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। উপরিস্থিত জ্যোতির্ম্মণ্ডলেরা আপনাদিগের স্রষ্টার মহিমা বর্ণনা করিয়া স্বীয় উচ্চ মহিমা বিস্তার করিতেছে। দেশ বিশেষে কাল বিশেষে অবস্থা বিশেষে জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগের হৃদয় ক্ষেত্রে প্রিয়তম পরব্রহ্মের গুণ সমূহ নূতন করিয়া সংস্থিত করিতেছে। বারি ও উত্তাপ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ সমূহ ফল শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া তাঁহারি করুণা প্রচার করিতেছে। সমীরণ সমূহ তাঁহার প্রসংশার হিল্লোল

বহন করিতেছে। প্রস্রবণ প্রবাহ ঝর ঝর শব্দে তাঁহারি গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। কি জলচর কি স্থলচর কি আকাশচর কি সজীব ও নির্জীব সমস্ত পদার্থই একতান হইয়া সেই মহামহীয়ানের মহিমা বিস্তার করিতেছে। হে হৃদয়েশ্বর! তুমিই সকল বস্তুর প্রাণ স্বরূপ, তুমিই সমস্ত অরণ্যের সৌন্দর্য্য রূপে প্রকাশ পাইতেছ। জীব কৃত সমস্ত কৃত্রিম শোভা তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সকল পুষ্পেই তোমার স্নেহ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তুমি সকলের মূলাধার। তুমি দয়ার সাগর, তুমি আমাদিগের পিতা মাতা সুহৃত, তোমা হইতে এই বিশ্বসংসার জীবিত রহিয়াছে। ফলের স্বাদু, পুষ্পের সুগন্ধ, সকলই তোমার পরিচয় প্রদান করে। তোমার শাসনে সূর্য্য চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব পথে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে। তুমিই শীত গ্রীষ্মাদির বারম্বার পরিবর্ত্তন করিয়া এই জগতের শোভা সম্পাদন করিতেছ। যখন তুমিই সমস্ত সুখের মূল হইলে তখন আমরা তোমা ব্যতিরেকে আর কাহার উপাসনা করিব, কাহাকেই বা হৃদয় ধামে স্থান দান করিব, অতএব হে নাথ! অদ্য এই সমাজে বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক তোমারি পদে প্রণিপাত করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৯ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

মানব জাতির উন্নতি সিদ্ধি ও সুখ বৃদ্ধির জন্য জগদীশ্বর যে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রধান। ধর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য যে প্রকার উন্নতাবস্থায় উপনীত হইতে পারে এবং ধর্ম্ম দ্বারা সে যাদৃশ উৎকৃষ্ট সুখাস্বাদন করিতে সমর্থ হয়, আর কোন পদার্থ দ্বারাই সেরূপ সুখী হইতে পারে না। ধর্ম্ম

যে মানব জাতির মহত্ত্বের প্রধান কারণ এবং ধর্ম্মই যে মনুষ্যের সার ধন, বোধ করি কোন ব্যক্তিরই তাহাতে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা যাহাকে সকলের সার বলিয়া স্বীকার করিতেছি, এবং সমস্ত বিষয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে যথাবিধি যত্ন করিতে রত হইতেছি না, ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনের জন্য যে প্রকার গুরুতর যত্ন করা আবশ্যক, তাহা দূরে থাকুক আমরা সামান্য সামান্য বিষয়ের জন্য যাদৃশ চেষ্টা করিয়া থাকি ধর্ম্মোন্নতি পক্ষে তদ্রূপও করি না। আমরা যদি প্রত্যেকে আপন আপন প্রাত্যহিক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, যে আমরা দিবানিশি কেবল বিষয়-চেষ্টা, বিষয়-ভোগ ও বিষয়-রস চিন্তা করিয়াই কালক্ষেপ করি। কদাচিৎ একবার ধর্ম্মতত্ত্ব মনেতে উদয় হইলেও তাহাতে গাঢ় রূপে চিত্তাভিনিবেশ করিতে পারি না এবং কি রূপে যে আমাদিগের ধর্ম্মেতে অধিকার জন্মিবে তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় সত্য, যে বিনা যত্নে কোন বিষয়ই সিদ্ধ হয় না। বিশ্বপিতা পরমেশ্বর তাঁহার এই অক্ষয় ভাণ্ডার বসুন্ধরাকে অন্নজলাদি সমুদায় প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমরা এককালে নিশ্চেষ্ট হইলে যেমন এই পূর্ণ ভাণ্ডার পৃথিবী মধ্যে বাস করিয়াও অন্নজলাভাবে ক্ষুৎ পিপাসায় প্রাণত্যাগ করি, সেই রূপ ধর্ম্ম বিষয়েও চেষ্টাশূন্য হইলে চিরদিন আমাদিগকে ধর্ম্ম রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে হয়। গতিক্রিয়া সমাধা না করিয়া কেবল অভিলাষ দ্বারা কোন স্থানান্তর প্রাপ্ত হওয়া যেমন অসম্ভব, ভূমিতে বীজ বপন করিয়া তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত না করিয়া তৎফল লাভের আশা করা যেমন অসম্ভব, বিহিত বিধানে সাধন না করিয়া ধর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা করাও তদ্রূপ অসম্ভব। অতএব যিনি অপূর্ব্বধর্ম্মতত্ত্ব রস পান করিয়া সম্পূর্ণ রূপে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন এবং সম্যক্ রূপে মানব জন্মের সুখাস্বাদনের অভিলাষ রাখেন, কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম সাধন করিতে তাঁহার যত্নবান্ হওয়া উচিত।

যে করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর আমাদিগের জন্মস্থিতি ও সুখ সৌভাগ্য প্রভৃতি সমুদায় সম্পদের কারণ, যাঁহা হইতে আমরা জনক জননী ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয় সুহৃৎ প্রভৃতি ভক্তি প্রীতির পাত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং যিনি কৃপা করিয়া এ সমুদায় বিশ্বকে আমাদিগের সুখের কারণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, বহুতর লোকে তাঁহাতে প্রীতি করিতে অবহেলা করিয়া সামান্য বিষয় রসে মগ্ন থাকে এবং সামান্য বিষয় ভোগই তাহাদিগের মনকে সত্বরে আকৃষ্ট করে কিন্তু তজ্জন্য কদাপি এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে, যে জগদীশ্বরের প্রেমামৃত পানাপেক্ষা জগতের আর কোন বস্তুই অধিক সুখ দায়ক এবং আর কোন বিষয়ই মনুষ্য মনে অধিক আহ্লাদ সঞ্চার করিতে পারে। যেমন শক্তিহীন বদ্ধ পক্ষ বিহঙ্গ উচ্চতর তরুর ফলাস্বাদনে অনধিকারী হইয়া যৎসামান্য নীচস্থ দ্রব্যেই সন্তুষ্ট থাকে এবং অধঃস্থায়ী সামান্য দ্রব্যের লালসায় ব্যস্ত থাকে, সেই রূপ লঘুচেতা ক্ষুদ্র দর্শী লোকে ঈশ্বরের প্রেমামৃত পানে অধিকারী না হইয়াই সামান্য বিষয় ভোগে তৃপ্ত থাকে এবং সর্ব্বদা ক্ষুদ্র বিষয়েরই প্রার্থনা করে। যে বিষয়াসক্ত পুরুষ সর্ব্বদা বিষয় রসেই মগ্ন থাকিতে বাঞ্ছা করে সে যদি সাধন বলে একবার সেই পূর্ণানন্দ পুরুষের অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব প্রীতি রসের আস্বাদ পায় তাহা হইলে কি আর সে কোন রূপেই তাঁহা বিস্মৃত হইতে পারে? তাহার মন অবশ্য সেই অনির্ব্বচনীয় প্রেমামৃত পান করিতেই উদ্যত হয় এবং সে তজ্জন্য পৃথিবীর সকল সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হয়। যে ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা বিষয় রস ভোগ, বাক্য দ্বারা ও সেই রস চর্ব্বিতচর্ব্বণ এবং মনেতেও বিষয় রস চিন্তন ব্যতীত ক্ষণ কালের জন্যও অন্য কোন বিষয়ের অনুশীলন করে না, যে ব্যক্তি দিবানিশির মধ্যে একবার ভ্রমেও ঈশ্বরের তত্ত্ব রসের আলাপ করে না, তাঁহার মহিমা চিন্তন পুর্ব্বক তাঁহাতে একবার মনোভিনিবেশ করে না এবং বাক্যেতেও একবার তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে না, সে ব্যক্তি কি প্রকারে অনুপম ঈশ্বর তত্ত্বের পরিচয় পাইবে এবং কিরূপেই তাহার তৎপ্রেমামৃত পানে প্রবৃত্তি হইবে। মনুষ্যের

এই রূপ প্রকৃতি যে, যে বিষয় সর্ব্বদা অনুশীলন করা যায় তাহাই অধিক আয়ত্ত হয় এবং যাহা নিত্য নিত্য অভ্যাস করা হয় তাহাতেই বিশেষ অধিকার জন্মে। আমরা বালক কাল হইতে যেরূপ বিষয় জ্ঞানের উপদেশ পাই, বিষয় লইয়া অনুশীলন করি এবং বিষয় রসের চিন্তা করি, যদি তদনুসারে জগদীশ্বরের অপূর্ব্ব তত্ত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হই এবং তাঁহার তত্ত্বানুশীলন করা অভ্যাস করি, তাহা হইলে বিলক্ষণ দেখিতে পাই, যে তাঁহার সেই সুধাতুল্য অসামান্য প্রীতি রসের নিকট সামান্য বিষয় সম্পদ কিছুমাত্র বোধ হয় না, তাঁহার প্রেমামৃত পান জনিত অপূর্ব্ব সুখের নিকট বিষয় ভোগ জনিত সুখ; সুখ বলিয়াই গণ্য হয় না এবং তাঁহার সেই পূর্ণ স্বরূপের নিকট এজগৎ পদার্থ বলিয়াই অনুভূত হয় না। এই বিষয়ে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এখনি প্রমাণ পাইবেন। তিনি প্রতিদিন যথা নিয়মে জগদীশ্বরের তত্ত্ব রস আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লাভ করুন, প্রত্যহ নিয়মিত রূপে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি দয়া প্রীতি প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় মহিমা সকল চিন্তা করিয়া তাঁহাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করুন এবং প্রতিক্ষণে হৃদয় ধামে সেই সর্ব্বসাক্ষি সনাতন পুরুষকে বর্ত্তমান রূপে প্রত্যক্ষ করুন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় স্থিত প্রেমধারা আপনা হইতে উত্থিত হইয়া সেই অনন্ত প্রীতির সাগর জগদীশ্বরে প্রবাহিত হইবে এবং তাঁহার মন সেই অনুপম প্রেম রসের আস্বাদ পাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাই ভোগ করিতে ব্যস্ত হইবে সংসারের সকল সুখই তাঁহার নিকট সামান্যবৎ প্রতীয়মান হইবে এবং পার্থিব সকল সম্পদ তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হইয়া উঠিবে। তিনি উক্ত রূপে যত পরমার্থ রসের অনুশীলন করিবেন ততই তাঁহার মনে নূতন নূতন ইন্দ্রিয় সকল প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে, তিনি যেরূপ কখন দেখেন নাই তাহাই দেখিবেন, যে রস কখন আস্বাদন করেন নাই, তাঁহারই আস্বাদ প্রাপ্ত হইবেন এবং যে সুখ কখন ভোগ করেন নাই সেই সুখ উপভোগ করিবেন। তিনি অন্তরে যেমন শত শত নূতন বিষয় প্রত্যক্ষ

করিয়া নব সুখের আস্বাদ পাইবেন, সেই রূপ বাহ্যেতেও এ জগৎ তাঁহার নিকট নূতন রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে নূতন সুখ প্রদান করিবে। তিনি দিবাকরের নূতন শোভা সন্দর্শন করিবেন, নক্ষত্র মণ্ডলের নূতন ভাব নিরীক্ষণ করিবেন, এবং নদী নির্ঝর বন উপবন গিরি গুহা প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থকে নববেশে শোভিত দেখিবেন। তিনি কোকিলাদি সুরব বিহঙ্গ কুলের মধুর স্বর শ্রবণ করিয়া অপূর্ব্ব সুখ আস্বাদন করিবেন এবং সুগন্ধ কুসুম চয়ের সৌরভও তাহাকে নূতনানন্দ প্রদান করিবে। তিনি জনক জননী আত্মীয় সুহৃৎগণকেও অভিনব ভাবে অবলোকন করিবেন, এবং যাবতীয় মনুষ্য জাতির সহিত তাঁহার এক নূতন সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইবে, তিনি ইহ জন্মেই জন্মান্তর প্রাপ্ত হইবেন এবং ইহ লোকে বাস করিয়াই লোকান্তর বাসের সুখাস্বাদন করিবেন। কিন্তু এই প্রকার অলোক সামান্য সুখ ভোগ নিতান্তই যত্ন সাপেক্ষ, বিনা যত্নে মনুষ্য কখনই এ প্রকার অপূর্ব্ব সুখ ভোগে অধিকারী হইতে পারে না। এই রূপ সুখ ভোগ করিতে হইলে, যথা নিয়মে প্রেমময় পবিত্র পুরুষের পরিচয় পাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বদা মনোমধ্যে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য ও অসামান্য মাধুর্য্য আলোচনা করা উচিত। পৃথিবী মধ্যে কত স্থানে কত প্রকার সুন্দর পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কত স্থানে কত শত সদ্গুণ-সম্পন্ন সাধু পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু যাবৎ ঐ সকল পদার্থাদি কাহারও প্রত্যক্ষ গোচর না হয়, তাবৎ কি কোন ব্যক্তিরই তাহাতে প্রীতি বা আদর জন্মে? যখন যে ব্যক্তি ঐ সদ্গুণ বা সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার করে, তখনি সে তাহাতে মগ্ন হইয়া যায়। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মনুষ্য যে পর্য্যন্ত জগদীশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারে তাবৎ কোন রূপেই তাঁহাতে প্রীতি করিতে সমর্থ হয় না, যে চিত্তে তাঁহার অনুপম তত্ত্ব প্রতিভাত না হয়, সে মন হইতে কি রূপে তাঁহার প্রতি প্রীতি উত্থিত হইবে।

পূর্ণ সত্য পদার্থের প্রত্যক্ষ লাভ করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে, উহা মনুষ্য মাত্রেরই পক্ষে সম্ভব। যে ব্যক্তি যথাবিধি

সাধন করে, সেই তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। ইহা সত্য বটে, যে অনির্ব্বচনীয় পরম পুরুষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কোন জড় পদার্থের ন্যায় নহেন, কিন্তু ইহা বলিয়া তিনি যে কোন রূপেই আমাদিগের প্রত্যক্ষ যোগ্য নহেন, এমন নহে, জড় পদার্থ ভিন্ন যে আর কোন প্রকার পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিতে পারা যায় না ইহা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। মন দ্বারা তাঁহার অসীম জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অপার করুণার বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার অনুপম তত্ত্বে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিলেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, এবং অনায়াসেই তাঁহার প্রীতি রসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া মানব জন্মকে সফল করিতেও সমর্থ হয়, এ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মহিমা কলাপেই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং সমস্ত সংসার তাঁহারই প্রেমামৃত দ্বারা অভিষিক্ত রহিয়াছে, আমরা কেবল আলস্য করিয়া তাহা পান করিতে ত্রুটি করি। তিনি আপন সন্তান গণকে তাঁহার প্রীতিরূপ অমূল্য সুধা বিতরণ করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু আমরা সেই "মহান নাদের প্রতি বধির হইয়া রহিয়াছি" আমরা যদি তাঁহার আভ্যন্তরিক সকরুণ শব্দের প্রতি শ্রুতিপাত করিয়া তৎপথ অবলম্বন করি, তাহা হইলে অনায়াসেই তাঁহার তত্ত্বরস পান করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে পারি।

সুখ-নিধান জগদীশ্বরের অমৃত তত্ত্ব পান করিবার যে সকল পথ আছে, আমাদিগের এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম তাহার একটি প্রধান পথ। যাহাতে মনুষ্য জাতি চিত্ত ক্ষেত্র পবিত্র করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের প্রীতির বীজ বপন করিতে পারে এবং সেই বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিয়া তৎফলাস্বাদনে অধিকারী হয়, সেই উদ্দেশেই এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশেই এই ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা অনুপম পরমার্থ রস পান করিয়া মনুষ্য জন্মকে সফল করিতে ইচ্ছা করেন এবং সংসার মধ্যে জগদীশ্বরের প্রীতি রস প্রচার করিতে অভিলাষ রাখেন এবং নিত্য কল্যাণকর পরমার্থ তত্ত্বকে পৃথিবীর সকল সম্পদ অপেক্ষা গরিষ্ঠ জানেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতি-সাধনে নিয়ত যত্ন-

বান্ হওয়া ও কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করা তাঁহাদিগের নিতান্ত উচিত। কেবল বাক্যেতে পরমার্থ তত্ত্বের প্রশংসা করিলেই কিছু ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ পায় না এবং কেবল বাক্য দ্বারাও উহার ফল সিদ্ধি হয় না, যাহাকে আমরা সকলের সার এবং সকল হইতে মহৎ বলিয়া অঙ্গীকার করি, তাহাতে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা করা নিতান্ত উচিত এবং তাহার প্রতি সকল বিষয় অপেক্ষা অধিক যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমরা যদি উৎকৃষ্ট বিষয়ে অবহেলা করিয়া সর্ব্বদা সামান্য বিষয়েতে রত থাকি, তাহা হইলে কি আমাদিগের কিছুমাত্র মহত্ত্ব থাকে? অতএব যে ধন আমাদিগের নিত্য কালের সংস্থান যে বিষয় আমাদিগের চিরদিনের অবলম্বন এবং যাহা আমাদিগের ইহ পর লোকের সুখের কারণ, সংসারের সমস্ত ধন অপেক্ষা তাহাই উপার্জ্জন করা আমাদিগের উচিত, সেই বিষয় সযত্নে সংস্থাপিত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য, এবং সেই সম্পদ সাধন করাই আমাদিগের বিধেয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৯ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

আহা! অদ্য কি আনন্দের দিন! যে দিনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা মাসাবধি মানস-রসনায় উৎসবরসের স্বাদ গ্রহ করিয়াছি, যে দিনের সমাগম প্রত্যাশায় নিরন্তর উৎসাহ-কাননে বিচরণ করিয়াছি, আহ্লাদ সমীরণ সেবন করিয়াছি, সুবিমল সুখ-পুষ্পের ঘ্রাণ লইয়াছি; সেই মহোৎসবের দিন অদ্য উপস্থিত। হে ব্রাহ্মগণ! হে ভ্রাতৃবর্গ! আমাদিগের পরম আশা নিবন্ধন ব্রাহ্ম-সমাজ অদ্য অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া এক অভিনব বর্ষে প্রবেশ করিলেন। অতএব তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত দূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—যে উদ্দেশে জন্ম হয় তাহার কি পর্য্যন্ত সিদ্ধি হইয়াছে, তাহার প্রতি লোকের

কি পর্য্যন্তই বা আস্থা জন্মিয়াছে ; সকলে এক মত হইয়া একবার সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচন কর। যদিও দেখিতে পাও এ কাল পর্য্যন্ত মহতী আশা-তরুর অনুরূপ ফল লাভ হয় নাই, তথাপি তোমাদিগের একেবারে ভগ্নোদ্যম বা ম্রিয়মাণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কোন মহোচ্চ ভূধরের শিখরভাগে যেমন অল্প সময়ে অনায়াসে আরোহণ করা সাধ্য হয় না, অসীমবৎ প্রতীয়মান সমগ্র ভূমণ্ডল মধ্যে আশু পরিভ্রমণ করা যেমন সম্ভাবিত হয় না, অথবা কোন বিদ্রোহযুক্ত বিশৃঙ্খল রাজ্যে শান্তি স্থাপন ও শৃঙ্খলা বন্ধন করা যেমন কোন ক্রমেই অবিলম্বে সম্পন্ন হয় না, সেই রূপ তোমাদিগের অনুপম অসামান্য সমাজের মহান্ উদ্দেশ্যও অচিরেই সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে তোমাদের ভগ্নোদ্যম হইবারই বা বিষয় কি? তোমরা যে মহীয়সী ধর্ম্ম পদবী অবলম্বন করিয়াছ, যে অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড চরাচর-ব্যাপী নির্ব্বিকল্প কল্প তরুর আশ্রয় লইয়াছ, তাহাতে তোমাদিগের কস্মিন্ কালেও নিরাশ তাপে সন্তাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। চাতকেরা যেমন ধরাতল পতিত জলপানে পরিতৃপ্ত না হইয়া নীরদ দেয় নীর ধারার প্রতীক্ষা করতঃ অন্তরীক্ষ প্রতি প্রতিক্ষণ নিরীক্ষণ করে, অথবা যেমন সুদুস্তর চির রোগাক্রান্ত, নিয়ত ঔষধ সেবন দ্বারা অতি মাত্র ব্যাকুলিত চিত্ত মানবেরা, রোগাবসানে বাসনানুরূপ আহার বিহার করিতে পারিবে মনে করিয়া প্রত্যাশাপন্ন থাকে, কিম্বা কোন সঙ্কীর্ণ, অসমতল, পঙ্কিল পথে পতিত হইলে পথিকেরা যেমন অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইয়া প্রশস্ত পরিশুষ্ক মার্গে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মনের সাধে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিবে বলিয়া আশা করে, অথবা কোন দুর্ভিক্ষ-দেশবাসী ব্যক্তিরা জীবিকা নির্ব্বাহার্থে দারুণ কষ্ট ভোগ করতঃ, ভাগ্যক্রমে কখন বসুমতী অভিমত ফলশালিনী হইলে প্রচুর প্রমাণে ভোজ্যাদি দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হইবে বলিয়া যেমন আশ্বস্ত থাকে, সেই রূপ তোমরা সংসারের কুটিল-চক্রে পতিত থাকিয়া অশেষ ভ্রান্তি সঙ্কুল স্বজাতীয় জীব বর্গের বহুবিধ কুসংস্কার বিষে নিরন্তর জর্জ্জরীভূত হইয়া দুর্বিষহ বিষম

যন্ত্রণা পুঞ্জ অহরহঃ সহ্য করিলেও কোন না কোন সময়ে সেই সর্ব্বতাপ-হারী কৃপাসিন্ধু পরম বন্ধুর সহবাস জনিত অনুপম আনন্দ রসের আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবার অবশ্যম্ভাবিনী আশা সাগরে যে সন্তরণ করিতেছ, তাহাতে আর সংশয় কি? পরম কারুণিক সর্ব্বমঙ্গলাশ্রয় বিশ্বাধিপতি তোমাদিগকে যে গরীয়সী প্রকৃতি প্রদান করিয়া এই ধরা-রাজ্যের নিবাসী করিয়াছেন, তোমরা এই স্থির কল্যাণ ধারা-বর্দ্ধক সমাজে সম্বদ্ধ হইয়া তাহারই অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। শত শত দুর্ব্বোধ দুরাশয় পামরেরা তোমাদিগকে এই শ্রেয়সী প্রবৃত্তি হইতে পরাঙ্মুখ করিবার নিমিত্ত কত যত্ন পাইয়াছে, কত কুহকজাল বিস্তার করয়াছে, কত নিন্দা, কত বিদ্রূপ, কতই বা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, বলা যায় না; কিন্তু তোমরা প্রবল বাতাহত মহীধরের ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া তৎসমুদায়ে দৃক্‌পাত মাত্রও কর নাই, বরং শত গুণ সাহস ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে সংকল্পিত কার্য্য সাধনে নিয়ত আগ্রহান্বিত ও যত্নবান্ রহিয়াছ। যাহারা নিতান্ত অল্প প্রাণ ও দুর্ব্বল প্রকৃতি, তাহারাই উত্তরকালে বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কায় সাহস করিয়া কোন শুভকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না; আর প্রবৃত্ত হইয়াও যাহারা ব্যাঘাত দর্শনে নিরস্ত হয়, তাহাদিগকে মধ্যম প্রকৃতি বলিয়া গণ্য করা যায়; কিন্তু যাঁহারা তোমাদিগের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ব্যাহত হইয়াও অবিচলিত চিত্তে সমারব্ধ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই উত্তম প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। একাল পর্য্যন্ত তোমাদিগের অসীম উৎসাহের যথোপযুক্ত ফল দর্শে নাই বটে, কিন্তু এই শুভ সংকল্প ব্রাহ্ম-সমাজ নিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তোমাদিগের জন্ম ভূমি যেরূপ বিরূপ অবস্থায় ছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বিস্তর বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই। তৎকালে যে সকল অমানবোচিত গর্হিত আচার ব্যবহারাদি প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায়ের অপেক্ষাকৃত অনেক সংশোধন হইয়া আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত যদিও ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিপরীত ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে বটে,

কিন্তু এ ক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তনের বিস্তর উপায় হইয়াছে বলিতে হইবে। পূর্ব্বে এই অখিল বিশ্ব-রাজ্যের একমাত্র সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ কর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তৃ পরম পুরুষের সত্তা ও স্বরূপ প্রায় অধিকাংশেরই বোধগম্য হইত না, সকলেই তৃণ কাষ্ঠাদি বিরচিত মূর্ত্তি বিশেষকে জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা জ্ঞান করিত। কিন্তু এ ক্ষণে একমাত্র নিরবয়ব নির্ব্বিকার নিত্য পুরুষ ব্যতীত আর কেহ যে এই দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চের প্রভু হইতে পারে না, তাহা অনেকেরই প্রতীতি হইয়াছে। পূর্ব্বতন মানবগণের কলুষিত মানস-দর্পণে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতেই পারিত না, কিন্তু ইদানী অনেকানেক মহাত্মা লোক অবিকল্পিত ব্রহ্ম স্বরূপের মনন ও অনুধ্যানে অধিকারী হইয়াছেন। অধুনা অনেকানেক পুণ্য ক্ষেত্রে অমৃত-ফলপ্রদ ব্রাহ্ম-সমাজ বৃক্ষ রোপিত হইয়া উৎসাহ-বারিসেকে সম্বর্দ্ধিত ও বহুল বিমল সুখাশা কিশলয়ে বিভূষিত হইতেছে, বিষম বিষয় চিন্তা জনিত নিরতিশয় শ্রমহারিণী ব্রহ্মানন্দ ছায়া ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইতেছে এবং কুসংস্কার রূপ বিষলতা সকল জ্ঞান মিহিরাতপে ক্রমশঃ পরিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ভারত রাজ্যের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ বঙ্গ ভূমি মধ্যে অদ্যাপি অসংখ্য কুপ্রথা সকল বিলক্ষণ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বের মত আস্থা আর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাদের অবিবেক কর্ষিত হৃদয় ক্ষেত্রে কুসংস্কার রূপ কণ্টক বৃক্ষ অতিমাত্র বদ্ধমূল হইয়া আছে, যাহারা জীবনাবধি কুব্যবহারে তদ্গতচিত্তে প্রীতি বন্ধন করিয়া আসিয়াছে, কেবল তাহারাই ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া তত্তৎ কুপ্রথাকে পরম পুরুষার্থ সাধক জ্ঞান করিয়া তাহাতে রত রহিয়াছে, নতুবা যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের উদ্রেক হইয়াছে, যাহারা মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে সদসদ্বিবেচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে, সত্য-ভানুর সুবিমল আলোক দ্বারা যাহাদিগের হৃদয় ভূমি উত্তরোত্তর উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহারা আর কোন ক্রমেই অজ্ঞানের কার্য্যকে অভ্রান্ত ধর্ম্ম মূলক বলিয়া বোধ করে না। এ ক্ষণে অনেকে বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ বিমল জ্ঞানগর্ভ অশেষ বিধ গ্রন্থাদি

পাঠ দ্বারা চিত্তের মালিন্য পরিহার পূর্ব্বক অবিকল্পিত প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্মাববোধে সমর্থ হইয়াছেন এবং একমাত্র চৈতন্যময় পরব্রহ্ম স্বরূপে স্বয়ং বিশ্বাস করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকেও তাহাতেই দীক্ষিত করিতে যত্ন পাইতেছেন।

এই সমস্ত ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে অভিনব বিবেকাস্ত্রধারে বঙ্গদেশীয় অশেষ কুসংস্কার পাশের যে উত্তরোত্তর ছেদন হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিমল বুদ্ধি সচ্চরিত্র লোক সকলের সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে যেমন অভিরতি হইতেছে, সেই রূপ উহার আনুসঙ্গিক ফল স্বরূপ স্বদেশের বিগর্হিত আচার পদ্ধতির পরিশোধন দ্বারা সামাজিক উৎকর্ষবিধানেও যত্নাধিক্য হইতেছে। উত্থানশীল ধর্ম্ম-মিহিরের বিমল জ্যোতিঃ যত বিকীর্ণ হইতেছে, ততই ভ্রমান্ধকার তিরোহিত হইয়া সদাচার মার্গের প্রকাশ হইতেছে। এ ক্ষণে যে কোন মতিমান্ ব্যক্তি পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের কিছুমাত্র মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি প্রবঞ্চনাকে অবশ্যই অবমাননা করেন; বিশুদ্ধ সত্য ব্রতাবলম্বনে তাঁহার অবশ্যই বাসনা হইয়াছে; ছদ্মবেশের উপরে তাঁহার অবশ্যই বিদ্বেষ জন্মিয়াছে, এবং সাধ্যানুসারে পরমার্থ সাধন করা যে মনুষ্যের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ইহা তাঁহার অবশ্যই বোধগম্য হইয়াছে। এই রূপে সাংসারিক সদ্ব্যবহার প্রতিরোধী কাপট্য অসারল্যাদি জঘন্য ভাব সমুদয়ের তিরোভাব হইলে লোকের কল্যাণ বৃদ্ধি ব্যতীত যে কোন মতেই অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে স্ত্রীগণের সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকায় দেশে যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট প্রবাহ প্রবল ছিল, তাহা কাহারো অবিদিত নাই, কিন্তু এ ক্ষণে অনুমরণ দূরে থাকুক বিধবা রমণী গণের পুনঃ পরিণয় হইবারও উপায় হইয়াছে। ন্যায়ানুগত বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে এবং বিধবা গর্ভজাত পুত্র কন্যা গণের পৈতৃক বিষয় প্রাপ্ত হইবার প্রতিপোষক রাজ নিয়ম নিবদ্ধ হইয়া তাহার পথ বিলক্ষণ পরিষ্কৃত করিয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে সমুদায় দেশ মধ্যে এই উদ্বাহ-তত্ত্ব-শোধিনী রুচির প্রথাটি প্রচ-

রূপ হইলে ব্যভিচার ভ্রূণ হত্যাদি ভয়ঙ্কর অনিষ্টরাশি বিনষ্ট হইয়া জন সমাজের যে কত দূর মঙ্গলোন্নতি সম্ভাবিত হইতে পারিবে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

অন্যান্য বিষয়ক উন্নতির কথা আর কি উল্লেখ করিব, আমাদিগের গৌড়ীয় ভাষা বিষয়ে একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখ। পূর্ব্বে যবনাদি ভাষা সংশ্লিষ্ট হওয়ায় বাঙ্গলা ভাষার যে কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা ছিল, তাহা সকলেই বিশেষ রূপে অবগত আছেন। নানা ভাষায় বিকৃত হওয়ায় উহার এতাদৃশ রূপান্তর হইয়াছিল, যে উহাকে না পারসী না হিন্দী না বাঙ্গালা; কিছুই বলা যাইত না। একাল পর্য্যন্ত প্রকৃত সাধুভাষার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি ও উচিতমত প্রচার না হওয়ায় উক্ত রূপ বিচিত্র ভাষাই অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাজকীয় কার্য্য সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার আবশ্যক করে, তাহা প্রায়ই ঐ রূপ ভাষায় লিখিত হয়। যাহা হউক এ ক্ষণে গৌড়ীয় সুললিত ভাষার দিন দিন যাদৃশ উন্নতি হইতেছে, এবং গণিত সাহিত্যাদি বিবিধ বিদ্যা সংক্রান্ত যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ উহাতে অনুবাদিত ও রচিত হইতেছে, তাহাতে অস্মদ্দেশীয় জনগণের অচিরেই জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইবে, সন্দেহ নাই। এই সমস্ত ব্যাপারই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুমোদিত ও অঙ্গভূত। এ সমুদায় সম্পন্ন হইলে বঙ্গভূমি যে কি অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে বিভূষিত হইবে, বলিতে পারি না। হে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর! কত কালে আমাদিগের উক্ত মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, তুমিই জান। হে ব্রাহ্মগণ! এই সকল বিষয় পর্য্যালোচন পূর্ব্বক একবার অনুধাবন করিয়া দেখ, আমাদিগের মহতী আশার উত্তরোত্তর কত প্রকার আস্পদই উপস্থিত হইতেছে। এই সকল আশাস্থল অবলম্বন করিয়া আমরা যেরূপ অনুপম আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকি, অদ্যই তাহা সবিস্তর প্রকাশ করিবার উপযুক্ত দিন। আমরা সাধ্যমতে সকলে এই রজনীতে এই সমাজ মন্দিরে সমবেত হইয়া এই রূপ আনন্দই চিরকাল ব্যক্ত করিতে থাকিব, কিন্তু আহ্লাদ প্রকাশের

সঙ্গে সঙ্গেই আমাদিগকে বিষাদাশ্রু মোক্ষণ করিতে হইবে। যে পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের প্রসাদে আমাদিগের উক্ত রূপ আনন্দ লাভে অধিকার হইয়াছে, যাঁহার বুদ্ধি কৌশলে ও উৎসাহ প্রভাবে এই বিস্তীর্ণ ভারত রাজ্যের যুগান্তর উপস্থিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, যিনি এই ব্রাহ্ম-সমাজ রূপ মহা বৃক্ষের রোপণ কর্ত্তা, তিনি যে আমাদিগের আশানুরূপ দীর্ঘজীবী হইয়া ইহার উপযুক্ত ফল দর্শন করিতে পারেন নাই, ইহাই আমাদের অত্যন্ত বিষাদের স্থল। তাঁহার অনুষ্ঠিত কল্যাণকর কার্য্য সমূহ দ্বারা জন সমাজের যে রূপ উন্নতি হইতে পারিবে ও একান্ত দুর্দ্দশাপন্ন বঙ্গ দেশের যাদৃশ পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা আছে, তিনি জ্ঞাননেত্র দ্বারা তাহা অগ্রেই অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়া যে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু আর কিছু কাল জীবিত থাকিয়া বাহ্য নয়নে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে যে কতদূর পরিতৃপ্ত হইতেন, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি করাল কালকবলে অকালে পতিত না হইয়া যদি একাল পর্য্যন্ত সংসারধামে বিরাজমান থাকিতেন, তাহা, হইলে, এ ক্ষণে আমাদিগের সামাজিক উৎকর্ষের যে কিছু চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহার বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারিত, তাহার সন্দেহ নাই। জননি বঙ্গ ভূমি! তুমি লক্ষ লক্ষ প্রেমাস্পদ পুত্র বিয়োগেও যাদৃশ শোক তাপ প্রাপ্ত হও নাই, তাহা এক রাম-মোহন রায় রূপ পুত্রের বিচ্ছেদে বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছ। হা ধর্ম্ম! তুমি রামমোহন রায় মরণে যথার্থ বান্ধব বিহীন হইয়াছ!

রামমোহন রায় অসামান্য ধীশক্তি প্রভাবে অপার শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বীজ স্বরূপ এই যে অমূল্য রত্নের উদ্ধার করিয়াছেন,

"ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্ব-মসৃজৎ।

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবা-দ্বিতীয়ং।

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।'

একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" *

কস্মিন্ কালেও ইহার আর প্রভাহীন হইবার সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী মধ্যে যে পর্য্যন্ত সত্যের সমাদর থাকিবে, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের হৃদয় সিংহাসনে বিবেক-রাজের অধিষ্ঠান থাকিবে, যে পর্য্যন্ত অনন্ত বিশ্বরাজ্যের বিলয় দশা উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা মানব প্রকৃতিকে অবশ্যই বিভূষিত করিবে, সন্দেহ নাই। এক রাত্রিতে এই অনুপম পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম বীজের সবিশেষ মর্ম্ম প্রকাশ করা কদাচ সম্ভাবিত নহে; তবে শ্রোতৃগণের কুতুহল নিবারণার্থে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করা বিধেয় বিবেচনায় কিঞ্চিৎ বিবরণ করা যাইতেছে। এই অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই ছিল না, তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় ঐশীশক্তি প্রভাবে সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি যে কোন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলই বিনশ্বর, কিন্তু তাঁহার আর কোন কালেই ধ্বংস হইবার প্রসক্তি নাই; তিনি কূটস্থ নিত্য, তিনি যেমন কালের ব্যাপ্য নহেন তেমনি দেশেরও ব্যাপ্য হইতে পারেন না, তিনি সকলেরই ব্যাপক, সকলেরই নিয়ন্তা, সকলেরই আশ্রয়, তাঁহার মহিমারও সীমা নাই, জ্ঞানেরও ইয়ত্তা নাই, নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণই তাঁহার সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য এবং অখিল চরাচর মধ্যে যে কিছু কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, সকলই তাঁহার জ্ঞানগম্য, তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, ও স্বতন্ত্র, তিনি অবয়ব শূন্য, একমাত্র দ্বৈত বর্জ্জিত, তাঁহার ঈদৃশ নির্ব্বিকল্প স্বরূপের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই, তিনি পূর্ণ স্বরূপ, উপমা রহিত।

---

* এ চারিটি বীজ রামমোহন রায়ের উত্তর কালে রচিত হয়; ভ্রম বশতঃ রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কি ইহকালে কি পরকালে যে কোন বিষয় আমাদিগের প্রকৃত মঙ্গলের হেতু বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, একমাত্র তাঁহারই উপাসনা তাহার নিদান। তাঁহার উপাসনাও কোন প্রকার কষ্ট সাধ্য নহে; তাঁহার প্রতি একান্ত নিশ্চল প্রীতি এবং যে কার্য্য তাঁহার অভিপ্রেত ও প্রিয় বলিয়া নিশ্চিত হয়, তাহা সম্পন্ন করাই তাঁহার উপাসনা। এতাদৃশ অনায়াস সাধ্য পরিশুদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব যে উদার চরিত মহাপুরুষ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাঁহার আন্তরিক প্রযত্নে আমাদিগের সর্ব্ব প্রকার দুরবস্থা শোধনের সূত্রপাত হইয়াছে, তাঁহাকে কি আমরা কোন কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব? তাঁহার মৃত্যু জন্য বিলাপ করিতে ও তাঁহার অশেষ গুণ সমূহের কীর্ত্তন করিতে কি আমরা কখনও নিরস্ত হইতে পারিব? কদাচ নহে। তাঁহার নিকটে আমাদিগকে যাবজ্জীবন অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা পাশে অবশ্যই আবদ্ধ থাকিতে হইবে। কালক্রমে আমরা স্বজাতীয় বিবিধ কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া চির সঞ্চাত কলঙ্ক সকল নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইলে, ও সভ্যতার উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়া মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিতে পারিলেও, কোন অনির্দ্দেশ্য সুখের অবস্থায় অবস্থিত হইলেও, রামমোহন রায়ই যে এসমুদায়ের মূলীভূত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার মরণোত্তর কালে এই ব্রাহ্মসমাজ নিরাশনীরে নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে দেব প্রতিম যে মহোদয় ব্যক্তি, আপন অকপট সত্য-প্রিয়তা গুণে ইহার হস্তাবলম্বন হইয়াছিলেন, যিনি অসীম উৎসাহ প্রকাশ পূর্ব্বক ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনিও আমাদিগের স্মৃতি পথ হইতে কদাপি অন্তর্হিত হইতে পারিবেন না। তাঁহার নিকটেও আমরা কোন কালে কৃতজ্ঞতা ঋণে মুক্ত হইতে পারিব না। রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কীর্ত্তি কলাপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও অনুপম গুণ সমস্ত কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

হে পরমাত্মন্! হে বিশ্বপতে! তোমার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, কি বিচিত্র করুণা! কি ধরাতল কি নভোমণ্ডল সর্ব্বত্রই তোমার মহিমারাগ সমস্ত রঞ্জিত রহিয়াছে; সর্ব্বত্রই তোমার অনন্ত করু-

ণার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আমরা যে দিকে নেত্রপাত করি কেবল তোমার অপার মহিমারই নিদর্শন নিরীক্ষণ করি, যে দিকে কর্ণ পাত করি কেবল তোমারই গুণ গান শ্রবণ করিতে থাকি, যে কোন ভক্ষণীয় পদার্থ রসনা সংযুক্ত করি, কেবল তোমারই করুণা রসের আস্বাদন পাই। কি শ্যামল দূর্ব্বাদল, কি মহোন্নত মহীধর, কি সামান্য দীপ শিখা, কি গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ পুঞ্জ, সকলই কেবল তোমার অনন্ত শক্তির নিদর্শন। তুমি উদার কারুণ্য গুণে আমাদিগের প্রার্থনা করিবার কিছুই অপেক্ষা রাখ নাই, প্রার্থয়িতব্য বিষয় সকল অগ্রেই প্রদান করিয়াছ। তবে এই একমাত্র প্রার্থনা, কুমতির পরামর্শে তোমাকে প্রীতি করিতে যেন কখনই আমাদিগের বিরতি না হয় এবং সংসার মধ্যে কোন্ কার্য্যটি তোমার প্রিয়, কোন্‌টি বা অপ্রিয়, তাহার সম্যক্ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া আমরা যাবজ্জীবন যেন মনুষ্যের সমুচিত সাধুপথে সঞ্চরণ করতঃ কৃতার্থ হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৯ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

তৃতীয় বক্তৃতা।

হে বিশ্বপিতা বিশ্বেশ্বর! তুমিই সমস্ত বিশ্বের-সৃষ্টি-স্থিতি ভঙ্গের মূল কারণ। যখন ভক্তজনের মানস-মন্দিরে তোমার জ্ঞান-প্রভা উদয় হয়, তখন এই পরিদৃশ্যমান ভূলোক ও সমস্ত দ্যুলোকের চিত্তচমৎকারিণী পরম রমণীয় শোভা কতই আনন্দের কারণ হয়। হে নাথ! তোমার জ্ঞান অভাবে এ সমস্তই ব্যর্থ ও মহান্ অনর্থের হেতু হয়। হে স্বদেশীয় বান্ধব গণ! তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া তাঁহাতে প্রীতি ভক্তি সমর্পণ কর, আর মনুষ্যের কুটিল উপদেশ পথের পথিক হইও না। সংসারানল-সন্তপ্ত পুরুষ সেই অমৃতময়ের গুণ বর্ণনা ও গুণালোচনা করিয়া যেমন পরিতৃপ্ত হয়েন, এমন আর কিছুতেই হন না।

সকল সুখাকর জ্ঞানেন্দ্রিয় লাভ করিয়া—দুর্লভ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি সেই সর্ব্ব সুখদাতার প্রেমে মগ্ন না হয়, সে কি মনুষ্য ?

যেমন পিতার জীবন পুত্রদিগের সুখের নিমিত্ত, যেমন দয়াবানের জীবন অনাথের জন্য, সেই প্রকার ঈশ্বরের সদ্ভাব কেবল জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত। মনুষ্য পৃথিবীতে সহস্র সহস্র পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সে প্রকার সুখ লাভ করিতে পারেন না, যাহা তাঁহার প্রেমের প্রেমিক ব্যক্তি লাভ করিয়াছেন। যিনি যে পরিমাণে তাঁহার নিয়মানুগত হইয়া চলিবেন, তৎপরিমাণে তিনি সুখী হইবেন। তিনিই পুরাতন; তিনিই প্রজাদিগের মুক্তিদান জন্য মুক্ত হস্ত, সকলে মিলিয়া তাঁহারই পদে প্রণিপাত কর। যাঁহারা তাঁহা ব্যতীত অন্যকে উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তির আর অন্ত নাই "নেদং যদিদমুপাসতে" লোকে যাহা উপাসনা করে তাহা ঈশ্বর নয়। সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত এই বিচিত্র ভয়োদ্ভাবক সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর পথ নাই "নান্যঃ পন্থাবিদ্যতেঽয়নায়" মুক্তির জন্য অন্য আর উপায় নাই। তাঁহার স্মরণ শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে আত্মা পবিত্র হয়, তাঁহাকে প্রীতি করিলে এবং তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিলে ভ্রম পথের পথিক হইতে হয় না। আমাদিগের দেহ দ্বারা যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় বা বাক্য দ্বারা যাহা উচ্চারিত হয় অথবা মন দ্বারা যাহা আন্দোলিত হয়, উহা আত্ম প্রসাদের অবিরোধী হইলে আমরা সহজেই জ্ঞাত হইতে পারি যে ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতেছি, নতুবা তর্ক দ্বারা উহা নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। এই জগতের অধিকাংশ লোকেই ইতস্ততঃ বৃথা ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম পদবীতে পদার্পণ করিতেছেন, যিনি সকল প্রণয়ের আস্পদের প্রতি—সকলের কারণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করিয়া যথাসাধ্য তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছেন। তিনিই ধন্য, তিনিই যথার্থ পুণ্যবান। এরূপ মহাত্মা যদি সমস্ত ভূমণ্ডল নিজায়ত্ত করিতে পারেন, তথাপি, তিনি ধর্ম্মপদবী হইতে এক পদও

বিচলিত হয়েন না, তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয় সেই মহামহেশ্বরের জ্ঞান বারি পাইয়া একেবারে শীতল হইয়া গিয়াছে। যিনি সুধাময় পূর্ণচন্দ্রের সন্তাপ নাশিনী অমৃতময়ী চন্দ্রিকা পাইয়া আত্মাকে শীতল করিতেছেন, তিনি কি ইচ্ছা পূর্ব্বক অগ্নির প্রখর তাপে দগ্ধ হইতে বাসনা করেন? এখানে যাহা মনোহর জ্ঞান হয় ও যাহাতে প্রণয় স্থাপন করা যায় সে সমস্তই অচিরস্থায়ী। পূর্ব্বে যে সকল শ্যামবর্ণ নিবিড় কানন ফল পুষ্প উৎপাদন করিয়া ধরণীর উপকার ও শোভা সাধন করিয়াছিল এই শীতের প্রাদুর্ভাবে উহা নষ্ট প্রায় হইয়াছে, সকলের আনন্দ বর্দ্ধক বসন্ত ঋতুর সমাগমে যে সকল বিহঙ্গ দলের সুমধুর ধ্বনিতে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তাহাও কিঞ্চিৎ কালের জন্য। বর্ষা কালীন যে সকল স্রোতোবাহা নদী স্বীয় আনন্দ লহরী লীলা বিস্তার করিয়া মনুষ্যের মনশ্চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়াছে তাহাই বা কোথায়, আর যে সকল প্রশস্ত ক্ষেত্র শ্যামবর্ণ নবীন দূর্ব্বাদলে শোভিত ছিল, তাহা আর দেখা যায় না। কি আশ্চর্য্য! স্বভাবের কতই পরিবর্ত্তন! ইতি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, উহা আর নয়ন গোচর হয় না। এই শীত ঋতুর সমাগমে সকল বস্তুই শুষ্ক প্রায়, পৃথিবী যেন জরাজীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রূপ শত শত পরিবর্ত্তন দেখিয়া অজ্ঞলোক মনে করিয়া থাকে যে পুনর্ব্বার আর সে সুখের কারণ সকল উপস্থিত হইবেক না, কিন্তু উহা বাস্তবিক নয়, আবার সেই সৌভাগ্য বসন্ত আসিয়া সকলকে সুখী করিবে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

মনুষ্যের জীবনও ঐ নিয়মের অধীন, তিনিও কখন দুঃখী কখন সুখী, কখন ধনী কখন নির্ধন্; কিন্তু এই পৃথিবীতেই যাঁহাদিগের আশা বদ্ধ আছে তাঁহাদিগের মত হতভাগ্য আর কে আছে; যখন তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করিবেন, তখন কত শোচনা ও কত দুঃখ করিবেন। তিনি বিবেচনা করিবেন, যে আমি যে জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি, তাহা এই পর্য্যন্ত, আমি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি, উহার শেষ হইল, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, ধন, সৌভাগ্য সকল হইতে এক কালে বঞ্চিত হইলাম, আমার

আত্মা একেবারে ধূলিসাৎ হইল, এই রূপ তিনি কতই খেদ করিবেন। যিনি ন্যায়বান্ ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ে বিশ্বাস রাখেন, তিনি মৃত্যু সময়ে নূতন নূতন আনন্দ লাভের প্রত্যাশায় মহা আনন্দিত হয়েন, কারণ তিনি জানেন পৃথিবীর তাবৎ বস্তুই পরিবর্ত্তনের দুর্জ্জয় নিয়মের অধীন, অতএব তাঁহার আত্মার পরিবর্ত্তন মাত্র হইল, ইহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবার বিষয় কি? আর তিনি ইহাও জ্ঞাত আছেন যে পিপাসা থাকিলে জল থাকা যেমন সম্ভব, ক্ষুধা থাকিলে অন্ন থাকা যেমন সম্ভব, সেইরূপ সমস্ত জীবের উন্নতি হইবার যখন বাসনা আছে, আর সে বাসনা যখন এখানে পূর্ণ হয় না, তখন তাঁহার সে বাসনা অবশ্যই এককালে পূর্ণ হইবেক। পিতা কি উপযুক্ত পুত্রকে সমস্ত ধনের অধিকারী না করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন? আমাদিগের পরম পিতা সর্ব্বদাই আমাদিগকে করুণা বিতরণ করিতেছেন, তাচ্ছীল্য না করিলেই আমরা উহা লাভ করিতে সমর্থ হই। সেই পাপাবিদ্ধ জগদ্বিধাতা আমাদিগের এমত এক সময় উপস্থিত করিবেন, যে সময় আমাদিগের জ্ঞান তৃষ্ণা শান্তি পাইবেক, ধর্ম্ম তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইবেক, যে সময় আমাদিগের রোগ শোক দুঃখ তাপ পলায়িত হইবেক, যে সময়ে অখণ্ড শাশ্বত পূর্ণ সুখ, যে সময়ে যোগানন্দের উৎস—প্রেমানন্দের উৎস ক্রমাগত উৎসারিত হইতে থাকিবে।

হে জগৎ বিধাতঃ! আমি তোমার এক নিমিষের করুণা কি বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারি? তুমি আপাততঃ দুঃখ রাশি হইতে যে কত মঙ্গল বিধান করিতেছ, তাহাই বা কে বলিতে পারে। বিজ্ঞানই তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারে। যে খানে অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারকে অমঙ্গল পরিপূর্ণ বোধ করেন, সে খানে জ্ঞান চক্ষুঃ অমৃতময় মঙ্গলময় ফল প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। মহানিষ্টকর ভীষণ ভূমিকম্প, মহানর্থকর শস্যহর জল প্লাবন, মহা প্রলয়কারী প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, আগ্নেয় গিরির মহানিষ্ট সাধক দ্রবীভূত ধাতু প্রবাহ, প্রচণ্ড দাবানল, পর্ব্বতোপরি অসঙ্গত শীতল তুষার বৃষ্টি ও অসহ্য প্রচণ্ড সূর্য্য

কিরণ, এই আপাত পরিতাপী স্বভাব কার্য্য হইতে কত মঙ্গলই উৎপন্ন হইতেছে। ভীষণ ভূমি কম্পে ভূমি পরিষ্কৃত হয়, জল প্লাবনে নদী স্রোতস্বতীও দোষ শূন্যা হয়, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বায়ু পরিশুদ্ধ হয়, আগ্নেয় গিরি হইতে মহানিষ্টকর ধাতু রাশি নিঃসৃত হইয়া পর্ব্বত সমূহ উৎপন্ন করে, দাবানল হইতে অগ্নি সমূহ সমুৎপাদিত হইয়া বায়ু ও মৃত্তিকাকে দোষ শূন্য করে, তুষার বৃষ্টি পর্ব্বতোপরি ক্রমাগত পতিত হইয়া নদী সমূহ উৎপন্ন করে, এবং উহার জল একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় না, এবং প্রখর সূর্য্য কিরণে দেশ বিশেষে প্রচুর রূপে ফল শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া লোকের উপকার সাধন করে। হে মানব! এই সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশল কখনই তোমার বুদ্ধিগম্য নহে। তুমি যাহাতে কেবল বিশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ কর তাহার সমুদয়ই সুশৃঙ্খল, তুমি যাহাতে নিয়মের লেশমাত্রও দর্শন করিতে অসমর্থ, তাহা নিয়ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। তুমি যে কারণে তোমার স্রষ্টার প্রতি দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে তাঁহার অনুপম করুণাই প্রকাশ পায়। তুমি যাহাকে অমঙ্গলের কারণ জ্ঞান কর, তাহা সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধান করে! হে ব্রাহ্মগণ! আমরা দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে অসামান্য দুঃসহ ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা কত দূর সম্পন্ন করিয়াছি? আমাদিগের প্রযত্নে কি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ অমৃতময় তরু পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়াছে। আমরা উৎসাহের সহিত কি ধর্ম্ম যুদ্ধে পাপপিশাচীকে পরাজয় করিয়া এবং কুসংস্কার পাশ ছেদন করিয়া আমাদিগের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক করিয়াছি। আমরা মাতৃ অপেক্ষা গুরুতরা জন্ম ভূমি হইতে কি কুসংস্কার রূপ কণ্টকময়ী লতা সমূলে উন্মূলিত করিয়াছি। ভ্রাতৃ স্বরূপ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের হৃদয় কুটীর হইতে অজ্ঞান তিমির মোচন করিতে কত দূর সমর্থ হইয়াছি। যদিও এক্ষণকার সুশিক্ষিত ব্যক্তি বৃন্দের কুসংস্কার ক্রমে অপনীত হইতেছে, তথাপি যে অবস্থার প্রতি তাঁহাদিগের লক্ষ তথায় উপনীত হইতে অনন্ত কালের আবশ্যক। হে করুণানিধান বিশ্ববিধাতঃ! কত দিনে এদেশীয় লোকের অজ্ঞান তিমির মোচন

করিবে? কত দিনে ইহাঁরা তোমার অভিপ্রেত সুখ সৌভাগ্য লাভ করিবে? তুমিই সকলের মূল কারণ, অতএব সকলে ঐক্য হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক তোমাকে প্রণাম করিতেছি এবং অতি বিনীত ভাবে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৭৯ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

চতুর্থ বক্তৃতা।

অদ্য আমাদিগের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ, অদ্য কি সৌভাগ্যের দিবস। হে সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর! অদ্য তোমার মঙ্গল-ময় মূর্ত্তি আমাদিগের সকলের অন্তঃকরণকে আনন্দে পরি-পূর্ণ করিতেছে, এবং সম্বৎসরের মধ্যে যখন যে কিছু তোমার অভিপ্রায়ানুগত কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার শেষ পুরস্কার যে তোমার সাক্ষাৎলাভ, তাহার নিমিত্তে আমাদিগের সকলের মন উৎসুক হইতেছে। সম্বৎসর কাল সূর্য্য যে একাদিক্রমে আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে, চন্দ্রমা যে উদয় হইয়া মধ্যে মধ্যে জগৎকে পুলকে পূর্ণ করিয়াছে, নদী নির্ঝর যে দ্রুত ও মন্দবেগে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সঞ্চরণ করিয়াছে এবং পৃথিবীকে ভূষিত ও পবিত্রিত করিয়াছে, প্রাণিগণ যে অজস্র-কাল নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আর অধিক কি কহিব, এই অপরিমেয় জগতের অন্তর্গত সমস্ত বস্তু যে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়ম হইতে অদ্যাপি এক পরমাণু ও পরিচ্যুত হয় নাই, এ সকল তোমাভিন্ন আর কাহার ইচ্ছার প্রভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পৃথিবী যদিও ধ্বংশ হয়, সূর্য্য চন্দ্র যদিও অদৃশ্য হয়, নক্ষত্র সকল যদিও নির্ব্বাণ হয়, তথাপি তোমার অভিপ্রায় অনাদি কাল পর্য্যন্ত অটল ভাবে অবস্থিতি করিবে। ইহা কি তোমার অভিপ্রায় নহে, যে যেমন সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি তোমার অখণ্ডনীয় আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া অপ্রমাদে তোমার কার্য্য সাধন করিতেছে সেই রূপ আম-

রাও তোমার প্রদর্শিত পথে চিরদিন বদ্ধ থাকিয়া অকুতোভয়ে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করি। ইহা কি তোমার অভিপ্রায় নহে, যে এই লোকাকীর্ণ সমাজ-মন্দিরে আমরা যে কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত আছি, সকলেই একান্তঃকরণ হইয়া তোমার অধিষ্ঠান উদ্দেশে স্ব স্ব অন্তঃকরণের কবাট যুগপৎ প্রসারিত করি এবং তোমার অর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিয়া সংসার তরঙ্গের কোলাহল দূরীকৃত করি। তোমাকে বলিতে হয় না, যে আমরা যাহা একান্ত মনে ব্যক্ত করিতেছি, তাহাতে মুহূর্ত্তেক প্রণিধান কর। কারণ তুমি মহান্, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি অন্তর্যামী। তোমার কি মঙ্গলময়ী প্রকৃতি, তুমি বায়ুকে প্রেরণ করিতেছ; আলোক প্রভা বিকীর্ণ করিতেছ, আমাদিগের মনকে উন্নত করিতেছ, এবং আমাদিগের মনে এ প্রকার প্রণয়াঙ্কুর নিবেশ করিতেছ, যে তাহা প্রস্ফুটিত হইলে মনুষ্যে মনুষ্যে শত্রুতা থাকে না, সর্ব্বত্র সুখের সঞ্চার হয়, এবং পৃথিবীতে ও স্বর্গেতে কিঞ্চিন্মাত্র বিভিন্নতা থাকে না। যদি কাহারো মনে কুটিলভাব স্থান না পায়, যদি কাহারো উপর বিষদৃষ্টি না থাকে, যদি সকলে ঐক্য হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অপেক্ষা সুখের স্থান আর কোথায় সম্ভব হয়। পৃথিবীর এ অবস্থা কে না আকাঙ্ক্ষা করে। যে ব্যক্তি প্রতি দিবাভাগে সংসার পিশাচের সহিত দারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি প্রতি রজনীতে জগদীশ্বরের নিকট উক্ত অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার প্রার্থনা করেন। যে মহাত্মা ন্যায় পথে থাকিয়াও লোকের নিকট হইতে ক্রমাগত নিষ্ঠুর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ভাবিপূর্ণ অবস্থা সর্ব্বদা নয়নের পথে আবিষ্কৃত রাখিয়া অলৌকিক ধৈর্য্য আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনার সমস্ত জীবন সমর্পণ করেন। এই যে উন্নত এবং প্রখর আশার উৎস, হে জগদীশ্বর! তাহার তুমিই এক মাত্র প্রবর্ত্তয়িতা; অতএব তোমার অচিন্তনীয় মঙ্গল স্বভাব, তোমার প্রগাঢ় প্রীতি, তোমার সর্ব্বলোক পালনী শক্তি, এ সমস্তের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া বলিতেছি, যে তুমি বঙ্গদেশীয় লোকের মন হইতে কপটতা উন্মূলন কর, সকলের

মধ্যে পরস্পর যাহাতে ঐক্য নিবদ্ধ হয়, তাহার বিধান কর, সকলের মনে ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি চেষ্টা উদ্দীপন কর এবং সকলের মনে মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮০ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

যে সমস্ত সৎকার্য্য সংসাধন দ্বারা মনুষ্য জাতি মহত্ত্বের আস্পদে উপনীত হইতে পারে, স্বদেশের উপকার সাধন করা তন্মধ্যে প্রধান কার্য্য। যে ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে আপনার জন্ম ভূমির হিত সাধনে তৎপর না হয়, সে কোন প্রকারেই সম্পূর্ণ রূপে মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। যাহার সঙ্কীর্ণ মন স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া কেবল স্বীয় কর্ম্ম সাধনেই আবদ্ধ থাকে, সে কখনই উপযুক্ত রূপে গৌরবান্বিত হইতে সমর্থ হয় না এবং সে কোন কালে আপনার যথাসম্ভব কল্যাণ লাভ করিতেও পারে না। মনুষ্য যেমন বহুজন একত্রিত হইয়া সমাজ-বদ্ধ ব্যতিরেকে কোন রূপে একাকী বাস করিতে সক্ষম হয় না, সেই রূপ স্বদেশস্থ সহবাসী লোকের উন্নতি সাধন ব্যতিরেকেও আপনি উন্নত হইতে পারে না। যেমন শরীরের মধ্যে কোন এক অঙ্গে পীড়া উৎপন্ন হইলে অন্য অঙ্গে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেই রূপ সমাজের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি মন্দ হইলেও অপরকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। স্বদেশস্থ সহবাসী লোকের হিত সাধন করা আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া পরম করুণাবান্ পরমেশ্বর আমাদিগকে তদুপযোগিনী কল্যাণ করী প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্বদেশের উপকার সাধনের সহিত এমনি আশ্চর্য্য সুখ সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন, যে মনুষ্য আপনা হইতেই তাহা সাধন করিতে

উদ্যত হয়। কত কত মহাত্মা যে কত প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া স্বদেশের উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। স্বদেশের উপকার সিদ্ধির জন্য কত কত পর্য্যটক দেশ দেশান্তর ভ্রমণ পূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন, কত বীর বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক রণস্থলে প্রাণ দিয়াছেন, কত পণ্ডিত কত প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া কত গূঢ় জ্ঞান আবিষ্কৃত করিয়াছেন, কত শত ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও স্বদেশের কল্যাণ বর্দ্ধন করিয়াছেন। স্বদেশের হিতের জন্য কেহ ধন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কেহ মান, যশঃ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ শরীরপাত করিয়াছেন, এবং কেহ প্রাণ পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিয়াছেন।

স্বদেশের যত প্রকার হিত সাধন করা যাইতে পারে তন্মধ্যে ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন করাই তাহার যথার্থ হিত সাধন করা। যাহাতে স্বদেশীয় লোক বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনুষ্য জন্মকে সফল করিতে পারে, যাহাতে স্বদেশস্থ লোক ঈশ্বর-প্রেম-পীযূষ পান করিয়া মানস রসনাকে সার্থক করিতে সমর্থ হয়, যাহাতে দেশীয় লোকে ক্রমে ক্রমে আপনার নিত্য কল্যাণ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয় এবং যাহাতে তাহারা অল্পে অল্পে আপন পরম পিতা পরমেশ্বরের সহবাস লাভের উপযুক্ত হইতে পারে, তাহার উপযুক্ত উপায় সংস্থাপন করাই দেশের প্রকৃত কল্যাণ বর্দ্ধনের পথ প্রস্তুত করা। যে পর্য্যন্ত দেশীয় লোকের ধর্ম্ম পরিশুদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন প্রকারেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সমুদ্ভূত হইতে পারে না। ধর্ম্ম যে মনুষ্যের কি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয়, মনুষ্য ধর্ম্মান্বিত হইলে যে কি পর্য্যন্ত গৌরবান্বিত হয় এবং সে ধর্ম্ম বিহীন হইলে যে তাহার কতদূর পর্য্যন্ত অধঃপতন হইয়া থাকে, তাহার প্রতি একবার বিশেষ রূপে মনোযোগ করিয়া দেখিলেই অনায়াসে ধর্ম্মোন্নতির আবশ্যকতা অনুভূত হইতে পারে। ধর্ম্ম মনুষ্যের ভূষণ স্বরূপ, এবং ধর্ম্মই তাহার প্রাণতুল্য। যে ব্যক্তি সুনির্ম্মল ধর্ম্ম ভূষণে বিভূষিত না হয়, সহস্র বাহ্য শোভায় তাহার কি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি

করিতে পারে? এবং যাহার অন্তর মধ্যে ধর্ম্মের অপরাজিত শক্তি নিরন্তর বিদ্যমান না থাকে, তাহার সহিত মৃত দেহেরই বা কি বিশেষ? ইহা নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে মানব জাতি কোন রূপেই মহত্ত্বের আস্পদে অধিরূঢ় হইতে পারে না। বিশেষতঃ ধর্ম্ম যেমন সাধারণ রূপে সমস্ত মনুষ্যেরই নিতান্ত প্রয়োজন, এমন আর কিছুই নহে। কি রাজা, কি প্রজা; কি ধনী, কি দরিদ্র; কি অজ্ঞ, কি প্রাজ্ঞ; কি বীর, কি ধীর; কি ইতর, কি ভদ্র; কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ; কি যুবা, কি বৃদ্ধ; কি স্ত্রী, কি পুরুষ; ধর্ম্ম মনুষ্য মাত্রেরই প্রয়োজনীয়। ধর্ম্ম যেমন রাজার মস্তক ভূষণ সেই রূপ দরিদ্রের সন্তোষের কারণ; ধর্ম্ম যেমন জ্ঞানির জ্ঞানকে উজ্জ্বল করে, সেই রূপ অজ্ঞানের মনকেও গুণান্বিত করে; ধর্ম্ম যেমন যুবাদিগের যৌবন তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র তরণী, সেই রূপ গতায়ুঃ বৃদ্ধ দিগের বৃদ্ধাবস্থার একমাত্র অবলম্বন; উহা যেমন পুরুষের পৌরুষের মূল, সেই রূপ স্ত্রী দিগের প্রিয়তারও নিদানভূত—উহা সাধারণ রূপে সকল মনুষ্যেরই আবশ্যক। যে কোন প্রকার মনুষ্য হউক, ধর্ম্ম বিহীন হইলে আর সে কোন প্রকারেই মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে পারে না এবং ধর্ম্ম ব্যতিরেকে তাহার কিছুমাত্র শোভা থাকে না; ধর্ম্মহীন ব্যক্তি সর্ব্বদা সকল অবস্থাতে অশ্রদ্ধেয়। যেমন মৃত শরীরকে শতালঙ্কারে বিভূষিত করিলেও তাহার শোভা হয় না, সেই রূপ ধর্ম্মবিহীন লোকের সহস্র গুণ থাকিলেও তাহা আদরণীয় হয় না। যদি স্বদেশীয় লোকের হৃদয় মন্দির বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জ্যোতিতে বিকীর্ণ না হইল, যদি স্বদেশীয় লোক সুনির্ম্মল ধর্ম্মালোক প্রাপ্ত হইয়া আপন চিরারাধ্য পরম পিতার অপ্রতিম মঙ্গল মূর্ত্তি দর্শনে বর্জিত রহিল এবং যদি স্বদেশ মধ্যে ঈশ্বর প্রেমের অনিবারিত স্রোতও তপ্রোত হইয়া প্রবাহিত না হইল এবং যে ঈশ্বর প্রেম জগতের সার, যাহা মানব জাতির সর্ব্বস্ব ধন এবং যাহা আমাদিগের জীবনের জীবন, স্বদেশীয় লোকে যদি সেই দেব-দুর্ল্লভ প্রেমামৃত পানেই বঞ্চিত রহিল তবে কেবল বাহ্য শোভা ও বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা স্বদেশের কি উন্নতি

সিদ্ধি হইবে? যদি দেশীয় লোকের হৃদয়ে জগদীশ্বরের প্রেম সঞ্চার দ্বারা স্বদেশের প্রাণ সঞ্চারই না হইল, তবে সেই প্রাণ-হীন শূন্য দেশকে প্রশস্ত রাজপথ, মনোহর উদ্যান, দুর্গম দুর্গ, ধবলাকৃতি অট্টালিকা ও নানা প্রকার শিল্প সম্পন্ন শোভা দ্বারা সুসজ্জিত করিলে তাহার কি শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং তাহার কি কল্যাণই বর্দ্ধিত হইবে? অতএব যে উদার স্বভাব মহাত্মারা স্বদেশের হিত সাধন করিতে নিতান্ত অনুরাগী, দেশীয় লোকের ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন পক্ষে তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। স্বদেশীয় লোক বিশুদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব রসাস্বাদনে কতদূর পর্য্যন্ত অধিকারী হইয়াছে, দেবদুর্লভ ঈশ্বর প্রেমের অমৃ-তরসের স্বাদ গ্রহণ করিতে কি পর্য্যন্ত সমর্থ হইয়াছে, সত্যের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে কি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে এবং স্ব স্ব মানস মন্দিরকে কি প্রকার পরিষ্কৃত করিয়াছে, ইহা তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। এই সমস্ত মহৎ বিষয় সিদ্ধ করিতে না পারিলে কোন রূপে স্বদেশ হিত বর্দ্ধ-নের আশা পূর্ণ হইবার নহে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এ বিষয়ে অতি অল্প লোকেরই মনোযোগ দেখা যায়, অতি অল্প সংখ্যক লোকে এ বিষয়ে যথা-বিহিত যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বদেশের ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ে যে প্রকার যত্ন করা আবশ্যক, আমরা তদ্রূপ কি করিতেছি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা কিছুই করি-তেছি না। কোথায় আমাদিগের যত্ন, কোথায় বা আমাদিগের উৎসাহ, আমরা অতি যৎসামান্য বিষয় সাধনের জন্য যে প্রকার যত্ন ও যদ্রূপ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকি, ধর্ম্ম বিষয়ে তাহার সহস্র অংশের একাংশও করি না। আমরা কোন একটি সামাজিক বিষয় সিদ্ধ করিবার জন্য অর্থ সামর্থ্য দ্বারা যে প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকি, ধর্ম্মোন্নতি সাধনের জন্য যদি সেই রূপ করি, তাহা হইলে কি এ দেশের মধ্যে ধর্ম্মের অবস্থা এত ম্লান থাকে। তাহা হইলে অবশ্যই আমরা কিছু না কিছু ফল প্রাপ্ত হই, সন্দেহ নাই। যখন অযত্নে পৃথিবীর কোন

কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, তখন যত্নাভাবে এতাদৃশ গুরুতর কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যে একটা সামান্য রজত মুদ্রা লাভে আমরা যাদৃশ লাভ জ্ঞান করি, সহস্র সহস্র অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ লাভকেও তাদৃশ মনে করি না এবং আমরা অতি যৎসামান্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অর্থ সামর্থ্য দ্বারা যে প্রকার আয়াস ও যাদৃশ যত্ন করিয়া থাকি, ধর্ম্মোন্নতির জন্য কখনই সে প্রকার করি না। আহা! এ প্রকার অযত্নে কি কখনই কোন বিষয়ের উন্নতি সিদ্ধি হইতে পারে? ধর্ম্মোন্নতি সাধন পক্ষে আমাদিগের অযত্নের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে এক কালে নিরাশ প্রায় হইতে হয় এবং তৎপক্ষে আমাদিগের তাচ্ছিল্য ও অবহেলা মনে হইলে কোন কালে এবং কি প্রকারে যে এ দেশের ধর্ম্মোন্নতি সিদ্ধ হইয়া ইহার প্রকৃত কল্যাণ বৃদ্ধি হইবে তাহা স্থির করাও যায় না। ধর্ম্মোন্নতি সাধন পথের বিঘ্ন রাশি মনে হইলে এক এক সময় হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং আশার মূল শুষ্ক হইয়া যায়। একেতো এ দেশীয় অধিকাংশ লোকের মন এ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম তত্ত্বের মর্ম্মাবধারণে অশক্ত, তাহাতে আবার যে সমস্ত বিঘ্ন দেখিতে পাই, তাহার স্মরণও নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক। আমরা যে সমস্ত লোককে এ দেশীয় ধর্ম্মোন্নতি সাধনের ও প্রকৃত গৌরব বর্দ্ধনের কারণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি, যাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা ধর্ম্মোন্নতির আশা বিস্তার করিয়া কালযাপন করি, তাঁহারা নিরাশ করিলে আর আমাদিগের আশা পূর্ণের পথ কোথায়? আমরা যদি ধর্ম্ম শিখরের কিয়দ্দূর আরোহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পরিচ্যুত হই, তাহা হইলে আর আমাদিগের উন্নতির ভরসা কি? ফলতঃ ধর্ম্মোন্নতি সাধন পক্ষে এ দেশীয় লোকের অযত্ন ও এ দেশের অবস্থা দৃষ্টে কোন মতেই আর এ দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা বর্দ্ধিত করিতে পারা যায় না। বস্তুতই নিরাশ হইতে হয়, তবে "সত্যমেব জয়তে" এই সত্য মনে হইলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইতে থাকে। ধর্ম্ম নিয়ন্তা পরম পুরুষ সত্যের এমনি প্রভাব করিয়াছেন, যে সহস্র

বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়াও সত্য আপন পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। সত্যের যে অবশ্যই জয় হয় তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, সমুদয় পৃথিবীই তাহার প্রমাণ স্থল এবং আমাদিগের এই দেশই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে. কাহার মনে ছিল, যে এই তমসাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে পরম সত্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদয় হইয়া ইহাঁকে ধন্য করিবে ? কে মনে করিত, যে এ দেশীয় লোকের মনে সুনির্ম্মল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইবে ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য সূত্রে এখানে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইল ! মহাত্মা রামমোহন রায়ের মানস মন্দিরে এই পরম সত্যের প্রভা প্রকাশিত হইল এবং তিনিই এই দেশে তাঁহার মানসোদিত পরম সত্য ব্যাপ্ত হইবার উদ্দেশে এই ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি এই পরম কল্যাণকর ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য। এই ব্রাহ্ম-সমাজই আমাদিগের এ দেশের ধর্ম্মোন্নতি সাধনের নিদানভূত, সুতরাং ইহাই এ দেশের প্রকৃত কল্যাণেরও প্রধান কারণ। যে মহাত্মা এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি যে আমাদিগের কি পর্য্যন্ত হিতকারী তাহা কি বলিব ! তাঁহাকে মনে হইলে মন কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতে থাকে এবং তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেও হৃদয় প্রফুল্ল ও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমাদিগের এ দেশীয় লোক চিরদিন তাঁহার উপকার ঋণে বদ্ধ থাকিবে। তিনিই এদেশের যথার্থ হিতকারী এবং তিনি আমাদিগের প্রকৃত বন্ধু। এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী মধ্যে তাঁহার কীর্ত্তি পতাকা উড্ডীন হইতে থাকিবে।

কিন্তু তিনি এই দেশে যে পরম সত্যের অঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যত্নবারি সেচন পূর্ব্বক তাহাকে বর্দ্ধিত করা তাঁহার স্বজন ও সুহৃৎ বর্গের কি পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার নামে শ্রদ্ধা করেন, এবং স্বদেশের উন্নতির জন্য অনুরাগ প্রকাশ করেন, তাঁহারা কোন্ প্রাণে যত্নাভাবে সেই অঙ্কুরকে শুষ্ক হইতে দেখিবেন,

বলা যায় না। যাঁহাদিগের সত্যের প্রতি কিছুমাত্র আদর আছে এবং স্বদেশের উপকারের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা আছে; ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত তাঁহারা অবশ্যই যত্নশীল হইবেন, সন্দেহ নাই। আমরা স্বদেশের প্রকৃত হিত সাধনের জন্য যে মহৎ উপায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে অবহেলা করিলে আমরা অবশ্যই পরম পিতার নিকট অপরাধী হইব, ইহাতে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিলে আমরা তাঁহার আজ্ঞা হেলনের পাপে পতিত হইব। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগের স্বদেশের কল্যাণ সাধনের এই প্রশস্ত পথ প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি অবহেলা করিয়া সেই পথ অবলম্বন না করি, তাহা হইলে কি আর আমাদিগের অপরাধের সীমা থাকে।

হা জগদীশ! হে করুণানিধান বিশ্ব-পিতা! তুমি প্রসন্ন হও এবং কৃপা করিয়া আমাদিগের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন কর। তুমি আমাদিগের নিদ্রিত মনকে জাগ্রত কর এবং নির্জ্জীব ভাবকে সতেজ কর, তোমা ব্যতিরেকে আর আমাদিগের অন্য গতি নাই। যাহাতে তোমার দীনহীন সন্তানগণ তোমার প্রণীত সত্য ধর্ম্মের শ্রীসাধন করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে এবং যাহাতে তাহারা তোমার অনির্ব্বচনীয় প্রেম রসের স্বাদ গ্রহণে শক্ত হয়, তুমি কৃপা করিয়া তাহাদিগকে তাদৃশ শক্তি প্রদান কর। আমরা যেন সকলে তোমাতে প্রীতি করিয়া এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারি, অবশেষে এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮০ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

অদ্য কি শুভদিন! অদ্য আমারদের এই ব্রাহ্ম-সমাজের ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল। এই সমাজের প্রথমাবস্থায় কে মনে করিয়াছিল, যে ইহা কুসংস্কার লতার পরশু

রূপে উত্থিত হইয়া এতকাল পর্য্যন্ত যথার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিবে এবং ধর্ম্ম পথের দুস্তীর্ণ কণ্টক সমুদায় ছেদন করিতে থাকিবে। কাহার মনে ছিল যে ঊনত্রিংশ বৎসর পরেও এই সমাজ-মন্দিরে আমরা সকলে ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ রসে মিলিত হইয়া পরমেশ্বরের দুরবগাহ্য মঙ্গল ভাব নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব। কি আশ্চর্য্য! যিনি আমারদের ইন্দ্রিয়ের অ-গোচর, যিনি আমারদের মন হইতে পৃথক পদার্থ, যাঁহার সহিত এ পৃথিবীর কোন বস্তুরই তুলনা না পাইয়া যাঁহাকে কেবল "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং" "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" এই প্রকার নেতি নেতি বাক্য দ্বারা বর্ণন করিতে হয়। কি আশ্চর্য্য! অদ্য এই আলোকময় সমাজ-মন্দিরে তাঁহারই অতুল জ্যোতিঃ প্রতিভাসিত দেখিতেছি। ভূলোক ও দ্যুলোক সতত যাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, "যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে" তাঁহার সমগ্র বিশ্ব-রাজ্যের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর এই পৃথিবীতেই অবস্থিতি করিয়া যে আমরা তাঁহার সহবাস সুখলাভে অধিকারী হইতেছি, ইহা আমারদের সকল সৌভাগ্যের প্রধান সৌভাগ্য। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির নিদর্শন চতুর্দ্দিকে এরূপ বিস্তারিত রহিয়াছে, যে তাহা দেখিলে অবোধ বালকের মনেও তাঁহার মহান্ ভাবের উদ্দীপন হয়। সেই চেতনাবানের প্রকাশে এই সমুদায় জড় পদার্থও চেতন বিশিষ্ট বোধ হয় এবং তাঁহারই অনুপম সুন্দর ভাবের ছায়া মাত্র গ্রহণ করিয়া এই সমুদয় সুন্দর দেখায়। এই অচেতন দিবাকর সচেতনের ন্যায় সচল হইয়া প্রতি দিনই যথা-কালে সমুদয় জীবের বিশ্রাম ভঙ্গ পূর্ব্বক সকলকেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করত তাঁহারই শাসন প্রচার করে। গভীর নিশীথ সময়ে সকল জীব সুষুপ্ত হইলে নীলোজ্জ্বল গগন মণ্ডলে দীপ্তিমান্ তারকাগণ সৈন্য দলের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া প্রহরী রূপে যেন তাঁহারই রাজ্য পরিপালন করে। কত নদ নদী পর্ব্বত-ক্রোড় হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিবার জন্য কত দেশ বিদেশ অতিক্রম করিয়া এবং কত দুস্তর প্রতিবন্ধক ছেদন করিয়া ঘোরতর নিনাদে ও প্রবল বেগে ধাবমান হইতেছে,

এবং তাঁহার এই রাজ্যের শোভা বর্দ্ধন ও অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। জন শূন্য দুর্গম গহনের প্রত্যেক মনোহর পুষ্প তাঁহার অতুল্য তুলিকা দ্বারা উন্মীলিত হইয়া এবং তাঁহারই হস্ত দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারই সুন্দর ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার সুন্দর মঙ্গল ভাব চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান রহিয়াছে, জগতের অতি সামান্য বিষয়ও গূঢ় পরমার্থ ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শী কোন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত অসংখ্য অসংখ্য ভ্রাম্যমান লোক মণ্ডলের পরমাশ্চর্য্য শৃঙ্খলা অবলোকন করিয়া যেমন ঈশ্বরে প্রেমার্দ্রচিত্ত হয়েন; সুশিক্ষিত বিজ্ঞানবিৎ সুধীগণ এক বিন্দু জলের মধ্যে কোটি কোটি কীটের সংস্থান প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহাদের প্রত্যেকের অচিন্তনীয় সূক্ষ্ম শরীরে তদুপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আহার, বিহার ও রক্ত সঞ্চালন দর্শন করিয়া এবং তাহাদের হরিদ্বর্ণ রক্তবর্ণ স্বর্ণ বর্ণও হীরক খণ্ডবৎ উজ্জ্বল দেহে চমৎকার শিল্প কার্য্য অবলোকন করিয়া যেমন ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তি ও অনন্ত করুণাতে মনোনিবেশ করেন; সেই রূপ কোন অশিক্ষিত এবং অনুপদিষ্ট ব্যক্তিও সূর্য্য মণ্ডলে তাঁহার প্রভা—বন পুষ্পে তাঁহার সৌন্দর্য্য—গগন ব্যাপী নবাম্বুগর্ভ মেঘ মালায় তাঁহার উদার ভাব—অগণনীয় নক্ষত্র রাজিতে তাঁহার অভাবনীয় অনন্ত ভাব—প্রত্যেক বিশ্ব কৌশলে তাঁহার জ্ঞান—এবং প্রভূত শক্তিশালী ও প্রভাবশীল পদার্থ সমূহে তাঁহার শক্তি অনুধাবন করিয়া পুলকে আর্দ্র হয়েন এবং প্রতি নিমিষের করুণা স্মরণ করিয়া সেই প্রেমময়ের প্রেমে মগ্ন হয়েন। এখানে জ্ঞানী ও অজ্ঞান উভয়েই ঈশ্বর জ্ঞানে সমান অধিকারী। তিনি তাঁহাকে জানিবার অধিকার কেবল আমারদের ভ্রান্ত বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করেন নাই যে কতিপয় সূক্ষ্ম বুদ্ধি তার্কিক ব্যতিরেকে আর কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে না। তিনি তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার মঙ্গলভাব আমাদের প্রত্যেকেরই মনোমধ্যে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি যেমন সূর্য্যকে ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই দ্বারে তাহার স্বর্ণময় কিরণ জাল বিস্তার করিতে আদেশ করিয়া স্বীয় অপক্ষপাতিতা

প্রচার করিয়াছেন; সেই রূপ তিনি তাঁহার সমুদয় সন্তানদিগের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়া অনুপম করুণা বিস্তার করিয়াছেন।

তিনি আমারদিগের নিকট এজন্য আপনাকে প্রকাশ রাখিয়াছেন, যে আমরা তাঁহার পবিত্র মঙ্গল স্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়া পবিত্র হই, এবং সেই মঙ্গলভাবের অনুকরণ করিতে যত্নশীল হই। এই শুভ উদ্দেশেই তিনি আমাদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে পরম হিতকারী মন্ত্রী রূপে ধর্ম্মকে সংস্থাপন করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মের মন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সংসারের সমূহ দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইতেছি। তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই কি অনুপম সুনির্ম্মল সুখের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন! যেখানে ন্যায় ও সত্য—সেখানে নির্ম্মল প্রেম ও দয়া, সেই স্থানেই আত্ম প্রসাদ। যখন কাহারও আর্ত্তনাদ নিবারণ করা যায়—যখন কোন দুঃসহ শোক সন্তপ্ত ব্যক্তির মনঃশল্য উদ্ধার করা যায়—যখন ধর্ম্ম যুদ্ধে পরাহত কোন বিপন্ন ব্যক্তিকে উৎসাহ ও সাহস প্রদান করা যায়—যখন প্রবোধ সূর্য্য দ্বারা কাহারও মন হইতে অজ্ঞান তিমির দূর করা যায়, অথবা কাহারও মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করা যায়—যখন অন্যের দোষ প্রশস্ত হৃদয়ে ক্ষমা করা যায়, এবং আপনার সেই সকল দোষকে নির্দ্দয় রূপে নির্য্যাতন করিয়া দূরীকৃত করা যায়—যখন আপনার পরম শত্রু স্বরূপ রিপু বিশেষকে আয়ত্ত করা যায় এবং যখন আপনার অনিষ্টকে অনিষ্ট জ্ঞান ও গুরু বিপদকে বিপদ জ্ঞান না করিয়াও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করা যায়—তখনই নির্ম্মল সুখের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে—তখনই বিশদ আত্ম প্রসাদ হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হয়—তখনই ধর্ম্মামৃত রস পান করা যায়।

আমারদের ইচ্ছা ও যত্ন এবং চিন্তা ও চেষ্টা, স্বার্থপরতার অনুবর্ত্তী না হইয়া যদি ন্যায় ও সত্যের পথে সতত প্রধাবিত হয়, তবে যে কেবল মায়াময়ী পাপ-পিশাচীর হস্ত হইতে এক প্রকার পরিত্রাণ পাওয়া যায় এমত নহে, তাহা হইলে অশেষ ধৈর্য্য ও আয়াস সাধ্য অতি দুরূহ ধর্ম্মানুষ্ঠান আপনা হইতেই সহজ

হইতে থাকে এবং তাহাতেই আমারদের প্রবল উৎসাহ ও অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়। কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত না থাকিলে কদাপি ধর্ম্ম রত্ন লাভ করা যায় না। ছায়া ও বিশ্রাম স্থান হইতে আতপে বিনির্গত হওয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্ট দায়ক বটে, কিন্তু পরে যখন প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করিয়াও প্রবল উৎসাহের সহিত ভূমি কর্ষণ করা যায়, তখন অতি কঠিন ও অসার ভূমিকেও শস্যশালিনী এবং ফলবতী দেখা যায়। সেই প্রকার কিঞ্চিৎ কষ্ট কিম্বা বিপদের ভয়ে ধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। ন্যায় ও স্বার্থপরতায় বিরোধ উপস্থিত হইলে যিনি ন্যায় অবলম্বন করিতেই একান্ত মনে যত্নবান্ হয়েন এবং দয়া ও লোভে বিরোধ উপস্থিত হইলে যিনি লোভ পরিত্যাগ করিয়া দয়া অবলম্বন করিতে সতত চেষ্টান্বিত হয়েন, ও ক্রোধ এবং ক্ষমায় বিরোধ উপস্থিত হইলে ক্ষমা আশ্রয় করিতে যিনি অভ্যাস করেন, তাঁহার ধৈর্য্য গুণ ক্রমেই বলবান্ হয়, এবং তাঁহার প্রবৃত্তি স্রোত পাপ পথের প্রতিকূলে সহজেই পরিচালিত হইতে পারে। তাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তাঁহার রিপু সকলকে বশীভূত করিবার যতই চেষ্টা করে, তাঁহার রিপু সকল তাঁহার নিকট ততই বিনীত হইতে থাকে, এবং তাঁহার প্রবৃত্তি ধর্ম্মেতে বিরাজমান হইয়া তাঁহার মনে ততই নূতন স্ফূর্ত্তি ও একাগ্রতার সঞ্চার করে। আমরা ধর্ম্ম পথে পরিভ্রমণ করিতে অভ্যাস করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর পুরস্কার লাভ করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম্মেতেই সুখ এবং আত্ম-প্রসাদ, ও পাপেতেই গ্লানি এবং অপবিত্রতা। আমারদিগকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য জগৎপিতা কত সহস্র সহস্র সদুপায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন! সামান্য লোকের অনুরোধে আমারদের কত সময় কত প্রকার কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইতে হয়, তবে আমরা কেন না মনে করি, যে আমরা নিদ্রিত থাকিলেও যিনি জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তিনি আমারদের প্রত্যেক কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া অবশ্যই পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার বিধান করেন এবং যে সকল চিন্তা, কেবল

আমারদের মনোভূমিতেই নিহিত থাকে এবং অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করা যায় না, তাহাও তিনি বিশেষ রূপে জানিতেছেন। এই সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে কত পাপকর্ম্ম হইতে দূরে থাকা যায়—স্বার্থপরতার কত কুমন্ত্রণা তুচ্ছ করিতে পারা যায়, এবং পুণ্যানুষ্ঠানে আমারদের উৎসাহ কতই বৃদ্ধি হইতে পারে।

হে পরমাত্মন্। তুমি মনুষ্যকে অনন্ত কালের উন্নতি লাভে অধিকারী করিয়া তাহার মনে কতই মহত্ত্বের বীজ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি তাহার সুখ রাজ্য কতই বিস্তৃত করিয়াছ; তাহার অধিকার কতই প্রশস্ত করিয়াছ; তাহাকে কতই আধিপত্য প্রদান করিয়াছ! তথাপি যাহারা স্বকীয় গরীয়সী প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া অপথে পদার্পণ করিতেছে এবং আপনাদের সঙ্গে অন্যকেও দূষিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে, এবং যাহারা নানা প্রকার ঘটনা সূত্রে অনুস্যূত হইয়া নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদের সকলের মঙ্গল প্রার্থনার জন্য আমার মন উৎসুক হইতেছে। যাঁহারা তোমার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পথে গমন করিবার মানস করিয়া সম্মুখে অনেক ব্যাঘাত ও বিস্তর প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়েন এবং দেশের কুরীতি বা কুসংস্কার বশতঃ সেই পথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না, হে বিঘ্ন বিনাশন বিশ্বপাতা! তুমি তাঁহারদের সেই পথ পরিস্কার করিয়া দেও এবং তাঁহারদের মনে উৎসাহ ও সাহস প্রদান কর। যে সময়ে সাধু ব্যক্তি কর্ম্ম ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিচরণ করিয়া বিষয় কোলাহল দূর করিবার নিমিত্ত তোমাতে চিত্ত নিবেশিত করেন এবং আপনার মনকে শান্তি জ্যোতিতে পবিত্র করেন, সেই সময়ে যাহারা অবৈধ ইন্দ্রিয় সুখ বা নিকৃষ্ট আমোদে রত থাকিয়া তোমার প্রদত্ত স্বকীয় মহীয়সী প্রবৃত্তি সমুদায়কে নিদ্রিত রাখে, হে পরমাত্মন্! তুমি তাহারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর এবং সৎপথ প্রদর্শন কর। যাহারা কেবল বিষয় রসে মুগ্ধ হইয়া সংসার তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে, এবং বিপদের সময় সম্পদজীবি বন্ধু জন গণ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া সহায়হীন ও আশাহীন হইয়া যায়, তাহারা

যেন সংসার ঘটিত সমস্ত সম্বন্ধ অনিত্য জানিয়া তাহাতেই একান্ত লিপ্ত না হয় এবং তোমার সহিত চির সম্বন্ধ জানিয়া তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা বিকারী যৌবন ও ধন মদে মত্ত থাকিয়া মৃত্যুকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, এবং আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য বলিষ্ঠ শরীর ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্ভোগ সলিলে নিমজ্জন করে এবং অবশেষে এমত জঘন্য অবস্থায় পতিত হয়, যে আমোদে তাহাদের আর পরিতৃপ্তি হয় না এবং নিদ্রায় আর বিশ্রাম হয় না, যাহারা পরিবর্ত্তনশীল সংসার মধ্যে সকল প্রকার সুখ ভোগের পরীক্ষা শেষ করিয়া পরে সংসার প্রতি—মনুষ্যের প্রতি এবং আপনার প্রতি, একান্ত বিরক্ত ও সর্ব্ব প্রকারে নিরাশ হইয়া কেবল আক্ষেপ করিয়াই আয়ুঃ শেষ করিতে থাকে, তাহারদের যেন জ্ঞান হয় যে, আমরা কেবল আহার ও বিহারের নিমিত্তেই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করি নাই এবং পৃথিবীতেই আমারদের জীবনের শেষ নহে; তাহারা সংসার মধ্যে সুখ রূপ মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতিবার আশ্বাসিত ও প্রতিবার বঞ্চিত হইয়া যেন অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপে আপনার সুখের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করে, এবং আপনার যথার্থ ধাম অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রশস্ত নগরী মধ্যে যাহারা পাপ ও দুঃখে কালক্ষেপ করিতেছে, যে সকল পাপাত্মা অন্ধকারময় নির্জ্জন ভীষণ কারাগৃহে নিজ কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে, যে সকল দীন দরিদ্র ব্যক্তি স্বীয় শিশু সন্তানদিগের জন্য এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে অক্ষম, যে সকল দুর্ভাগ্য ব্যক্তি যৌবনের প্রারম্ভেই সুখপ্রিয় স্বার্থপর দুঃশীল পাপাত্মাদিগের হস্তে পতিত হইয়া স্বাভাবিক তেজস্বিনী প্রকৃতিকে নিস্তেজ ও বিকৃত করিতেছে, এবং যে সকল অনাথা অবলা গণ পতিবিয়োগে সহায়হীনা হইয়া দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, হে পরমাত্মন্! ইহারা সকলেই তোমার আশ্রিত, তুমি ইহারদিগের সকলকেই সৎপথে প্রবৃত্ত কর; ইহারা যেন তোমার প্রসারিত ক্রোড় আশ্রয় করিয়া সকল প্রকার দুঃখ শোক হইতে মুক্ত হয়।

আমি কি বলিতেছি! যিনি প্রার্থনাও পূর্ব্বে আমারদিগের

অশেষ কল্যাণ বিধান করেন, তাঁহার নিকট আমি কি প্রার্থনা করিতেছি! যাঁহার নিয়মে এই সমুদায় জীব এতকাল পর্য্যন্ত সুখে বিচরণ করিতেছে, এবং কত কোটি কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে তথাপি যাঁহার রাজ্যে অদ্যাপি বিশৃঙ্খল হয় নাই, তিনি কি আমারদিগকে দেখিতেছেন না? তিনি যদি আমারদের প্রতি স্নেহ পূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কি মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তেও জীবন ধারণ করিতে পারিতাম? এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা তাঁহার নিয়মের কতই অন্যথা—চরণ করিয়াছি, তথাপি তিনি আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। আমারদের শরীরের মধ্যে যত অস্থি, যত শিরা ও যত মাংস-পেশী আছে, সংবৎসর মধ্যে তাহারদের একটিও কি ক্ষত হইবে না? আমারদের মনে যত প্রকার বৃত্তি আছে, তাহারা সকলেই কি যথানিয়মে পরিচালিত হইবে? আমারদের যত রিপু বারম্বার উত্তেজিত হইতেছে, তাহারা সকলে কি প্রতিবারই বুদ্ধির অধীনে নিযুক্ত হইবে? আমারদের বুদ্ধিই কি সকল সময়ে সত্য অনুসন্ধানে ও অভ্রান্ত বিচারে প্রবৃত্ত থাকিবে? পৃথিবীতে মোহের যত প্রকার কুটিল জাল প্রস্তুত আছে, তাহারদের একটিতেও পতিত হইব না? মৃত্যুর যত কোটি কোটি দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, তাহার একটি দ্বার দিয়াও কালগ্রাসে প্রবেশ করিব না? এ প্রকার কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু হে পরমাত্মন্! ইহাতেও যে আমরা সম্বৎসর মধ্যে অশেষ প্রকার অনর্থ হইতে রক্ষা পাইয়া যথাসাধ্য তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি, এবং অবশেষে অদ্য এই রজনীতে স্বচ্ছন্দ চিত্তে তোমার করুণা আলোচনা করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি, ইহার জন্য যে কি প্রকারে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা বলিতে পারি না।

বিশ্ব-পতির কেবল মঙ্গলই অভিপ্রায়, বিশ্বরাজ্য কেবলই উন্নতির ব্যাপার। জগদীশ্বর যে কোন্ সূত্রে ও কি উপায়ে তাঁহার এই বিশ্বরাজ্যের মঙ্গল বিধান করেন, তাহা কে বলিবে? দেশ বিশেষ পাপ ভারে প্রপীড়িত হইলে যখন তাহার রাজ্য প্রণালী

একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, যখন তাহার লোকদিগের মধ্যে ভ্রাতায় ভ্রাতায় ও পিতা পুত্রে হৃদয়ভেদী ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক সংগ্রামের আরম্ভ হয় এবং যখন পাপ কলঙ্ক প্রক্ষালন করিবার জন্য শোণিত নদী বহমান হইতে থাকে, তখন জগদীশ্বর যেমন প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন প্রবল প্রতাপ অতুল তেজস্বী বীর পুরুষ বিশেষকে প্রেরণ করিয়া সেই সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করেন এবং নূতন শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম সংস্থাপন করিবার উপায় করিয়া দেন, সেই রূপ যখন চতুর্দ্দিকে অজ্ঞানান্ধকার ব্যাপ্ত হয়; কুসংস্কার পাশ বিস্তৃত হইতে থাকে এবং মোহঘনাবলি দ্বারা সত্য জ্যোতি প্রচ্ছন্ন হইতে থাকে, তখন ঈশ্বরেচ্ছায় কোন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ধীর প্রকৃতি ধর্ম্মপরায়ণ মহাপুরুষ সূর্য্যের ন্যায় উদয় হইয়া অজ্ঞানান্ধকার বিমোচন করেন এবং প্রাণ পণে সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। এই বঙ্গ ভূমিতে সত্য প্রভার উষা স্বরূপ মহাত্মা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইয়া কত কল্যাণের বীজ নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। তিনিই "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ" এই অমৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়া অনিবার্য্য যত্ন সহকারে এই ব্রাহ্ম-সমাজ রূপ সুচারু বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে উৎসাহ চিত্ত হইয়া পরেও কোন মহাত্মা এই ধর্ম্মময় অমৃতময় তরু সেচন করিয়া ইহাকে অশেষ বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতেছেন, এবং এ ক্ষণে ইহা বিস্তর বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর প্রসাদাৎ শাখা পল্লবিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

হে ব্রাহ্মগণ! আমরা দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত অসামান্য দুঃসহ ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া উৎসাহ হীন ও বিষণ্ণ হওয়া বিধেয় নহে। এই পরিবর্ত্তনশীল ও উন্নতি বিশিষ্ট জগৎ সংসারে এককালে নিরাশ হইবার বিষয় কি? ঈশ্বরের মঙ্গল সঙ্কল্পের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আশা যষ্টি অবলম্বন করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য হইয়াছে। কিন্তু আমরা যেন অতি মহতী আশায় আশ্বাসিত হইয়া পরে সেই আশা অপূর্ণ দেখিয়া বিষণ্ণ না হই। ঈশ্বরের রাজ্যে উন্নতির সোপান এমন অল্পে অল্পে উত্থিত হয় যে

আমরা তাহা জানিতেও পারি না। আপাততঃ প্রতীয়মান অনিষ্ট রাশি হইতে জগদীশ্বর অলক্ষিত-পূর্ব্ব ও অশ্রুত-পূর্ব্ব উপায় দ্বারা অশেষ মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারেন। তিনি উপপ্লবে আন্দোলিত এই ভারতবর্ষে শান্তি জ্যোতিঃ বিতরণ করিয়া ইহার মলিন বেশকে উজ্জ্বল করিতে পারেন এবং ইহার বিষণ্ন বদন প্রসন্ন করিতে পারেন। তিনি রামমোহন রায় সদৃশ প্রভাবশীল মহাত্মাকে প্রেরণ করিয়া জ্ঞান বিষয়ে, ধর্ম্ম বিষয়ে এবং অবস্থা বিষয়ে ভারত ভূমির সন্তানদিগের অশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন। সেই রাজার রাজা তাঁহার প্রজাদিগকে যে কি উপায়ে রক্ষা করিবেন তাহা তিনিই জানেন। হে পরমাত্মন্! যাহাতে আমাদের সকলের মধ্যে স্বার্থপরতা দুর্ব্বল হইয়া ঐক্য বন্ধন দৃঢ় হয়, যাহাতে তোমার প্রেমানুরূপ প্রণয় সূত্র চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, যাহাতে আমাদের এই হতভাগ্য দেশ দেশের মধ্যে এবং এই দুর্ব্বল জাতি জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারে, তুমি তাহা বিধান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮০ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

তৃতীয় বক্তৃতা।

"এষসর্ব্বেশ্বরএষভূতাধিপতিরেষভূতপাল-
এষসেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।"

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্ব্বভূতের প্রতিপালক, ইনি লোক ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন।

সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরাৎপর পুরুষের ইচ্ছা মাত্র এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারই নিয়মে ইহা অদ্যাপি স্থিতি করিতেছে, এবং তাঁহারই মঙ্গলভাব ইহাতে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার শাসনে এই গ্রহ চন্দ্র স্ব স্ব পথে ভ্রাম্যমান

হইয়া তাঁহারই কার্য্য সাধন করিতেছে। তাঁহারই শাসনে মধ্যে মধ্যে ধূমকেতু উদিত হইয়া আমারদিগকে চমৎকৃত করিতেছে। তাঁহারই আদেশ ক্রমে বৃক্ষ সকল ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া শাখা পল্লবে পল্লবিত হইতেছে, সেই সকল বৃক্ষ হইতে সুগন্ধ পুষ্প ও সুস্বাদু ফলের উৎপত্তি হইতেছে এবং যখন পশুরা সেই ফল ভক্ষণ করে, তখন তাহাই রক্ত মাংসে পরিণত হইয়া তাহাদের জীবন ধারণের উপায় হইতেছে। তাঁহারই নিয়মে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি দুরূহ বিষয়ে বুদ্ধি পরিচালনা করিতেছেন, এবং ধর্ম্ম পথে থাকিয়া বিমলানন্দ অনুভব করিতেছেন। তিনিই স্থির, আর সমুদয় বস্তুই ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, "দেবস্যৈষমহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্ম-চক্রং।" তিনিই ধ্রুব, সত্য, নিশ্চল, আর সমুদয় পদার্থই তাঁহার কার্য্যে তৎপর রহিয়াছে; তিনিই রাজা আর সকলই তাঁহার অখণ্ডনীয় শাসনের অধীন। তিনিই "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" তিনি ধর্ম্মের আবহ, পাপের শাস্তা। সকল ঘটনাই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে; কাহার সাধ্য যে তাঁহার অভিপ্রায় খণ্ডন করে।

যিনি ফলফুলে নানা শক্তি দিয়াছেন, যাঁহার নিয়মে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটি পৃথিবীরও বিশৃঙ্খলা হইবার কোন কালে সম্ভাবনা নাই, তিনি যে মনুষ্যের মনে এপ্রকার শক্তি দিয়াছেন যে তাহার দ্বারা তিনি ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারেন, এই পরমাশ্চর্য্য শক্তির সহিত অন্য কোন শক্তির তুলনা হয় না। যখন নদীতে প্রবল তরঙ্গ হয়, তখন যে বলবান্ ব্যক্তি তাহার প্রতিস্রোতে গমন করিতে পারে, তাহার বলের আমরা কতই প্রশংসা করিতে থাকি, তবে যখন সংসার তরঙ্গের মোহ কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যায়, তখন যে ব্যক্তি সেই তরঙ্গের প্রতিকূলে গমন করিতে পারে, তাহার শক্তি কেমন আশ্চর্য্য!

কিন্তু আবার যখন বিবেচনা করা যায়, যে ধর্ম্ম হইতে পৃথিবীতে আমারদের শ্রেষ্ঠতর বস্তু আর কি আছে, তখন দেখা যায়

যে, ঈশ্বর-প্রীতি ধর্ম্ম হইতেও মহত্তর। ঈশ্বর প্রীতিই স্বার্থপরতার বিরুদ্ধ পথ, তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেমের বলেতেই স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করা যায়। এই কোলাহলময় সংসারে মুগ্ধ না হইয়া সেই সংসারাতীত পদার্থকে আশ্রয় করা মনুষ্যের কি সামান্য গৌরবের বিষয়? আমরা স্বার্থপরতার রাজ্য অতিক্রম করিয়া এবং পৃথিবীর ক্ষণভঙ্গুর বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া মঙ্গল স্বরূপে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিলে আমারদের মঙ্গলের আর সীমা থাকে না। যতক্ষণ আমারদের অনুরাগ ও উৎসাহ কেবল সংসারেতেই বদ্ধ থাকে, ততক্ষণ আমরা যে সকল কার্য্য করি, তাহা কখনও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলিয়া সম্পাদন করি না। তাহা আমারদিগের নিজেরই প্রিয়কার্য্য। তাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপন করা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রথম উপদেশ, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তাহার দ্বিতীয় উপদেশ। তাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপিত হইলেই তাঁহার প্রিয় কার্য্যে আমারদের অসামান্য উৎসাহ জন্মে—তখন ঈশ্বরের সহিত সমুদয় কামনা উপভোগ করা হয়।

যখন বিষয় কামনাতে মুগ্ধ না হইয়া ইন্দ্রিয়ের অগোচর পূর্ণ স্বরূপে প্রীতি স্থাপন করিতে পারি, তখন সেই প্রীতি অতীব পরিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সংসারে প্রবেশ করে। তখন সেই প্রীতির সহিত স্বার্থপরতার লেশ মাত্রও থাকে না। ঈশ্বর যে প্রকারে আপনার সন্তানদিগকে প্রীতি করেন, তখন সেই প্রকার প্রীতির অনুকরণেই আমারদিগের ইচ্ছা ও যত্ন হয়। বিশ্বপিতার যে প্রকার মঙ্গল ভাব, আমারদের মনে তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়।

হে অন্তর্যামিন্ পরমাত্মন্! যত দিন অবধি তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব ও মঙ্গলভাব হৃদয়ধামে বিরাজিত না হইবে, ততদিন সকলই বৃথা ও শূন্য। আর যাঁহারা তোমাকে আপন হৃদয়স্থ করিয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইতেছেন, অদ্য এই সমাজ-মন্দিরে তাঁহারদিগেরই যথার্থ উৎসব, তাঁহারদিগেরই যথার্থ সুখ। আমরা তোমরা সন্তান তোমার প্রজা হইয়া কেন আপনাদিগকে দুর্ভাগা ও দুঃখী মনে করিব। হে নাথ! আমরা যদি পিতৃহীন হই, তথাচ তুমি আমারদিগের পরম পিতা বর্ত্তমান রহিয়াছ—আমরা ধনহীন

হইলেও তুমি আমারদিগের ধন এবং সহায়হীন হইলেও তুমি আমাদিগের সহায়। যে নির্ধন সে প্রকৃত দরিদ্র নহে, ও যাহার বন্ধু নাই সেও বাস্তবিক নিরাশ্রয় নহে; কিন্তু যে তোমা হইতে প্রচ্যুত সেই ব্যক্তিই সকল হইতে প্রচ্যুত, তাহার পক্ষে সকলই শূন্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮০ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

চতুর্থ বক্তৃতা।

হে বিশ্বব্যাপি পরমাত্মন্! অদ্য তোমার সর্ব্ব সন্তাপহারিণী মূর্ত্তি আমারদিগের হৃদয় ধামে এ রূপ বিমল প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে, যে আমরা তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। অদ্য তোমার অনিরূপ্য বাক্যাতীত অমৃত নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই আমারদিগের অন্তঃকরণ সত্য জ্যোতিতে উল্লসিত হইতেছে, এবং বিশুদ্ধ প্রেম পূর্ণ শান্তি সলিলে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ ও পরিশুদ্ধ হইতেছে। অদ্য ভুবন দর্পণে কেবল তোমারই নিষ্কলঙ্ক সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান দেখিতেছি, এবং আমারদিগের অন্তরে কেবল তোমারই নিগূঢ় সত্তা, তোমারই অনন্তজ্ঞান এবং তোমারই পরিপূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ সকল হইতে উচ্চতম এবং গাঢ়তম ভাবে অবস্থিতি করিয়া আনন্দামৃতের সঞ্চার করিতেছে। হে সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বর! তুমি সকল শক্তির একমাত্র আধার; তুমিই আমাদিগকে সৃজন করিয়াছ, তুমিই আমারদিগের কামনার যোগ্য সকল কামনা পূর্ণ করিতেছ, এবং তোমারই সৌন্দর্য্যের আলোক জগৎ হইতে নানা প্রকারে এবং নানা ভাবে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া আমারদিগের অন্তঃকরণকে অনুরঞ্জিত করিতেছে। প্রত্যহ যাহাতে আমরা জীবন ধারণ করি, যাহার দ্বারা আমরা সকলে আনন্দে কাল যাপন

করিতে পারি এবং যাহার দ্বারা ধর্ম্ম জনিত স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ প্রদীপ্ত হইয়া আমারদিগের মনুষ্য নামকে অকলঙ্কিত রাখিতে পারি, সে সকলই তোমা হইতে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি, তথাপি আমরা এরূপ বিমূঢ় যে আমরা আপনারদিগকেই সকল হইতে সত্যতম বস্তু জ্ঞান করি এবং তোমাকে আমারদিগের প্রয়োজন সাধনোপযোগী মাত্র এক আনুসঙ্গিক পদার্থ বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করি। আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিকেই সার রূপে নির্ণয় করিয়া তাহার অকিঞ্চিৎকর এবং উপহাসার্হ সিদ্ধান্ত মতে আত্ম প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে কখনও বা তোমার অস্তিত্বের প্রতি সংশয় করি, কখনও বা তোমার আলোচনাকে নিষ্ফল বলিয়া স্থির করি, ও কখনও বা তোমার কৃত পদার্থ সকলকেই মূল কারণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি, এবং অবশেষে কর্ণ বধির-কারি বিবিধ সংশয়োক্তি দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া সকল সত্যে জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু যে কালে তোমার সেই অনির্ব্বচনীয় সত্য ভাব প্রকাশমান হইয়া আমারদিগের অন্তঃকরণের সকল সংশয়কে দূরীকৃত করে, তৎক্ষণাৎ আমরা এই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত হইয়া তোমার অভয় প্রদ অখিলাধার ক্রোড়ে সংস্থাপিত হই।

হে হৃদয়েশ্বর! হে ধর্ম্ম সেতু! হে ন্যায়ানুরক্ত পরমাত্মন্! তুমি যখন সকলের একমাত্র স্রষ্টা এবং একমাত্র নিয়ন্তা, তখন আমরা আমারদিগের মানসকে তোমার অধিষ্ঠানের উপযুক্ত করিতে কি নিমিত্তে যত্নবান্ না হই। যে মহাত্মা ধর্ম্মাচরণ দ্বারা স্বীয় চিত্তাদর্শকে সুপরিস্কৃত করিয়া তাহাতে তোমার অপার আনন্দ প্রতিমা জ্ঞান গোচর করেন, তিনি যেরূপ প্রসন্ন থাকেন; পাপ কলঙ্কিত ব্যক্তি সেরূপ কখনই থাকে না। আমরা কি ক্ষীণ স্বভাব, আমরা তোমার সংসর্গ জনিত সকল হইতে শ্রেষ্ঠতম ও সুগভীর সুখের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করত অস্থায়ি বিষয় সুখের প্রার্থী হইয়া সকল কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সংসারেরই আজ্ঞানুবর্ত্তী হই, এবং পরিণামে তদুপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হই; কিন্তু যৎকালে আমরা মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া সকৌতুকে চতুর্দ্দিক

অবলোকন করি, তখন বোধ হয় যে এই সমস্ত জগৎ তোমার প্রেম বারিতে অবগাহন করিয়া নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করত এক অত্যাশ্চর্য্য ও অনুপম পবিত্র ভাবে বিরাজ করিতেছে। তখন পিপাসাতুর চাতক যেরূপ এক বিন্দু জল কণার নিমিত্তে আকাশের প্রতি সোৎসুক নয়নে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করে, সেই রূপ আমরা সংসারের কর্দ্দমাক্ত জলে সুখ তৃষ্ণা নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তোমার অমৃতময় প্রেম বারির বিন্দু মাত্রের প্রত্যাশায় তোমার প্রতিই সকাতরে দৃষ্টি পাত করি। হে স্নেহময় জগৎ পিতা! তোমার অপার স্নেহ কাহার হৃদয়ে না অভিনিবিষ্ট আছে! মাতা যেরূপ স্বীয় শিশুকে দূরে বিচরণ করিতে দেখিলে ভয় প্রদর্শন করাইয়া তাহাকে আপন সমীপে আনয়ন করেন, সেই রূপ যখন তোমা হইতে আমরা দূরে ভ্রমণ করি তখন তুমি আমারদিগের পথে নানা প্রকার সাংসারিক বিভীষিকা বিস্তার করিয়া আমারদিগকে তোমার ক্রোড়স্থ হইতে আহ্বান কর; এবং মাতা যেরূপ আপন সন্তানকে ক্রীড়া সামগ্রী দেখাইয়া তাহাকে তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করেন, সেই রূপ তুমি আমাদিগের হর্ষ সম্পাদনের নিমিত্তে এই অখিল বিশ্ব সৌন্দর্য্য আমারদিগের নয়ন পথে আবিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছ। হে সর্ব্বান্তর্যামি পরমাত্মন্! আমরা যদি তোমার পথের পথিক হইয়া সংসারের দুঃখ শোক বিস্মরণ করিতে না পারিলাম তাহা হইলে আমারদিগের মনুষ্যত্বেতে আর প্রয়োজন কি? এবং হর্ষ, শোক, সম্পদ, বিপদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি কতকগুলির মধ্যে নিয়ত ঘূর্ণায়মান মাংস পিণ্ড মাত্র হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করাতেই বা আমাদিগের লাভ কি? হে অন্তরের অন্তর! আমরা প্রার্থনা করিতে না করিতেই তোমার উদার মুখচ্ছবি প্রকাশমান হইয়া আমারদিগের মনকে এ রূপ উদাস করিয়া দিতেছে, যে যে পর্য্যন্ত না আমরা তোমার নিকট আমারদিগের সমস্ত জীবন অর্পণ করিতে পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত আর কোন ক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮১ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ

প্রথম বক্তৃতা।

অদ্য কি আনন্দের দিন। অদ্য আমাদের নিরুৎসাহ নির্ব্বীর্য্য নির্জ্জীব ভাব গিয়া আমরা সকলে যেন জাগ্রত হইয়াছি। এখানকার সকলেরই চক্ষে উৎসাহ-প্রভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—বোধ হইতেছে যেন আমরা জীবন-শূন্য বঙ্গ দেশ পরিত্যাগ করিয়া আর এক উৎকৃষ্ট উন্নত দেশে উপনীত হইয়াছি। আমরা এখানে কোন পরিমিত দেবতার আরাধনার জন্য আসি নাই। এ স্থানে কোন বাহ্য আড়ম্বর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নত ভাব ও মহান্ উদ্দেশ্য মলিন করিতে পায় না। যিনি 'সত্যং শিবং সুন্দরং' ভুমা অমৃত স্বরূপ, তিনিই এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এখানকার প্রত্যেক রশ্মিতে তাঁহারই বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। তিনি আমাদের বাহিরে তত নাই, যত আমাদের অন্তরে আছেন। সমুদ্র-ঝঞ্ঝা বজ্র-ধ্বনি হইতে তাঁহার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে কিন্তু আমারদের অন্তরাত্মাতে—প্রতি ধর্ম্মের আদেশে—প্রত্যেক সাধু-ভাবে—তাঁহার গম্ভীর নিঃস্বন আরো সুস্পষ্ট শুনা যায়। মহোচ্চ পর্ব্বতে বা সুবিস্তৃত সমুদ্রে তাঁহার মহিমা বিরাজ করিতেছে; কিন্তু আমাদের নিঃস্বার্থ ভাব, অকৃত্রিম প্রেম, অমায়িক কৃতজ্ঞতা, অনন্ত আশা, এই সকলের মধ্যে তিনি আরো উজ্জ্বল রূপ প্রকাশিত হয়েন। তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরাত্মা। বাহ্যিক আমোদ প্রমোদের আড়ম্বর ও উন্মত্ততায় আমাদের ব্রহ্মোপাসনা হয় না—আমাদের উপাসনা আন্তরিক উপাসনা—প্রীতি পূজার পুষ্প—অতি পবিত্র উপহার। "আয়ুর্দেহি, যশোদেহি; পুত্রং দেহি, ধনং দেহি" আয়ু দেও, যশ দেও; পুত্র দেও, ধন দেও; ঈশ্বরের নিকটে আমাদের এমন অযোগ্য প্রার্থনা নহে —আমাদের প্রার্থনা এই 'অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়।' শরৎকাল কি হেমন্তকালে গঙ্গাসাগর

কি মক্কাতে আমাদের উপাসনা বদ্ধ নহে, কিন্তু সকল স্থান এবং সকল কালই তাঁহার উপাসনার আয়তন। আমরা সেই স্বয়ম্ভু অনাদি অনন্ত এক মাত্র পরমেশ্বরেরই উপাসক। যখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এমন উদার ভাব—যখন আমাদের এমন প্রশস্ত অধিকার; তখন লোক-নিন্দা, লোক-ভয়, এ সকল নীচ লক্ষ্য আমাদের নহে। যখন জল স্থল শূন্য, যখন ভূলোক ও দ্যুলোক—যখন আমাদের বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি, সকলে মিলিয়া 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মহোচ্চ পবিত্র নাম ঘোষণা করি-তেছে; তখন কি উপহাস, কি মিথ্যা বিনয়, কি লোক-ভয় কিছুতেই যেন আমরা তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত না হই—তাঁহার প্রতি প্রভু-ভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত না থাকি। শত্রুর নিকটে পুত্র কি পিতার পরিচয়, সেনা কি রাজার পরিচয় দিতে ভয় করিয়া থাকে? তবে আমাদের পিতা যখন সকলের পিতা—আমাদের রাজা যখন রাজার রাজা; তখন বিপক্ষের নিকট তাঁহার পরিচয় দিতে কি ভয়? তাঁহার মহিমা প্রচার অপেক্ষা আমাদের জীবনের সার কর্ম্ম আর কি আছে? অদ্য আমরা সেই পরম পিতার উপাসনা জন্য এখানে সকলে সমা-গত হইয়াছি। কি মনোহর দৃশ্য! তাঁহার অমৃত পুত্র-সকলের দ্বারা এই স্থান পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের উপাসনা যেন বাহ্যিক উপাসনা না হয়—শ্রবণ ও পাঠ মাত্রই যেন আমাদের সর্ব্বস্ব না হয়। ঋণ পরিশোধের ন্যায় কঠোর কর্ত্তব্য মনে করিয়া আমরা এখানে আসি নাই যাহাতে আমাদের আত্মা সেই ভূমার সহিত অকাট্য প্রেম-বন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমাদের লক্ষ্য। সরল হৃদয়ে—একাগ্র মনে প্রেমাশ্রুতে আর্দ্র হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা কর। তোমাদের সমুদয় মন, সমুদয় আত্মা, সমুদয় উৎসাহ ও সমুদয় অনুরাগ ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর। ভয় ও গ্লানি ও ম্লানতা রূপ মনের অন্ধকার দূর করিয়া বিনীত ভাবে, আন-ন্দিত মনে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে, গম্ভীর প্রেম ও অটল অনুরাগের সহিত তাঁহার আরাধনা কর। তোমাদের হৃদয়ে যদি কোন কামনা থাকে; তবে যেন তাহা ধর্ম্মের জন্য, পবিত্রতার জন্য,

পাপের উপরে বল পাইবার জন্য, ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য হয়। এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা কর—এই প্রকারে সেই অনাদ্যনন্তকে তাঁহার যোগ্য উপহার প্রদান কর।

কিন্তু ইহা মনে রাখ, তোমাদের এখানকার উপাসনা ইহারই জন্য যে সর্ব্বত্রই তাঁহার এই রূপ উপাসনা করিবে। ঈশ্বরের উপাসনায় যেমন আপনাকে পবিত্র করিবে, সেই রূপতাঁহার বিশুদ্ধ উপাসনা প্রচার করিতেও ক্ষান্ত থাকিবে না। এমন গুরুতর কার্য্যে আমাদের যেন প্রাণ-গত যত্ন থাকে। প্রথমে পরিবার, পরে স্বদেশ, পরে সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাক। যেখানে আমরা অন্নপান, সুখ দুঃখ, সকলই আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া ভোগ করি; সেখানে ঈশ্বরকেই কি একাকী লাভ করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারা যায়? যাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম দেশময় ব্যাপ্ত হয়, পৃথিবীময় প্রচারিত হয়, যখন আমাদের এমন মহান্ লক্ষ্য; তখন তাহার প্রথম সোপান যে পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে আসীন করা, তাহাই যদি না হইল, তবে আর কি হইল? এক এক পরিবারে যে কয় জন ব্রাহ্ম-ভ্রাতা আছেন, তাঁহারা ও কি নিরাকার নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে ভীত হইবেন? কেবল পুরুষেরা কেন? স্ত্রী পুরুষ—আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে মিলিয়া সেই পরম পিতার অর্চ্চনা কর। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যদি উদাসীন রহিলেন—তিনি যদি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে না পারিলেন, তবে এ দেশের আর কি হইল? ধর্ম্ম দূরের বস্তু নহে—ধর্ম্মকে তাঁহার স্বর্গীয় আসন হইতে আমাদের নিকটেই আনিতে হইবে—প্রতি দিনের ঘটনার মধ্যে তাঁহার সহায়তা চাই—যত দিন তিনি প্রতি গৃহে, প্রতি পরিবারে, প্রতি কর্ম্মে না আসিবেন, তত দিন আমাদের মঙ্গল নাই। ধর্ম্মের আভা আমাদের আত্মাতে যেন চকিতের ন্যায় ক্ষণিক না থাকে—কিন্তু সূর্য্য কিরণের ন্যায় যেন নিরন্তর প্রকাশ মান থাকে। এই জন্য ধর্ম্মকে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে আনিতে হইবে। যখন স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী, তখন তাহাকে হীন ধর্ম্মে অবনত রাখা কতদূর পর্য্যন্ত পরিতাপের বিষয়! এ

দেশের অবলাগণকে এ ক্ষণে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আশ্রয় দেওয়া কঠিন কর্ম্ম নহে। আমাদের দেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে যে সমস্ত বিঘ্ন ছিল, তাহা ঈশ্বরের প্রসাদে কেমন শীঘ্র নিরাকৃত হইয়াছে। এ ক্ষণে ভূমি পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বীজ নিক্ষেপ করিলেই হয়। পুরুষের দৃষ্টান্তে স্ত্রীলোকেরও অন্তর হইতে বৃথা-সংস্কার ও কুসংস্কার সকল অন্তরিত হইতেছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রবেশ জন্য এ ক্ষণে এদেশের সকল দ্বারই মুক্ত রহিয়াছে—এ ক্ষণে গৃহে গৃহে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রবেশ না করিলে মহান্ অনর্থ! স্ত্রীদিগের ধর্ম্মই ভূষণ—ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব ধন। তাহাদের কুসুম সদৃশ কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব যেমন শীঘ্র প্রবিষ্ট হয়, এমন আর কিছুই নহে। অতএব তাহারদিগকে বিশ্বাসশূন্য নিরাশ্রিত রাখা কত মন্দ! যে গৃহে স্ত্রী পুরুষেরা একত্রে বিশুদ্ধ স্বরূপের উপাসনা করিবে, সে গৃহ পবিত্র হইবে—সেখান হইতে বিবাদ কলহ দূর হইবে—সেখানে স্বার্থপরতা লজ্জিত হইবে—নূতন সদ্ভাব ও প্রেম উদিত হইবে—মাতার ক্রোড় হইতে শিশু পবিত্র ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে—জ্ঞান ধর্ম্ম একত্রে মিলিত হইবে—অবিশ্বাস আর স্থান পাইবে না। যখন আমাদের পরিবারেরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে, তখন তিনি আমাদের সাংসারিক কার্য্যে পবিত্রতা বিস্তার করিবেন—কর্ম্মের সময় আমাদের সততাকে রক্ষা করিবেন—সকলকে সকলের সহিত সম-দুঃখ-সুখে কালহরণ করিতে শিক্ষা দিবেন—দুঃখ ও বিপদের সময় আমাদের মনে সন্তোষ ও ধৈর্য্য প্রেরণ করিবেন—তিনি অতি যত্নের সহিত আমাদিগকে লালন পালন করিবেন। অতএব প্রথমেই পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আশ্রয় আনয়ন কর। লোক-নিন্দা, উপহাস; এ সকল বাধা এমন মহৎ কর্ম্মে কোন বাধাই নহে। প্রতি পরিবার এই রূপে পবিত্র হইলে, তবে আমাদের দেশ পবিত্র হইবে।

প্রতি ব্রাহ্মই এক এক জন ধর্ম্ম প্রচারক। যে দিনে তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন অবধি তাঁহার উপরে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের গুরু ভার পতিত হইয়াছে। যাহাতে বঙ্গ

ভূমিতে ঈশ্বরের উপাসনা-বীজ প্রক্ষিপ্ত হয়, ইহাতে সকল ব্রাহ্মের প্রাণ-পণে যত্নবান্ থাকা উচিত। কি উপদেশ, কি দৃষ্টান্ত, কি ধন-ব্যয়, কি জ্ঞান-বিতরণ; যিনি যে প্রকারে পারেন তাঁহার সেই উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সকলের অল্প অল্প ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হইলে মহান্ কার্য্য সকল ফলবান্ হইবে। ইহাতে যদি প্রতিজন ঔদাস্য করেন—প্রতিজন যদি এই রূপ বলেন, আমা হইতে কি হইবে—তবে মহান্ অনিষ্টের সম্ভাবনা। আমরা যাহা জানি, তাহা যদি সকলের সম্মুখে ব্যক্ত করিতে পারি; তবে যে কি রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, কে বলিতে পারে—কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমুদায় ভারতবর্ষে হয়ত তাহার শিখা ব্যাপ্ত হইতে পারে। যে হস্তে জ্বলন্ত-কাষ্ঠ থাকে, সে হস্তের গুণে কিছুই হয় না; কিন্তু তাহার অগ্নিতে সকল বস্তু দগ্ধ হয়। আমাদের বল অল্প হউক বা অধিক হউক—সত্য ধর্ম্মের বল কোথা যাইবে? এইক্ষণে এই বঙ্গ দেশে অধর্ম্মের স্রোত যেরূপ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতিত কিছুই হইবে না। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা উত্থিত হও—নিদ্রার কাল অতীত হইয়াছে। কোন ব্রাহ্মই এরূপ বলিতে পারেন না, আমি কিছুই করিতে পারি না—একা রামমোহন রায় এই রূপ ঔদাস্য প্রকাশ করিলে এদেশের কি মহান্ অনর্থ হইত? যাহাদের মনে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহদ্ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস এই যে এ ধর্ম্ম কেবল এ দেশের জন্য নয়; কিন্তু সকল পৃথিবীর জন্য। যে ধর্ম্মের এমত উদার ভাব, অতি সঙ্কীর্ণ ভূমি যে এই বঙ্গভূমি, তাহাতেও কি ইহা রোপিত হইবে না? এমত মহৎ কর্ম্মে ঈশ্বরই আমারদের সহায় হইবেন—'সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।' এই হতভাগ্য বঙ্গ ভূমিতে যদি কেবল ধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিতে পারা যায়, তবে ইহার সকল দোষ পরিহার হইতে পারে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ কি এ দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে? কখনই না। দুর্ব্বল পুত্রের উপরে মাতার যেমন অধিক স্নেহ পড়ে; এই বঙ্গদেশের উপরে ঈশ্বরের সেই প্রকার স্নেহ। এ দেশ না ধনেতে, না বিদ্যাতে, না

শ্রীতে, না সৌভাগ্যে, না ঐক্যতাতে; কোন বিষয়েই সুসম্পন্ন নহে। যখন এ দেশের এমন দুরবস্থা, তখন ঈশ্বর আপনাকে দান করিয়া এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। কাহার মনে ছিল যে এই অন্ধতম প্রদেশে পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অঙ্কুরিত হইবে। আমাদের এমন কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি, কি বল, যে এমন পবিত্র ধর্ম্মকে আমরা রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যখন এ দেশ পাপেতে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে, তখন ঈশ্বরের কৃপার চিহ্ন এই দেখা যাইতেছে, যে তিনি এখানে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন এবং এখনো পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া আমারদের এই প্রিয়তম ব্রাহ্ম-সমাজ চতুর্দ্দিকে তরঙ্গিত ঘটনাবলির মধ্যে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অদ্য ইহার বয়ঃক্রমের ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল! এই কালের মধ্যে সমুদয় ভারতবর্ষ কত প্রকারে আন্দোলিত হইয়াছে। ইহার কত কত সমাজ উপপ্লবে প্লাবিত হইয়াছে—কত দেশ দগ্ধ ও সমভূমি হইয়াছে—কত রাজ্য রাজা অবস্থান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের এই সমাজ এক স্থানেই স্থির থাকিয়া সকলকেই ঈশ্বরের পথে আহ্বান করিতেছে। ইহা অস্থির বালুকারাশির মধ্যে মিশরীয় স্তম্ভ সদৃশ অটল হইয়া রহিয়াছে। ইহা এ দেশের কেমন শুভ লক্ষণ! রামমোহন রায় যে কি এক অগ্নি জ্বালিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনো পর্য্যন্ত জ্বলিতেছে এবং দিন দিন আরো প্রখর হইয়া উঠিতেছে। ঈশ্বরের এমন অনুগ্রহের প্রতি আমরা যেন তুচ্ছ-নয়নে দৃষ্টি না করি। সকল মঙ্গলের অঙ্কুর এই যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, ইহাকে যেন আমরা প্রাণ-পণে রক্ষা ও প্রচার করি। আমাদের এই হতভাগ্য দেশ অপেক্ষা বলে বীর্য্যে সভ্যতা ভব্যতায় আরও কত কত শ্রেষ্ঠ দেশ আছে; কিন্তু বঙ্গদেশের কি সৌভাগ্য! ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অন্য সকল দেশ পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতেই উত্থিত হইয়াছেন। মাতার দুর্ব্বল পুত্রের ন্যায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ এ দেশের উপরেই পড়িয়াছে। এ ক্ষণে এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উপরেই আমাদের সকল আশা, সকল ভরশা। ইহার দুর্গতিতে আমাদের দেশের দুর্গতি—ইহার উন্নতিতে আমাদের দেশের উন্নতি। এখানকার প্রতি জন,

প্রতি পরিবার, প্রত্যেক সমাজ ও সমুদায় জাতিকে ঈশ্বরের দিকে আনয়ন করিবার জন্য কে সহায়? না ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। বঙ্গ-সমাজ হইতে অধর্ম্ম কলঙ্কের অপনয়ন কিসে হয়—কুসংস্কার, অবিশ্বাস, লোক-ভয়, স্বেচ্ছাচার, এই সকলের মূল কিসে শুষ্ক হয়? ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি দাস, কি প্রভু, সকলকে পরম পবিত্র সৌহার্দ্দ রসে কে মিলিত করিতে পারে? ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, যে ভয়ানক বিদ্বেষ-ভাব আছে, তাহা উন্মূলন করিয়া সকল বর্ণকে এক জাতি, সকল জাতিকে এক পরিবারের মত কে করিতে পারে? সেও আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। কেবল বিদ্যার বলে এ সকল সিদ্ধ হয় না, কেবল দিবা-নিশি বুদ্ধি গণনা করিতে শিখিল ইহার কিছুই করিতে পারা যায় না। কোন এক বিশেষ অমঙ্গল নিরাকৃত হইলেও ইহার সকল সিদ্ধ হয় না—এক ধর্ম্মই আমাদের সহায় আছেন পবিত্র উন্নত সুগভীর ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদের সহায়।

ধর্ম্ম উজ্জ্বল হইলে এ দেশের সকল অমঙ্গল একে একে আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে—তাহাদের অকাল মৃত্যু আহ্বান করিবার জন্য রাজ নিয়মের আবশ্যক হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভা এ দেশে বিকীর্ণ হইলে জাতি-ভেদের বিদ্বেষ ও কলহ আপনাপনি স্থগিত হইবে—উদ্বাহের নিয়ম পরিশুদ্ধ হইবে—ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বিসম্বাদ আর স্থান পাইবে না; কিন্তু সকলের মধ্যে সৌহার্দ্দ-বন্ধন দৃঢ়বদ্ধ হইবে—অসত্য, প্রতারণা, মিথ্যা সাক্ষী, বিশ্বাসঘাতকতা, এ সকল পাপ বঙ্গ-দেশে আর কেহই আরোপ করিবে না—ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে আমাদের সকল সৌভাগ্য উদিত হইবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উপরে যখন আমাদের এত ভরশা, তখন তাহাকে যেন আমরা এ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিই। এমন পবিত্র ধর্ম্ম যেন আমাদের সকলের হৃদয়ে রাজত্ব করে। আমা-দের সকল চিন্তা, সকল কামনা, সকল আলাপ, সকল অনুষ্ঠান, যেন ইহারই অনুগত হয়। কি নির্জ্জনে, কি সজনে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি ব্রাহ্ম-সমাজে, সকল স্থানে ইহা যেন আমাদের সঙ্গে থাকে,

কিসে আমরা এই সত্য ধর্ম্মের প্রভাব জগতে ব্যাপ্ত করিতে পারি, এই যেন আমাদের সমুদায় জীবনের শিক্ষা হয়। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের লাবণ্যময়ী আকর্ষণী প্রতিমূর্ত্তি আমরা যেন জগতের সম্মুখে ধারণ করি। হে ব্রাহ্মগণ! তোমাদের উপরে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সকলই নির্ভর করিতেছে। এ ধর্ম্ম যখন তোমাদিগকে রমণীয় বেশ ভূষাতে সুসজ্জিত করিবে—যখন তোমাদের অন্তর ও বাহির নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ হইবে—যখন কর্ম্মের সময় তোমা-দের সভতা, বিপদে অটল ধৈর্য্য, সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখ-দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে—যখন ঈশ্বরের কার্য্য-সাধনে কোন পরিশ্রমকে পরিশ্রম বোধ করিবে না—গুরু বিপদকে বিপদ জ্ঞান করিবে না—যখন তোমাদের জীবনের বিশুদ্ধ মিতাচার সকল অত্যাচারের কন্টক স্বরূপ হইবে—যখন তোমাদের গৃহ নির্ম্মল শান্তির আধার হইবে এবং তোমাদের পরিবারের মধ্যে নিশ্চল প্রেম ও সদ্ভাব বিরাজ করিতে থাকিবে; তখন দেখিতে পাইবে, তোমরা সকলের জীবিত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে—তোমা-দের জীবনই ধর্ম্ম-পুস্তক হইবে—তখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বল আপনা-পনিই দেশময় প্রচার হইতে থাকিবে। ইহা নিশ্চয় জান, যে অন্যের মন ও চরিত্রের উপরে তোমাদের যত না অধিকার, আপ-নার উপর তাহা হইতেও বিস্তৃত প্রশস্ত অধিকার। যদি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাও, তবে অগ্রে দেখ, তাহার মূল তোমা-দের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে কি না? চক্ষু যেমন আপনাকে ভিন্ন অন্য সকলকে দেখিতে পারে, আমাদের মনও সেই রূপ আপ-নাকে না দেখিয়া অন্যের দিকে সহজেই ধাবমান হয়। ইহার প্রতি সাবধান থাকিবে। যিনি আপনাকে শোধন করিবার পরি-শ্রম স্বীকার করিতে না চাহেন, তিনি যেন ধর্ম্ম প্রচারের গুরুতর ভার গ্রহণ না করেন। যে ব্রাহ্ম নীচ ও অসৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন—যিনি পান ভোজন ও আমোদ প্রমোদকেই জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া জানেন; তিনি যেন প্রচারক হইতে না যান। সেই প্রকার ব্যক্তি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পরম শত্রু—তাহাদের জীবন এ ধর্ম্মের উন্নতির কন্টক স্বরূপ। অতএব বারম্বার বলিতেছি, প্রথমে

আপনাকে পবিত্র করিয়া পরিবার ও প্রতিবাসী ও সমুদয় দেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রাণ-পণে যত্নবান্ হও। ইহার জন্য সকল ত্যাগই স্বীকার করিতে উদ্যত হও—আপনার শরীর-পাত করিতেও ভীত হইও না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮১ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

হে করুণাময় পরম পিতা! সম্বৎসর কাল তোমার করুণার আশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে জীবিত থাকিয়া তোমার প্রসাদে অদ্য এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে তোমার অপার মহিমা ও করুণা কীর্ত্তন করিতে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। নাথ! তোমার মঙ্গল-গীত উপযুক্ত রূপে গান করে কাহার সাধ্য? তোমার করুণা-রাশি গণনা, ধারণা বা মনেতে কল্পনাই করা যায় না, তবে কি প্রকারে তাহার বর্ণনা হইবে? তুমি প্রতি নিয়তই যে কত প্রকার সূক্ষ্ম ও অনির্দ্দেশ্য উপায় দ্বারা আমারদিগের শরীরকে রক্ষা করিয়া তোমার মঙ্গল-ময় কর্ম্ম সম্পাদন জন্য তাহাকে সক্ষম করিতেছ ও আমাদের আত্মাতে সাক্ষাৎ বিরাজমান থাকিয়া তাহার ধর্ম্মের উদ্দীপন করিতেছে; তাহা কি বলিব। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে যে ঋতু, যে মাস, যে পক্ষ, যে দিবস, যে দণ্ড, বা যে নিমেষের প্রতি লক্ষ্য করি, সেই সময়েই দেখি, যে তুমি আমারদিগকে অত্যাশ্চর্য্য যত্নের সহিত রক্ষণ ও পালন করিতেছ—আমাদিগকে তোমার নিত্য-পূর্ণ অমৃতধামের অধিকারী করিয়া আপনার অমোঘ সাহায্য প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাইতেছ। মাতা যেমন আপনার শিশু-সন্তানের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে পদ চালনা করিতে শিক্ষা করান, তুমিও সেই রূপ অনুপম স্নেহ ও বাৎসল্য সহকারে আমাদিগকে ধর্ম্মের পথে লইয়া যাইতেছ। সেই পথে প্রত্যেক পদ বিক্ষেপের

সময়ে তুমি আপনার প্রসন্ন মুখ-জ্যোতিঃ প্রদর্শন করাইয়া তাহাতে অগ্রসর হইতে আমাদিগকে প্রবল উৎসাহ দ্বারা উৎসাহিত করিতেছ। তুমি নিয়তই আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছ, যে তুমিই আমাদের পরম ধন ; তোমাকে সতত হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া ধর্ম্ম সাধন করাই আমাদের জীবনের এক মাত্র তৃপ্তি ও সাফল্যের হেতু; তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে ভ্রমণ করিলে আমাদের মহান্ অনর্থ ও দুঃখ সজ্ঘটিত হয়। তোমার এই অমৃতময় উপদেশ মোহ বশতঃ আমরা বারম্বার অবহেলন করিতেছি; কিন্তু তুমি আমারদের মানস-পটে তাহা মুদ্রিত করিবার জন্য কি অনির্ব্বচনীয় যত্নই প্রকাশ করিতেছ। সেই যত্নের বিষয় স্মরণ হইলে তোমার প্রতি প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি না। গতবর্ষে কত সময়েই তোমার এই আশ্চর্য্য যত্নের চিহ্ন আমরা অনুভব করিয়াছি। আমরা কত বার তোমাকে বিস্মৃত হইয়া অসার সংসারকে সার মনে করিয়া স্বার্থ সাধন জন্য ব্যাকুল হইয়াছি—তজ্জন্য আশা রূপ প্রবল বহমান পবন দ্বারা চঞ্চল হইয়াছি—বিষয় রূপ ভয়াবহ-তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রবাহে ভাসমান হইয়াছি—কখন ক্ষণিক বিষয়-সুখ লাভে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিয়াছি—আবার হঠাৎ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া নৈরাশ্যানল দ্বারা দগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু যখন আমাদের ঈদৃশ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তখন তুমি আমাদিগের মনে দিব্য-জ্ঞান সমুদিত করিয়া আমাদিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছ। সেই প্রভাবে আমাদিগের স্বার্থ-সাধন প্রবৃত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে; তখন তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন জন্য আমরা জীবন ধারণ করিয়াছি, ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইয়াছে ; তখনি আমাদের চিত্ত বিষয়-বিকার হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত সুস্থতা লাভ করিয়াছে। আমরা কত বার লোভ মোহের প্ররোচনা বাক্যে বশীভূত হইয়া তাহাদিগের অনুমোদিত পথে ধাবিত হইতে উদ্যুক্ত হইয়াছি, কিন্তু হে পতিত-পাবন! যখনি আমরা এই রূপ বিপথগামী হইয়াছি, তখনি তুমি পবিত্র স্বরে সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুণ্য পদবীতে আসিতে আমাদিগকে

আহ্বান করিয়াছ—তোমার সুমধুর বচন শুনিয়া আমরা অমনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি ও তোমার অভয় ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া কুপ্রবৃত্তি-সকলকে পরাভব করিতে সক্ষম হইয়াছি—আমাদের ধর্ম্মের বল চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কতবার বিষয় সুখ-ভোগে এ প্রকার অভিভূত হইয়াছি যে ইহ লোককেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া তোমার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ পদ, তোমার সহিত চির-সম্বন্ধ, আমাদের অনন্ত কালের উপজীব্য অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ, সমস্তই বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগের উচ্চ গৌরব খর্ব্ব করিয়াছি; কিন্তু হে ধর্ম্মাবহ! সেই সময়ে তোমার প্রসাদাৎ "আমরা তোমার পুত্র" এই সত্য যেমন উদ্বোধ হইয়াছে, অমনি আমাদের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য চিন্তাকাশে উদিত হইয়া বিমল প্রভা ধারণ করিয়াছে—মোহ-ঘনাবলী দূরীকৃত হইয়াছে;—তখন আমরা এখানকার ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া কেনই ব্যতিব্যস্ত হইতেছি বলিয়া আপনারদিগকে কতই অবমাননা করিয়াছি;—তখন পার্থিব বিষয় সকলের যথার্থ মূল্য অবগত হইয়াছি ও তোমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাহাদের যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছি। কখন সাংসারিক বিপদে নিমগ্ন হইয়া আপনাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় জ্ঞানে মুহ্যমান হইয়াছি; কিন্তু তুমি তৎকালে অভয় প্রদান করিয়া আমারদিগকে সাহস ও উৎসাহ দিয়াছ; "তুমি মঙ্গল-স্বরূপ, যাহা করিতেছ, তাহাই মঙ্গলের নিমিত্ত" এই জ্ঞান তুমি আমাদের বোধ নেত্রে প্রতিভাত করিয়াছ ও তাহার সহায়ে আমরা তোমাকে পাইয়া তোমাতেই নির্ভয়ে স্থিতি করিতেছি; তখন সাংসারিক বিপদের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের অভিঘাতেও আমরা অচলের ন্যায় স্থির রহিয়াছি, কিছুতেই আর আন্দোলিত হই নাই। এই সম্বৎসর কাল মধ্যে যখনি আমরা তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, তখনি নিদারুণ ক্লেশে নিপতিত হইয়াছি; কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে আশ্রয় করিয়া কায়-মনোবাক্যে তোমার ধর্ম্মোপদেশের অনুযায়ী আচরণ করিতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াচি, তখনি আমরা জীবনের সাফল্য সম্পাদন করিয়াছি। তুমি এই মঙ্গলময় বিধান করিয়াছ, যে তোমাতেই

আমাদের সুখ। "তুমিই রস স্বরূপ তৃপ্তি হেতু।" তুমি এই কারণেই বিষয়ের সহিত প্রকৃত সুখের সংযোগ কর নাই যে আমরা বিষয়ে পরিতৃপ্ত না হইয়া তোমাকে অন্বেষণ করিব ও তোমাকে লাভ করিয়া চরিতার্থ হইব,—তুমি আমারদের হিতের নিমিত্তে তোমাকে পাইবার পথ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছ ; কিন্তু আমরা ভ্রম বশতঃ তাহার অনুগামী হইতেছি না। তুমি আমাদের পরম করুণাময় পিতা, সকল বিপদের ত্রাতা, সকল মঙ্গলের আকর, এক নিমেষের নিমিত্তেও আমাদিগকে বিস্মৃত হও নাই ; কিন্তু আমরা এরূপ অচেতন-স্বরূপ যে তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি, আমরা তোমার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতর সুখকে অবহেলন করিয়া অনিত্য বিষয় সুখকেই সর্ব্বস্ব বোধে তাহারই পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছি। হা! আমরা আপনাদিগের দোষেই তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া রহিয়াছি। আমরা যদি এরূপ বিমূঢ় চিত্ত না হইতাম, তাহা হইলে এত দিনে আমরা ধর্ম্মের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়া তোমার সহবাস রূপ বিশুদ্ধ সুশীতল বায়ু সেবনে কৃতার্থ হইতাম। এতদিনে বিষয়কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তোমাকে সতত সাক্ষাৎ বিদ্যমান দেখা আমাদিগের কতই অভ্যাস হইত। আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কামনা, প্রত্যেক আশা তোমার প্রতিই ধাবিত হইত। এতদিনে আমরা এখানে থাকিয়া পারত্রিক নির্ম্মলানন্দের স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইতাম। কিন্তু আমরা ইহার কিছুই করিতে পারিলাম না। হে পরমাত্মন্! আমরা কি চিরকালই তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া নিতান্ত দীন হীন ভাবে অবস্থিতি করিব? তোমার সহিত বিচ্ছেদ আর আমাদের সহ্য হয় না। এ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইতে আমরা অদ্যাবধিই মুক্ত হইব। আমরা আর তোমাকে ক্ষণ-কালের জন্যও বিস্মৃত হইব না। তুমি যে নিরন্তর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সৎপথে যাইতে প্রবৃত্তি বিধান করিতেছ, তাহার অনুযায়ী হইয়া আমরা অহরহঃ ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠানে জীবন সমর্পণ করিব। আমরা অদ্যাবধি সর্ব্বদাই দেখিব, যে তোমার কার্য্য আমরা কতদূর সম্পন্ন করিতেছি—

তোমার সঙ্গ লাভ আমাদের কতদূর অভ্যাস হইতেছে—আমরা যে বিদ্যা শিক্ষা করি—যে কর্ম্ম, যে চেষ্টা যে আলাপ ও যে কথোপকথন, বা যে আমোদ করি, তাহা তোমার নিয়মানুগত হইতেছে কি না ; তাহাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইবার পথ আমাদের কতদূর আয়ত্ত হইতেছে। কি সূর্য্যের উদয়াস্ত, কি শশিকলার দিন দিন হ্রাস বৃদ্ধি, কি বিহঙ্গ শরীরের সূক্ষ্ম পতত্র, কি ঘন ঘোর গর্জ্জিত মেঘ-মালা, কি আমাদিগের প্রত্যেক নিশ্বাস ও নিমেষ; সকলেতেই আমরা তোমাকে সাক্ষাৎ বিরাজমান দেখিয়া তোমার মহিমা মহীয়ান্ করিব। তোমাকে অদ্যাবধি আমরা নয়নে নয়নে, মনে মনে, প্রাণ-পণে রাখিব। কিন্তু হে করুণাসিন্ধু! তোমার সহিত এই রূপ সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে আমরা কত বারই মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কতবারই সেই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ করণে কতই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। দয়াময়! তোমার সহায়তা ব্যতিরেকে আমরা কি আপনাদের প্রতিজ্ঞা বলে তোমার পথের পথিক হইতে পারি? অতএব আমরা তোমার নিতান্ত শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, যে তুমি আমাদিগের মনকে তোমার সৌন্দর্য্য সাগরে আকর্ষণ করিয়া লও; যেন তোমার প্রেমের প্রেমিক হইয়া আমাদিগের জীবন অভিনব মনোহর বেশ ধারণ করে—আমাদের মন ও কার্য্য নুতন রূপে সংরচিত ও পরিণত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮২ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

অদ্যকার উৎসব উপলক্ষে মহা সমারোহ দেখিয়া নয়ন ও মন তৃপ্ত হইতেছে, কিন্তু যাঁহারা কেবল সমারোহ দেখিবার জন্য অদ্য এখানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা অদ্যকার দিনের

যথার্থ গৌরব কিছুই জানেন না। আমরা শূন্য কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য এখানে আসি নাই আমরা সংসারীর মত হইয়া সাংসারিক ভাবে এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে একত্র হই নাই। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব আমারদের মনে চির মুদ্রিত হইবে। আমরা এখানে আসিয়াছি যে হৃদয়ে হৃদয়ের সম্মিলনে প্রীতির শিখা উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে সেই মহেশ্বরের প্রতি গমন করিবে। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরেতে সমুদয় হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম পালন করিতে অপ্রতিহত বল পাইব—তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে অপরাজিত উৎসাহ পাইব। আমরা এখানে আসিয়াছি যে ঈশ্বরের ভাবের ভাবুক পুণ্য হৃদয় সাধুদিগের মুখজ্যোতি দেখিয়া মলিন হীন ভাব সকলকে দূর করিতে পারিব, কৃতজ্ঞতাকে উজ্জ্বল করিব, আশাকে উন্নত করিব—প্রীতি-পুষ্প বিকশিত করিয়া প্রেমস্বরূপকে দান করিব। এখান হইতে কেহ শূন্য হস্তে শূন্য হৃদয়ে চলিয়া যাইও না। অদ্য হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তাহা যেন চিরদিন জ্বলিতে থাকে।

অদ্য এখানকার ভাব দেখিয়া কি কাহারো মনে হইতেছে না, যে সকল লোকের বিপক্ষে, সকল অসত্যের বিপক্ষে, সত্যের জয় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। কাহারো মনে কি সত্যের স্পৃহা প্রদীপ্ত হইতেছে না? ঈশ্বরের প্রেম সমুজ্জ্বল হইতেছে না? মঙ্গলের প্রভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না? উন্নত আশার সঞ্চার হইতেছে না? এ ক্ষণে কেহ মনে করিতেছেন না, আমি সংসারের আকর্ষণেই আর ভুলিয়া থাকিব না, আজ অবধি ঈশ্বরে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া নির্ভয় হইব? কাহারো কি মনে হইতেছে না, অদ্য অবধি আর আর নীচ লক্ষ্য, নীচ কার্য্য, পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চিরজীবন ব্যয় করিব? অদ্য আমারদের মনে যে অনুরাগ—অনল প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা যেন নির্ব্বাণ না হয়।

অদ্য যেন আমারদিগকে কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে "সকলে

শ্রবণ কর—বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জয় হইবে—সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জয় হইবে।" সত্য আপনার বলেই এ প্রকার বলীয়ান্ যে তাহা অন্যের সাহায্য অতি অল্পই আবশ্যক করে। দেখ, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জন্য এখনো পর্য্যন্ত কাহারও রক্ত পাত হয় নাই, তথাপি ইহার বল কেমন প্রচার হইতেছে। চতুর্দ্দিকে কি নিবিড় অন্ধকার! তাহার মধ্যেও সত্যের আলোক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। কত ভয়ানক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম উন্নত ভাবে পদ সঞ্চার করিতেছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে কত লোকের সত্য অনুসন্ধানে স্পৃহা জন্মিয়াছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের শীতল আশ্রয়ে কত শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ-স্বরূপ কত লোকের মনে প্রতিভাত হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রেমে কত আত্মা অভিষিক্ত হইয়াছে। এই অল্প কালের মধ্যে অনেকের মনে ধর্ম্মের জন্য একটী অভাব বোধ হইয়াছে—ঈশ্বরের জন্য একটী অভাব বোধ হইয়াছে; আত্মার সেই একটী গভীর অভাব, সংসার যাহা কিছুতেই বিমোচন করিতে পারে না। এই প্রকার সত্যানুরাগী ঈশ্বরান্বেষী সাধুদিগের আত্মাকে পূর্ণ করিবার জন্য কোন কোন মহাত্মা আপনার সমুদয় পরিশ্রম, সমুদয় যত্ন অর্পণ করিতেছেন। যাহাতে অসত্যের উচ্ছেদ হয়, ভ্রমান্ধকার দূর হয়, সংশয়াত্মা সত্য-জ্যোতিতে পূর্ণ হয়, শুষ্ক হৃদয় প্রীতির নীরে অভিষিক্ত হয়, তাহার এখন সদুপায় হইয়াছে। এই অল্প দিনেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটী ভ্রাতৃ ভাব সংস্থানের উপক্রম হইয়াছে। হা! তখন পৃথিবী কি সুখের দিন দেখিবে, যখন এই রূপ হইবে, সমুদয় ব্রাহ্মই এক শরীর, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই তাহার প্রাণ। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে প্রকার শূন্য-হৃদয় হয়, তাহা এ ক্ষণে অনেকে অনুভব করিতেছেন। ঈশ্বরের উপাসনাতে সহস্র আত্মা পবিত্র হইয়াছে, উন্নত হইয়াছে, বল পাইয়াছে, জ্যোতি পাইয়াছে, জীবন পাইয়াছে। তাঁহারদের হৃদয় ঈশ্বরের ভাবে উচ্ছসিত হইয়া আর আর হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। বঙ্গভূমির মধ্যে কোথায় আলাহাবাদ, কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীপুর, কোথায় ত্রিপুরা, স্থানে স্থানে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত বৎসরে আমাদের

মনে হইয়াছিল, এখনো পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম উদাসীন রহিলেন, এখনো পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না, এ বৎসরে সে অভাবও দূর হইয়াছে। এক এক পরিবার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ছায়া লাভ করিয়াছে। হা! আমার আশার অতীত ফল পাইয়াছি। ইউরোপের বিজ্ঞ লোকদিগের মনও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ভাবে পূর্ণ হইতেছে। তাঁহারদের অগ্নিময়-বাক্য-পূর্ণ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাঠ-করিয়া কে না তাঁহারদিগকে ব্রাহ্ম ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হন? তাঁহারা ইউরোপ বাসী হইলেন, তাহাতে কি? ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পূর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশ এক করিবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পৃথিবীর সমুদয় জাতিকে এক পরিবারের মত করিবে। ব্রহ্ম-পরায়ণ দিগের হৃদয় অভিন্ন হৃদয়। দূরদেশ তাঁহারদিগকে পৃথক্ করিতে পারে না। দূর কাল তাঁহারদিগকে পৃথক্ করিতে পারে না। তাঁহারদের মধ্যে যদি বিস্তৃত সমুদ্র মুখ ব্যাদান করিয়া থাকে, তথাপি তাঁহারা এক। যদি লক্ষ বৎসর ব্যবধান থাকে, তথাপি তাঁহারা এক। সত্য-ব্রত প্রাচীন ঋষিরা যেমন আমারদের, তদ্রূপ ইংলণ্ড বা আমেরিকা বা পারস্তান দেশের কোন এক সত্যানুরাগী ঈশ্বর প্রেমীও আমারদের ব্রাহ্ম-সমাজের এক জন।

আমরা যদি কেবল গত বৎসরের ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতির বিষয় আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাই যে এই এক বৎসরের মধ্যে আমারদের মনে কত অমূল্য সত্য মুদ্রিত হইয়াছে। এই সমাজের বেদী হইতে যে সকল অগ্নিময় বাক্য নিঃসারিত হইয়াছে, তাহা কি কাহারো অন্তরের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিকম্পিত করে নাই? আমরা কত সময় এই পবিত্র স্থানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরকে অন্তরতম প্রিয়তম ঈশ্বর বলিয়া প্রণিপাত করিয়াছি। আমরা কেমন স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, জড় জগৎ আমারদের চক্ষের তত নিকট নহে—ঈশ্বর আত্মার যত নিকট। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সেই অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বরকে আমারদের নিকটে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমারদের কি ভয়, কিসের অভাব আছে? আমরা সেই ঈশ্বরকে পাইয়াছি, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সংসারের পাপ-তাপ দুঃখ-দুর্গতি মধ্যে অটল থাকিতে পারি।

আমরা সংসারের আর সকল বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারি, আর সকল সম্পদ্ তুচ্ছ করিতে পারি; কিন্তু সেই প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বর—তিনি প্রাণ হইতেও প্রিয়তর—তাঁহাকে না পাইলেই নয়। তাঁহাকে পাইলে আমারদের নিকটে আর সকলই উজ্জ্বল দেখায়। আমরা সেই অমৃতের পুত্র বলিয়া আমারদের এই জীবনকে অমূল্য জীবন মনে করি। আমরা আমারদের পিতাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই—তাঁহার প্রকাশে সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় দিক্ বিদিক্ সমুজ্জ্বলিত দেখি। আমরা নির্জ্জনে তাঁহাকে অনুভব করি—প্রিয় বন্ধুর সহবাস অপেক্ষা তাঁহার সহবাসে সুখী হই। তাঁহার জন্য আমারদের সকল কার্য্য আনন্দের সহিত সম্পন্ন করি—আমারদের দেহ মনের সকল শক্তি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি। তাঁহার জন্য আর সকলি বিসর্জন করিতে পারি। যদি এই প্রাণ দান করিয়া তাঁহার কোন মঙ্গল কার্য্য উদ্ধার করিতে পারা যায়, তবে আমারদের পরম সৌভাগ্য। সম্পদের সময় কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করি। বিপদে তাঁহার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় শিক্ষা করি। পাপ-তাপে সেই পবিত্রতার প্রস্রবণের নিকটে গিয়া শীতল হই। কোন অবস্থা কোন ঘটনা আমারদিগকে তাঁহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। মৃত্যুতে, বিদেশ হইতে স্বদেশে যাওয়া যে প্রকার, সেই প্রকার আনন্দ হয়; কেননা আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে আমরা যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, ঈশ্বর আমারদের সঙ্গেই থাকিবেন এবং নূতন নূতন আনন্দ বিধান করিবেন আমাদের এ সংসারে ভয় নাই—আমাদের মৃত্যুতে ভয় নাই। বিশ্বাস শূন্য শূন্য-হৃদয় ব্যক্তি যে সকল স্থান শূন্য দেখে, আমরা তাহা দেব-ভাবে পূর্ণ দেখি, তাহারা যে সকল বিষয় স্মরণ করিয়া ভয়েতে কম্পিত হয়, আমরা তাহা স্মরণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই। আমরা সেই মঙ্গল-স্বরূপের অনুচর হইয়া দেখি, আমাদের প্রীতি তাঁহার সেই উদার, সেই গম্ভীর প্রীতির অনুরূপ ভাব ধারণ করে। তাঁহার সেই প্রীতি দেখিয়া আমরা সকলকেই বন্ধু বলিয়া, ভ্রাতা বলিয়া, আলিঙ্গন করি—যে পর্য্যন্ত না সকলকে সেই পিতার চরণে আনিয়া অবনত করিতে পারি, সে

পর্য্যন্ত আর কিছুতেই নিরস্ত হই না। আমারদের প্রীতির বিরাম নাই। আমারদের আশার শেষ নাই। এমন কোন সত্য নাই, এমন কোন মঙ্গল নাই, ঈশ্বর আমারদের এমন পিতা নন যে তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতে না পারি। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার হইবে। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে সকল মনুষ্য জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে, উন্নত হইয়া সেই এক মাত্র মঙ্গল স্বরূপের উপাসক হইবে। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আশা করিতেছি যে প্রতি আত্মা উন্নত হইয়া তাঁহার চরণের মঙ্গল ছায়া লাভ করিবে। এখন যদিও চতুর্দ্দিকে রোগ শোক, পাপ তাপ, দেখিতেছি; তথাপি এ আশা কিঞ্চিৎমাত্রও ম্লান হয় না। সেই পিতা পাতা বন্ধু আমারদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যে কত উপায় করিতেছেন, তাহা আমরা কি জানি। সেই পিতা তাঁহার প্রতি সন্তানকে আপনার দিকে লইয়া যাইবার জন্য যে কত যত্ন করিতেছেন, কত উপায় প্রেরণ করিতেছেন, কত অবসর অন্বেষণ করিতেছেন, তাহা কে জানে। হা! আমরা সকলে কি তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম করিব না? পাপী পুণ্যাত্মা সকলে মিলিয়া কি তাঁহার চরণে অবনত হইবে না? সংসারে তিনি ভিন্ন আর আমারদের কে আছে? তিনি আমারদের পরম গতি, তিনি আমারদের পরম সম্পাদ্, তিনি আমারদের পরম লোক, তিনি আমারদের পরম আনন্দ। তিনি আমারদের এখানকার পিতা মাতা—তিনি আমারদের চিরকালের পিতা মাতা—তিনি আমারদের সর্ব্বস্ব ধন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৩ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

ভ্রাতৃগণ! অদ্য যে জন্য তোমরা এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে সমাগত হইয়াছ, তাহা সংসাধন কর। যাঁহার উৎসাহ

জনন-প্রফুল্ল আনন দর্শন করিবার জন্য তোমরা সম্বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, তিনি এখন তোমারদিগের সম্মুখে জাজ্বল্য-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন; একবার তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত কর। সেই আনন্দময় জ্যোতির জ্যোতিকে দর্শন করিয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন কর। নয়ন উন্মীলন করিলে এই শোভাময় নিকেতনের প্রত্যেক পদার্থে তাঁহার আবির্ভাব দেখিতে পাই; এই আলোক মালার প্রত্যেক রশ্মিতে তাঁহার কিরণ, এই সাধু মণ্ডলীর মুখচ্ছবিতে তাঁহার উজ্জ্বল মঙ্গলভাব; চতুর্দ্দিক্ তাঁহার গম্ভীর ভাবে পরিপূরিত রহিয়াছে। আবার যখন নয়ন নিমীলিত করি, অন্তরে দেখি যে সেই রাজরাজেশ্বর হৃদয়াসনে স্বয়ং আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং প্রীতির কিরণে সমুদায় মনোরাজ্যেকে সমুজ্জ্বলিত করিতেছেন। আহা! অদ্যকার রজনী কি আনন্দের রজনী! অন্তরে বাহিরে জ্যোতি, অন্তরে বাহিরে আনন্দ স্রোত। পিতার প্রেম-মুখ দেখিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি; ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সাধু-সত্য-পরায়ণ-ভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেছি। অদ্য যেন কোলাহলময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া আমরা পিতার শান্তি নিকেতনে উপস্থিত হইয়াছি; এখানে পাপ নাই, দুঃখ নাই; এখানে সুবিমল ব্রহ্মানন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে; মধ্যে পরম পিতা অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার পদানত পুত্রেরা এক পরিবারের ন্যায় প্রীতি-রসে মিলিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার আরাধনাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। এত আনন্দ কি মন ধারণ করিতে পারে! যে উৎসব উপলক্ষে আমরা এখানে একত্রিত হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আমারদিগকে কত সৌভাগ্যবান বোধ হয়। অদ্য ব্রাহ্ম-সমাজের জন্ম দিবস; অদ্য সেই সমাজের জন্ম দিন, যে সমাজের জ্যোতি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বঙ্গ দেশের এবং সকল দেশের উন্নতি সাধন করিবে; যাহার প্রভাবে কুসংস্কার তিরোহিত হইবে, কাল্পনিক ধর্ম্মের বিনাশ হইবে, অনাথ সনাথ হইবে, পাপী মুক্ত হইবে, পর্ণ-কুটীর রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা আনন্দময় হইবে এবং এই

পৃথিবী প্রীতি পবিত্রতা ও আনন্দে অনুরঞ্জিত হইয়া স্বর্গ তুল্য হইবে; অদ্য সেই সমাজের জন্ম দিবস। আমাদের কি সৌভাগ্য যে আমাদের জীবন এই পবিত্র উৎসবের পবিত্র আনন্দে আনন্দিত হইতেছে। অদ্য সেই "রস-স্বরূপ" সেই প্রাণের প্রাণকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি। তিনি যে কেবল অদ্যই আমারদিগের উপর করুণা বর্ষণ করিতেছেন, এমত নহে। যিনি মঙ্গল-স্বরূপ, যিনি পিতা মাতা সুহৃদ্, তাঁহার করুণার প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে প্লাবিত করিতেছে।

গত বর্ষের প্রত্যেক ঘটনাতে তাঁহার মঙ্গলভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন সম্পদ্, কখন বিপদ হইয়াছে; কখন বা বন্ধুবান্ধবাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সৌভাগ্য সমীরণ সেবন করিয়াছি, কখন বা যন্ত্রণা ক্লেশে সংসারের কঠোরতার পরিচয় পাইয়া একাকী বিলাপ করিয়াছি। কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কত প্রকার ঘটনার মধ্য দিয়া জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই মঙ্গলস্বরূপের মঙ্গল-দৃষ্টি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে আমারদের উপরে স্থির ছিল; তাঁহার প্রীতি-ক্রোড় হইতে আমরা কখন বিচ্ছিন্ন হই নাই। আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা! যখনি শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করিয়াছি, তিনি আমার অশ্রুজল মোচন করিয়া সান্ত্বনা দ্বারা তাপিত হৃদয়কে শীতল করিয়াছেন; পাপ পঙ্কে পতিত হইয়া যখনি অনুতাপিত চিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন; ঘোর নিশীথ সময়ে যখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া একাকী সংসারারণ্যে আমি নিতান্ত অসহায় অবস্থাতে ছিলাম, তখন তিনি আমার নিকটে থাকিয়া আমার দেহ মনকে রক্ষা করিয়াছেন; যখন সুখের জন্য ধর্ম্মের জন্য তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিয়াছি, তিনি তাহা প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অনাদ্যনন্ত, সেই ভূমণ্ডলের অধীশ্বর, যিনি দেশ কালের অতীত, যাঁহার শাসনে সমুদয় জগৎ চলিতেছে; সেই ভূমা সেই মহান্, এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীব যে আমরা, আমার-

দিগকে ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করিতেছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি প্রেমাশ্রু সম্বরণ করা যায়? হা! সেই জীবনের জীবন, সেই দীন শরণ; সেই করুণাময় মুক্তি দাতা—"তাঁহার সমান কেহ চখে দেখে নাই শুনে নাই শ্রবণে।" তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব; তিনিই আমাদের সহায় সম্পত্তি; তিনিই আমাদের আশা আনন্দ। ভ্রাতৃগণ! আইস পবিত্র হৃদয়ে সেই প্রাণ-সখার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি। হৃদয়-নাথ! আমারদের কি আছে যে তোমার করুণার প্রতিক্রিয়া করিব! তুমি প্রেম-সমুদ্র, তুমি মঙ্গল নিকেতন, তোমার যে কত করুণা, তাহা স্মরণ করিতে গেলে বাক্য মন স্তব্ধ হইয়া পড়ে। আমরা দীনহীন, আমরা এই পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর ধূলি কণাতে বদ্ধ রহিয়াছি, আমারদের কি পুণ্যবল যে তুমি আমারদিগকে এত প্রীতি কর। আমরা তোমা হইতে দূরে যাই, আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করি, কিন্তু নাথ! তুমি সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমারদের মঙ্গল সাধন কর। তুমি আমারদিগকে কত সুখ দিয়াছ ও দিতেছ, তাহার সীমা নাই; তোমার প্রীতির বিশ্রাম নাই। জগদীশ! আমরা তোমাকে কি দিব? আমাদের হৃদয় মন দেহ প্রাণ, যাহা আছে, তুমি সকলি লও, আমরা তোমারি।

ভ্রাতৃগণ! এক বার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতি আলোচনা করিয়া দেখ, এই দুর্ভাগ্য অনন্যগতি বঙ্গদেশের প্রতি ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ। রাশি রাশি বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে এই সমাজ পর্ব্বতের ন্যায় অটল থাকিয়া একত্রিংশৎ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে এবং ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। দেখ চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে; সত্যে রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। ইহা কেবল পরমেশ্বরের উদার করুণার চিহ্ন। নতুবা আমারদের ক্ষুদ্রবলে এই নিরুৎসাহ নিরানন্দ বঙ্গভূমিতে এই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক, এক দণ্ড কালও স্থির রাখিতে পরিতাম না। আমারদের লোক নাই, অর্থ নাই, ক্ষমতা নাই, প্রচারের নিয়ম নাই; তথাপি দেশে দেশে

গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ব্রাহ্ম সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। যে সকল স্থান পৌত্তলিকতার দুর্গ-স্বরূপ ছিল, সেখানে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে; যাঁহারা ব্রাহ্মের নাম শুনিবামাত্র খড়্গ হস্ত হইতেন, তাঁহারদের বিদ্বেষের খর্ব্বতা হইয়াছে; যে সকল পরিবারে কেবল বিষয়ের পূজা হইত এবং ধর্ম্ম উপহাসের বস্তু ছিল, সে সকল পরিবারে একমেবাদ্বিতীয়ং মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইতেছে; যাঁহারা কেবল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে শূন্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভীরুতা প্রযুক্ত অনুষ্ঠানের সময় কপট ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহারাও অকাতরে ঈশ্বরের জন্য বিষয়-ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন। স্ত্রীলোকেরাও জাগ্রত হইয়া সত্যের পথ অবলম্বন করিতেছেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমারদের দুর্ভাগ্য ভগিনীগণকে কুসংস্কার পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহারদের সরল হৃদয়ে পবিত্রতা ও আনন্দ বিস্তার করিতেছেন বালকেরাও এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের মঙ্গল-চ্ছায়া গ্রহণ করিতেছে এবং অর্দ্ধস্ফুট ভাষাতে পরম পিতার নাম কীর্ত্তন করিতেছে। পূর্ব্বে ন্যায় ধর্ম্মের আর নিদ্রিত ভাব নাই; ইহার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-জ্ঞান-জ্যোতিতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে, প্রীতির বলে বিদ্বেষ ও বৈর-ভাব পরাস্ত হইতেছে, উৎসাহের অগ্নিতে ভীরুতা ও কপটতা ভস্মীভূত হইতেছে। এক বার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন আমাদের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ এতকাল ঘোর অন্ধকারে অভিভূত থাকিয়া সত্য-সূর্য্যের নব আলোক দর্শন করিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উৎসাহ-সহকারে উন্নত হইতেছে। ধন্য মহাত্মা রামমোহন রায় যাঁহার প্রসাদে এ দেশে পবিত্র ধর্ম্মের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হইল। ধন্য বঙ্গভূমি! যে খানে ঐ ধর্ম্মের প্রথম আবাস-স্থান হইল। চতুর্দ্দিকে কি আশ্চর্য্য-রূপে সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইতেছে! কোথায় হিমগিরির শতদ্রু নদী-তীরস্থ ভজ্জীরাণার শোহিনী নগরী, কোথায় অযোধ্যা. কোথায় বেরেলী, কোথায় কটক মেদিনীপুর ও কোথায় চট্টগ্রাম, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের রাজ্য কি সুবিস্তীর্ণ হইতেছে! আবার কেবল ভারত ভূমিতে নহে। ইংলণ্ড

ও আমেরিকা, যেখানে কাল্পনিক ধর্ম্ম এখনো পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছে, সেখানেও অনেকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সত্য অবলম্বন করিতেছেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এক করিবে। ব্রাহ্মগণ! আর নিদ্রার কাল নাই, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারে কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হও। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমারদিগের তাদৃশ উৎসাহ নাই, চেষ্টা নাই, যত্ন নাই; তথাপি এত উন্নতি হইতেছে; যদি একবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে মিলিয়া চেষ্টা কর, অতি অল্পকালেই প্রভূত উপকার দৃষ্টিগোচর হইবে সন্দেহ নাই। কেবল মুখে বলিলে হইবে না, কার্য্যেতে করিতে হইবে। "সব মোর লও তুমি প্রাণ হৃদয় মন", ইহা কি কেবল বাক্যেতেই রহিল? ব্রাহ্ম হইয়া আমরা কি কপটের ন্যায় মুখেতেই এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব এবং কার্য্যের সময় লোক-ভয়ে ভীত হইয়া সংসারের পূজাতে প্রবৃত্ত হইব। তবে আমারদের সরলতা কোথায়, কোথায় ঈশ্বরেতে অনুরাগ ও প্রীতি? আমারদিগের ধর্ম্ম কি নির্জ্জীব নিদ্রিত ধর্ম্ম? কখনই না। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অগ্নিময় জীবন্ত ধর্ম্ম; ইহার এক স্ফুলিঙ্গে পৃথিবীর রাশিকৃত পাপ ও যন্ত্রণা ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহার প্রভাবে জীবন অপরাজিত স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্ হয়, লক্ষ লক্ষ শত্রু এক নিমেষে পরাস্ত হয়। আমরা সেই ধর্ম্মের উপাসক; ঈশ্বর আমারদের সেনাপতি, সত্য আমাদের বর্ম্ম, আমাদের কি ভয়? সমুদায় পৃথিবী যদি খড়্গ হস্ত হয়, "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" এই অগ্নিময় বাক্য উচ্চারণ করিয়া সকল বাধা অতিক্রম করিব; সত্যের জন্য যদি সুখ সম্পদ্ মান সম্ভ্রম সকলি পরিত্যাগ করিতে হয়, যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদান দিতে হয়, আনন্দের সহিত এই পার্থিব ধূলির শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অকৃত অমৃতকে লাভ করিব। ব্রাহ্মগণ! আলস্য ও উপেক্ষা, অলীক আমোদ ও বৃথা তর্ক পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার কর, ব্রহ্ম নাম দেশ বিদেশে ঘোষণা করিয়া ধর্ম্মহীন নির্জ্জীব ভ্রাতা ভগিনীদিগকে জীবন দান কর। অদ্য যেন সেই জ্যোতির জ্যোতি ভুবনেশ্বর এখানে আনিয়া তাঁহার সমাগত পুত্রদিগকে

কহিতেছেন, “উত্থান কর, আমার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহিমা মহীয়ান্ কর।” আইস সকলে মিলিয়া আজ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করত অদ্যকার উৎসব পূর্ণ করি। যদি একবার তাঁহার প্রেম-মুখ দেখিলে, তবে চিরজীবনের মত তাঁহার সহিত প্রেম শৃঙ্খলে কেন না আবদ্ধ হও? ভ্রাতৃগণ! সকলে তাঁহার প্রতি আত্মাকে উন্নত কর।

হে পরমাত্মন্! তোমার চরণের মঙ্গল-ছায়াতে আমারদিগকে রক্ষা কর। আমারদের সকলের আত্মাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র কর। অদ্যকার উৎসাহ যেন অদ্যই অবসন্ন না হয়; তুমি যেমন অদ্য আমারদিগকে দেখা দিতেছ, এই রূপ চিরদিন নয়নের সমক্ষে থাকিয়া সর্ব্বদা পাপ তাপ বিঘ্ন হইতে আমারদিগকে রক্ষা কর। এ পৃথিবীতে আমারদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই; তুমিই আমারদের পিতা মাতা তুমিই আমারদের সুহৃদ্। সংসারের অন্ধকার মধ্যে তুমি আমাদের আলোক; ভয় ও দুর্ব্বলতার মধ্যে তুমি আমারদের বল; অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমিই আমারদের চির সম্পদ্। নাথ! যখন তোমার পথের পথিক বলিয়া তাবৎ সংসারিরা আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবেক, তখন তুমি একাকী নিকটে থাকিয়া চিরজীবন-সখা চির-সুহৃদ বলিয়া আমারদিগকে আশ্রয় দিবে। তোমার ন্যায় সুহৃদ্ আর কোথায় পাইব? সংসার কেবল যন্ত্রণারই আধার, ইহার সুখ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব হে জীবনের জীবন! আমারদিগকে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত কর, এবং আমারদের সমুদয় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত কর। তোমার নাম প্রত্যেক পরিবারে কীর্ত্তিত হউক; সর্ব্বত্র তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক। হৃদয়-নাথ! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৩ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় অবধি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আজি কি উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়াছেন। সূর্য্য যখন অদ্য প্রভাতে আপনার কিরণ বিকীর্ণ করিলেন, তিনি ও আমারদের সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত হইয়া আমারদিগকে তাঁহার নিকটে আকর্ষণ করিলেন। অদ্য প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই তাঁর উজ্জ্বল কিরণ আমারদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। সম্বৎসর কাল আমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কবে ১১ মাঘ আসিবে, সকল ভ্রাতৃ মণ্ডলী একত্র হইয়া প্রীতি-পুষ্প দ্বারা পরম পিতার অর্চ্চনা করিব, সকল সুহৃদে মিলে পরম সখাকে ডাকিব, প্রীতি ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া তাঁর চরণে প্রণিপাত করিব। সেই ১১ মাঘ উপস্থিত, অদ্য ঈশ্বর আমারদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। যেমন আমরা জাগ্রত হইয়াছি, আমারদের চক্ষের আলোক হইয়া তিনি দর্শন দিয়াছেন। সূর্য্য উদয় অবধি এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত তাঁহার মহিমার মধ্যে আমরা বিচরণ করিতেছি। আমরা জানিতেছি, আমারদের পরম গুরু পরম সখা আমারদের সম্মুখেই আছেন। তিনি আমারদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন, আমরাও সহজে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি। যাঁর মুখ হইতে যে অমৃত বাক্য নিঃস্যন্দিত হইতেছে, তাহা তিনিই প্রেরণ করিতেছেন। পূজার জন্য যিনি যাহা সংগ্রহ করিয়া পবিত্র-স্বরূপকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তিনিই তাহা দান করিতেছেন। ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহ-প্রভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সঙ্গীত ধ্বনিতে দিগ্বিদিক ধ্বনিত হইতেছে—স্তব স্তোত্রে আকাশ পূর্ণ হইতেছে। সাগর সমান গম্ভীর ভাবে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতেছে, আনন্দ-কিরণ চন্দ্র-কিরণের ন্যায় প্রসারিত হইতেছে। ঈশ্বর আমারদের সম্মুখে পূর্ণ মহিমাতে বিরাজ করিতেছেন। তাঁর সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি তাঁর সেই জ্যোতি এ চক্ষুতে দেখা যায় না,

তাহা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের যেমন উপদেশ যে তাঁহাকে সহজে দেখ, আমরা তেমনি তাঁহাকে সহজেই সাক্ষাৎ দেখিতেছি। যেমন সকলকে দেখিতেছি, উৎসাহ ও আনন্দের সহিত মিলিত হইতেছেন; তেমনি সাক্ষাৎ জানিতেছি, পরম-পিতা আমারদের সম্মুখে আসিয়াই আমারদের উপাসনা গ্রহণ করিতেছেন। যেমন সাক্ষাৎ জানিতেছি, এই ভ্রাতৃমণ্ডলী উল্লাসের সহিত তাঁহাকে প্রীতি দান করিতেছেন; তেমনি জানিতেছি, ঈশ্বর প্রতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। "অপাণিপাদোজবনোগৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত কর্ণঃ। সবেত্তি বেদ্যং নচ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং।" তিনি অপাণিপাদ হইয়া আমারদের সঙ্গেই বিচরণ করিতেছেন। তিনি অচক্ষু অকর্ণ হইয়া আমারদিগকে দেখিতেছেন ও আমারদের আনন্দ-নিনাদ শ্রবণ করিতেছেন। তিনি করুণা-নিলয়, তিনি মঙ্গল-নিকেতন, সকল হৃদয়েই তাঁহার প্রেম। বিনীত ভাবে সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে গমন কর, এখনি দেখিতে পাইবে, সত্য-ভাব আর এমন কোথাও নাই; এমন মঙ্গল-ভাব জগতে নাই। হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলিত হইয়া যে প্রীতি-অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা কোন পার্থিব বস্তুতে তৃপ্তি না পাইয়া স্বর্গাভিমুখেই সমুত্থিত হইতেছে। দেখ, সর্ব্বত্রই তিনি তাঁহার জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন। হৃদয় তাঁহাকে ধরিবার জন্য যেমন প্রশস্ত হইতেছে; তিনি ততই তাহাকে পূর্ণ করিতেছেন। বৎসরান্তে অদ্য যদি তিনি আপনাকে এমন প্রচুর-রূপে দান করিতেছেন; তবে যখন আমরা এ পৃথিবী হইতে নূতন লোকে গিয়া উত্থিত হইব, তখন আমরা কি আনন্দে আনন্দিত হইব! তখনকার উৎসবের সহিত এ মহোৎসবের কি গণনা! ঈশ্বর আমারদের এই পৃথিবীর জন্যই নন, তিনি আমারদের একালের ও পরকালের নেতা। তিনি আমারদের চিরকালের আনন্দ। হে পরমাত্মন্! তোমার গুণ কীর্ত্তন আমি কি করিব! বাক্য তোমাকে বলিতে গিয়া স্তব্ধ হয়—মন তোমাকে ভাবিতে গিয়া নিবৃত্ত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৪ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

অদ্য মাঘ মাসের একাদশ দিবস; অদ্য ব্রাহ্ম-সমাজের জন্ম দিবস, এইটি স্মরণ হইবা মাত্র শরীর লোমাঞ্চিত হয়, আত্মার উৎসাহ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, বিমলানন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়। এই দিনের মহান্ ভাব স্মরণ করিয়া কাহার অন্তঃকরণ না সেই সাধু, সেই ব্রহ্ম-পরায়ণ, সেই চিরস্মরণীয় রামমোহন রায়কে বারম্বার ধন্যবাদ করে, যাঁহার প্রযত্নে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বীজ এই বঙ্গভূমিতে প্রথম অঙ্কুরিত হয়। কাহার অন্তঃকরণ না সেই বিঘ্ন-বিনাশন মঙ্গল্য পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়, যাঁহার প্রসাদ-বারিতে সেই বীজ প্রস্ফুটিত হইয়া বৃক্ষ রূপে উন্নত হইয়াছে এবং সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখাতে আবৃত হইয়া শত শত লোককে শীতল ছায়া এবং অমৃত ফল প্রদান করিয়াছে। আমরা কি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব না যে এই ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে আমরা অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, যে ইহারই বিশুদ্ধ মঙ্গল ছায়াতে থাকিয়া জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করত জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিয়াছি। পাপ তাপে জর্জ্জরিত হইয়া কি কেহ এই পবিত্র সমাজ-মন্দিরে আসিয়া শান্তি লাভ করেন নাই? বিষয় কোলাহলে দীপ্তশিরা হইয়া কি কেহ এখানে আসিয়া ঈশ্বরের প্রীতি সলিলে অবগাহন করত নির্ম্মলতম আনন্দ উপভোগ করেন নাই? এখানকার বিশুদ্ধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, এখানকার পবিত্র ব্রহ্মোপাসনাতে মনঃ সমাধান করিয়া কি কেহ সংসারের মোহ দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হন নাই? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এই ব্রাহ্ম-সমাজই আমাদের উন্নতি, আমাদের মঙ্গলের এক মাত্র কারণ। যে ধর্ম্মের আনন্দে পৃথিবীর দুঃসহ যন্ত্রণাও অনায়াসে বহন করা যায়, যে ধর্ম্মের এক স্ফুলিঙ্গে রাশি রাশি বিঘ্ন ভস্মীভূত হইয়া যায়, যে ধর্ম্মের বলে হিমালয়-সমান প্রতিবন্ধক-সকল চূর্ণ হইয়া যায়, সেই অগ্নিময় ধর্ম্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করে, মনুষ্যকে দেবভাবে শোভিত করে, পর্ণ কুটীরকে রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষাও উন্নত করে এবং বিপদের উত্তেজনার মধ্যেও

শান্তি বিস্তার করে; সেই স্বর্গীয় ধর্ম্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সকল প্রকার কুসংস্কার বিনাশ করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তানকে স্বাধীনতা রত্নে বিভূষিত করিবে, এবং সত্যের পতাকা উড্ডীন করিয়া "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত অধিকার করিবে; সেই সত্য ধর্ম্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সংসার অরণ্যে আমাদের এক মাত্র সহায়, সংসার যাত্রায় আমাদের এক মাত্র নেতা; যে ধর্ম্ম অগতির গতি এবং দুর্ব্বলের বল; সেই মহৎ ধর্ম্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। সেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কোটি কোটি বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গম্ভীর ভাবে, অটল ভাবে, এই বঙ্গ স্থানে ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসর বিরাজ করিয়াছে এবং ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে। এক সময়ে এই ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে অনুরোধ-বলেও দশ জন লোককে একত্রিত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বোধ হইত; কিন্তু এখন নানা স্থান হইতে শত শত লোক ইচ্ছা পূর্ব্বক উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিতেছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কেবল এদেশীয় পুরুষদিগের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এখন দেখ মহিলাগণ কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া কোমল হৃদয়ে প্রীতি-কুসুমে সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কেবল জ্ঞানেতেই বদ্ধ ছিল, এখন কত সাধু ব্রাহ্ম নির্ভয়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে, দিবসে দিবসে, নিমেষে নিমেষে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে। এক পল্লিতে ব্রহ্ম নাম ধ্বনিত হইল, তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র নাম পার্শ্বস্থ পল্লিতে প্রতিধ্বনিত হইল; এক গ্রামে কোন সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, কিয়ৎকাল পরে বিংশতি গ্রাম সেই সাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। হৃদয়ে হৃদয়ে, পরিবারে পরিবারে, গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে এক বিশুদ্ধ প্রীতি-যোগ স্থাপিত হইতেছে। সকল পরিবার এক হইবে, সকল জাতি এক হইবে, তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বঙ্গ দেশের পূর্ব্বাঞ্চলে, পশ্চিমাঞ্চলে, উত্তর প্রদেশে, দক্ষিণ প্রদেশে, বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য লোকের আত্মাতে

অমৃত ফল উৎপাদন করিতেছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতি কেবল বঙ্গদেশেই বদ্ধ রহিয়াছে, এমত নহে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কেবল বঙ্গ ভূমির ধর্ম্ম নহে, ইহা সমুদায় পৃথিবীর ধর্ম্ম। কি আশ্চর্য্য! দেশ বিদেশে এক সময়েই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে; বোধ হয় যেন অবিলম্বে সেই সকল অগ্নি একেবারে দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় পৃথিবীকে আলোকিত করিবে। জ্ঞানোজ্বল বোম্বাই দেশ ধর্ম্ম তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে আহ্বান করিতেছে। ইংলণ্ডেও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে, তথাকার কাল্পনিক ধর্ম্ম মন্দিরের মধ্যস্থল হইতে ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তিত হইতেছে এবং যাঁহাদের হস্তে সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারাই তাহা বিনাশ করিতে খড়্গ-হস্ত হইয়াছেন। আমেরিকা স্বাধীনতার বলে কুসংস্কারের শৃঙ্খল ছেদ করিয়া সমাজ স্থাপন পূর্ব্বক পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে রক্ষা ও প্রচার করিতেছেন। দেখ, চতুর্দ্দিকে কেমন আশ্চর্য্য রূপে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে। ব্রাহ্মগণ! এই উন্নতি অবলোকন করিয়া তোমারদের আত্মা কি উত্তেজিত হইতেছে না, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি তোমাদের অনুরাগ ও উৎসাহ কি শত গুণে প্রদীপ্ত হইতেছে না? তোমরা কি এখনো বিষয়-লালসা ও লোক-ভয় পরবশ হইয়া সংসারে অভিভূত হইয়া থাকিবে? এখনো কি বিরোধীদিগের তর্কতরঙ্গে তোমাদের বিশ্বাস আন্দোলিত হইবে; এখনো কি ক্ষুদ্র বিষয়ের বিনিময়ে অমূল্য সত্যকে লাভ করিতে সঙ্কুচিত হইবে? ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহিমা তোমারদের সম্মুখে জাজ্বল্য-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসরের উন্নতি তোমারদের সম্মুখেই রহিয়াছে; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের যথার্থ ভাব অবগত হইবার জন্য আর এখন অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় না তর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয় না; এখন সকলই প্রত্যক্ষের ব্যাপার। এখন সাধু দৃষ্টান্তের অভাব নাই; ধর্ম্মের আনন্দ, ধর্ম্মের বল পুস্তকে বদ্ধ না থাকিয়া এখন জীবনে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিদ্রূপ উপহাসে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এক কণা মাত্র সত্যও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; রাজ-বিক্রমে, ধনীর নির্য্যাতনে, বিপদের কশাঘাতে ব্রাহ্ম-

ধর্ম্ম অবসন্ন না হইয়া বরং নব উদ্যমে তেজীয়ান্ হয়। তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের কি বল। চিরদিনের জন্য আলস্য ও ভীরুতা বিসর্জ্জন দিয়া একবার উৎসাহ সহকারে ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে যে সংসারের বল দুর্ব্বলতার এক নাম মাত্র, বিষয়ের প্রতিবন্ধক ছায়া মাত্র। তোমারদের শরীর প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হউক, তোমারদের আত্মা ধর্ম্মের অভেদ্য কবচে আবৃত হউক, তোমারদের জিহ্বা হইতে অগ্নিময় বাক্য-সকল বিনির্গত হউক তোমারদের চক্ষু হইতে উৎসাহের প্রভা বিকীরিত হউক; মেদিনী তোমারদের ভয়ে কম্পিত হইবে, তোমারদের বাহু-বল, বুদ্ধি-বল, ধর্ম্ম-বল, দেখিয়া অতি দুর্জ্জয় নিদারুণ শত্রুও অবসন্ন হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মগণ! উত্থিত হও, ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিয়া শরীর মনকে অগ্নিময় কর, ভয়ানক বিঘ্ন-সকল অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইবে। বিরোধীদিগের অস্ত্রাঘাতে যদি শরীরের সমুদায় শোণিত নিঃসারিত হয়, বিপদের গুরু ভারে যদি সমুদায় অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতেই বা কি? সত্যের জয় হইবেই হইবে, ইহা স্মরণ করিয়া আমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পালনে কখনই বিমুখ হইব না। আমরা যখন সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের সন্নিধানে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি—আমাদের দেহ মন প্রাণ সকলি তোমারে দিলাম, তখন কি সেই প্রতিজ্ঞা পালনে বিমুখ হইয়া অসত্যের কলঙ্কে কলঙ্কিত হইব? ব্রত গ্রহণ করিয়া পালন করিলাম না, ইহা কি ব্রাহ্মের পক্ষে সামান্য অপরাধ! পুনর্ব্বার বলিতেছি, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বলে কি না হয়। তোমরা যতই অগ্রসর হইবে, ততই বিরোধীগণ ভয়ে ভীত হইয়া নিরস্ত হইবে; তোমরা যতই কুণ্ঠিত হইবে, ততই তোমাদের বল অবসন্ন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির আশাও অবসন্ন হইবে। সেই "ভবাম্ভোধিপোতং" পরমেশ্বরকে অবলম্বন কর, অনায়াসে সাগর-সমান বিঘ্ন-সকল অতিক্রম করিবে; ব্রাহ্ম-বলে বলীয়ান্ হইয়া হস্ত প্রসারিত কর, লৌহময় কবাট চূর্ণ হইয়া যাইবে। "কি ভয় লোক ভয়"। যখন

সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আমারদের দিকে, তখন আইস, সকলে মিলিয়া আগামী বৎসরে কায়-মনো-বাক্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পালন করিতে দৃঢ়-ব্রত হই, লোকনিন্দা, লোক-ভয়, সকল নীচ লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণ মন সকলি সেই আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মে সমর্পণ করি। যাঁহাকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াছি তাঁহারি প্রীতি-শৃঙ্খলে অনন্ত কাল যেন আমরা আবদ্ধ থাকি।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের সকলের হৃদয়-ধামে প্রকাশিত হও। অদ্যকার উৎসবের আনন্দ যেন চির দিন আমারদের হৃদয়ে বিরাজ করে। তুমি অদ্য যে বিশুদ্ধ প্রেম আমারদিগকে প্রেরণ করিবে, চির দিনই যেন তাহা সম্ভোগ করি। তুমি এ প্রকার শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর, বল প্রেরণ কর যে যেন আগামী বৎসর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে আরো সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি। কিসে তোমাকে লাভ করিয়া আমি পবিত্র হই, ইহাই যেন আমার চির লক্ষ্য হয়। হে নাথ! তুমি দিন দিন আমাদের এই ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি কর, এই বঙ্গ ভূমিকে তোমারি আয়ত্ত করিয়া লও, প্রত্যেক পরিবারে তুমি সর্ব্ব-স্বামী-রূপে বিরাজ কর, সমুদায় পৃথিবীতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহিমা প্রকাশিত কর, তুমি সকলের হৃদয়কে তোমার দিকে আকর্ষণ কর; সকল পরিবার যেন এক পরিবার হয়, আমারদের সকল কার্য্যে যেন তোমার প্রতি লক্ষ্য স্থির থাকে, তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই যেন আমরা লালায়িত হই। হে ঈশ্বর! তোমা ভিন্ন আমারদের আর গতি নাই, তুমি আমারদের আশা, তুমিই আমারদের আনন্দ। হে নাথ! তোমার জন্য যদি সমুদায় বিষয়সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়, যদ্যপি সর্ব্বত্যাগী হইয়াও তোমার কার্য্য সাধন করিতে হয়; তাহাতে ও যেন কুণ্ঠিত না হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৫ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

অদ্যকার মহোৎসবে কেবল সেই মহান্ পুরুষের মঙ্গল জ্যোতিই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ দেখিতেছি, সেই করুণাময়ের করুণাই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, কেবল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহত্ত্বই অনুভব করিতেছি। সেই আদি দেবতা—সেই অনাদি দেবতা আজি সমস্ত দিনই আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত আছেন এবং প্রতিক্ষণে আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতেছেন। আজি যে দিকে চাহিতেছি, তাঁহাকেই দেখিতেছি, করতল-ন্যস্ত আমলকের ন্যায় তাঁহারই সত্ত্বা প্রতীতি করিতেছি। সূর্য্যের দিকে চাহিতেছি, সেই প্রেম-সূর্য্যকেই দেখিতেছি, সুধাকরের দিকে চাহিতেছি, সেই প্রেম-সুধার আকরকেই দেখিতেছি, যখন আত্মার পানে চাহিতেছি, তখন আত্মার আত্মাকে দেখিয়া আপ্যায়িত হইতেছি। এই আলোক তাঁহারই জ্যোতি ধারণ করিতেছে, এই সমীরণ তাঁহাকেই উদ্বোধন করিয়া দিতেছে, এই গৃহ তাঁহারই আবির্ভাবে উজ্জ্বলিত হইয়াছে। বাহিরে যেমন পূর্ণ-চন্দ্র উদয় হইয়া সহস্র-ধারে সুধা বর্ষণ করিতেছে, সেই রূপ অন্তরে সেই প্রেম-শশী উদয় হইয়া অনুপম জ্যোৎস্না-রাশি প্রকাশিত করিতেছেন। আজি আমাদের হৃৎ-পদ্ম ঊর্দ্ধমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে প্রীতি-সৌরভ প্রদান করিতেছে; আবার তিনি আমাদের হৃদয়ের সমস্তাৎ অধিকার করিয়া মুক্ত-হস্তে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন।

এই জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষ সকলেরই নিকটে বিরাজ করিতেছেন, জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর, এখনই চরিতার্থ হইবে। হৃদয়-মন্দিরের মোহ-কবাট উদ্ঘাটন কর, এখনই সেই স্বর্গীয় জ্যোতি তাহাতে প্রবেশ করিয়া শোক, তাপ, হৃদয়-জ্বালা সকলই দূরীকৃত করিবে। এমন সন্তাপ-হারিণী মূর্ত্তি আর কোথাও নাই।

একাগ্র-চিত্ত ব্রাহ্মগণ! তোমরা অবশ্যই সেই সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিণী মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিতেছ। অবশ্যই সেই হৃদয়-

নাথকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছ, তোমাদের কৃতজ্ঞতা, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, একত্র হইয়া অবশ্যই সেই দেবদেবের আরাধনা করিতেছে। তোমরাই ধন্য, তোমাদিগের জন্যই এই আনন্দময় মহোৎসব। অজিতেন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত বিক্ষিপ্ত-চিত্ত লোকে এই উৎসবের মধুরতা কি বুঝিবে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের উপর—প্রবৃত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে শিখিয়াছেন, ব্রহ্মানুরাগের আঘাতে বিষয়াসক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন, দিগ্দর্শনের শলাকার ন্যায় চিত্তকে একাগ্র করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, এই উৎসব-ক্ষেত্রে কার মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। যাঁহার কোমল হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইয়াছে, প্রীতি-রসে উচ্ছলিত হইতেছে, শ্রদ্ধার আবেশে তটস্থ হইয়াছে, তিনিই বলুন এই উৎসব-ক্ষেত্রে কোন্ মঙ্গল জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। যেমন আলোকের অস্তিত্বে চক্ষু ব্যতীত আর প্রমাণ নাই, সেই রূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারে আত্মা ব্যতীত আর সাক্ষী নাই। যিনি তাঁহাকে দেখিতেছেন, তিনি আপনিই জানিয়াছেন; তিনি আর কাহাকেও জানাইতে পারেন না। সেই জ্ঞানগোচর সুন্দর পুরুষ যে সাধু-জনের হৃদয়-মন্দিরে অতিথি হন, সেই সাধুই একাকী প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করেন। তিনি আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবান্তর প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার হৃদয় হইতে ধন্যবাদ এবং চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে থাকে। তৎসদৃশ সাধক ব্যতীত আর কে এই রহস্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে?

অদ্য ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তাঁহারা কি উজ্জ্বলতর জ্যোতি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখ-মণ্ডল কি অন্তঃস্ফূর্য্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। তাঁহাদের তদ্গতচিত্ততা কি আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারা এই আলোকের মধ্যে এক অলৌকিক আলোক অবলোকন করিতেছেন, এই জন-সম্বাধ স্থানে এক নির্লিপ্ত পুরুষকে উপলব্ধি করিতেছেন, হৃদয়ের চিরকাঙ্ক্ষিত ধনকে প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইয়াছেন। এখানকার প্রত্যেক ব্রহ্ম-ধ্বনি, প্রত্যেক ব্রহ্ম-সংগীত

তাঁহাদের কর্ণে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতেছে, প্রত্যেক স্থান তাঁহারা সেই প্রেম-ময় পুরুষ দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতেছেন। ইহাঁরাই ধন্য, ইহাঁদের জন্যই এই আনন্দময় মহোৎসব।

আমাদের উৎসব কেবল বাহ্য আড়ম্বরেই অলঙ্কৃত নহে, কিন্তু সেই প্রাণ-স্বরূপের আবির্ভাবে ইহা জীবন্ত ভাব প্রকাশ করিতেছে। অদ্যকার উৎসব সাধুগণের সাধু ভাব বর্দ্ধিত করিতেছে, অসাধুগণকে সাধুভাবে আকর্ষণ করিতেছে; নির্ভয়-চিত্ত উদ্যোগী পুরুষের উৎসাহ গুণ দ্বিগুণ করিতেছে, দুর্ব্বল ভীরুগণের হৃদয়ে সাহস দান করিতেছে, ঈশ্বরের পিতৃভাব প্রদর্শন করিতেছে, মনুষ্যের ভ্রাতৃ-ভাব উজ্জ্বল করিতেছে; ইহলোকেই সেই স্বর্গ-ধামের আভাস প্রদর্শন করিতেছে। ঈশ্বর এই উৎসবের প্রেরয়িতা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই জন্যই ইহা এমন আনন্দ-জনক; এই উৎসবে সেই মঙ্গলময় পুরুষের আবির্ভাব হয়, এই জন্যই ইহার এত গৌরব। যে ব্রাহ্ম এই উৎসবের অংশভাগী হন, তাঁহার আত্মা সহস্রগুণ বল ধারণ করে, এই জন্যই ব্রাহ্মেরা এই উৎসবের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সর্ব্ব-সন্তাপ-হারী অমৃতময় পুরুষের আলিঙ্গনে আত্মাকে শীতল করা; তাঁহার প্রেম-মুখ দর্শন করিয়া আত্মাকে জীবন্ত করা, তাঁহার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র হওয়া এই উৎসবের উদ্দেশ্য। সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, বিপদের সহিত বন্ধুতা করিতে হইবে, শোক দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, এই সকল বিষয়ে প্রস্তুত হইবার জন্য অমৃতময় পিতার নিকট অমৃত পান করা এবং ব্রহ্ম-পরায়ণ ভগবদ্ভক্তের উৎসাহকর সংসর্গ লাভ করা এই উৎসবের উদ্দেশ্য।

ধনী ও দীন হীন, বিদ্বান্ ও মূর্খ, সাধু ও অসাধু, সাহসী ও ভীরু সকলেরই জন্য এই উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত আছে। আমাদের ঈশ্বর যেমন সকলেরই ঈশ্বর, আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যেমন সকলেরই ধর্ম্ম, আমাদের উৎসব তেমনি সকলেরই উৎসব। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহার লক্ষ্য এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যাঁহার সহায়,

তিনি ব্যতীত আর কেহই ইহার ত্রিসীমায় আগমন করিতে সমর্থ হইবে না। যাঁর চক্ষু আছে, তিনি এই উৎসব দর্শন করিতেছেন যাঁর কর্ণ আছে, তিনি ইহার আনন্দ-ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন; কিন্তু যিনি ব্রাহ্ম, তিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ উত্থিত হইতেছে। কোন্ ব্যক্তি কি অভিসন্ধিতে এই উৎসব-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু যাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহার চক্ষু সকলের প্রতিই আছে; তিনি সকলেরই অভিসন্ধি অবধারণ করিতেছেন। তিনি তাঁর আতিথ্য-শালায় সকলকেই আহ্বান করিয়াছেন, এবং সকলকেই পরিবেশন করিবার জন্য মুক্ত-হস্ত হইয়া আছেন; কিন্তু যাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইয়া গমন করিবেন, আর সকলকেই শূন্য-হৃদয়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আবার ক্ষুধার্ত্তগণের মধ্যে যাঁহার যে পরিমাণ ক্ষুধা, তিনি তাঁহাকে সেই পরিমাণেই পরিবেশন করিবেন, কিছুমাত্র অবিচার হইবে না। তাঁর আধ্যাত্মিক সদাব্রতের আশ্চর্য্য ভাব! কত শত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও ইহার পথ দেখিতে পান না; কত শত চক্ষুহীন অন্ধও অনায়াসে এই পথে আগমন করেন। কত শত বিদ্বান্ ইহার সন্ধানও পান না, কিন্তু কত শত মূর্খও ইহার সন্ধান পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। যাঁহারা এই সদাব্রতে কখন আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা অন্যের মুখে শুনিয়া ইহার ভাব গ্রহ করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহারাই ধন্য যাঁহারা এই উদার-প্রেমের পরিবেশন পাইয়া একবার মাত্রও পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

আমরা এই দ্বারের চির ভিখারী; এই প্রেম-স্বরূপই আমাদের পিতা, ইনিই আমাদের মাতা, ইনিই আমাদের বন্ধু এবং ইনিই আমাদের সর্ব্বস্ব। যখন আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হই, তখন ইহাঁর নিকটে আসিয়া তৃপ্তি লাভ করি, যখন কঠোর পরিশ্রমে কাতর হই, ইহাঁরই ক্রোড়ে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করি, যখন

সংসারে আঘাত পাই, তখন আরামের জন্য ইহাঁরই মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যখন বিপদ্-সাগরে নিমগ্ন হই, তখন ইহাঁ-রই হস্ত অবলম্বন করি, যখন শোকানলে দগ্ধ হই, তখন এই অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া শীতল হই। আমাদের যাহা কিছু অভাব, যাহা কিছু কামনা এই বাঞ্ছাকল্প-তরুর নিকটে সকলই নিবেদন করি ; এবং ইহাঁর আদেশ জানিবার জন্য ইহাঁর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি। ইনি যাহা কিছু বিধান করেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁরই প্রেম গান করিতে করিতে বিচরণ করি। ইনি যে কার্য্য আদেশ করেন, সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে যত্ন করি ; যদি কৃতকার্য্য হই, ইহাঁকেই ধন্যবাদ করি, যদি কৃতকার্য্য না হই, ফিরিয়া গিয়া ইহাঁরই নিকট বল প্রার্থনা করি। ইনি আমাদিগকে প্রীতি করেন, স্বার্থ চান না ; আমরা ইহাঁর আদেশ প্রতিপালন করি, ফলের প্রত্যাশা করি না, ইহাঁর আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করি। যখন কুপথে পদার্পণ করি, দণ্ডাঘাত প্রাপ্ত হই, ফিরিয়া দেখি, ইনিই স্নেহময় হস্তে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। সংসারের দুর্ঘটনায় ভীত হইয়া ইহাঁরই ক্রোড়ে সংকুচিত হই. ইনি প্রেম-গর্ভ আশ্বাসে আমাদিগকে অভয় দান করেন। মৃত্যু-তেও আমাদের ভয় নাই, কেন না আমাদের যোগ এই অমৃতের সঙ্গে, আমাদিগের উপর মৃত্যুর অধিকার নাই, মৃত্যু যত ক্ষমতা প্রসারিত করুক, আমাদের স্নেহময় পিতা আমাদিগকে যন্ত্রণায় কাতর দেখিলেই আশ্রয় প্রদান করিবেন। পিতার হস্তে পুত্র কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। আমাদের প্রীতি কিসে অটল হয়, আমাদের নির্ভর কিসে দৃঢ় হয়, এই জন্য আমরা সাধ্যানুসারে যত্ন করি। যে কয়েক দিন এখানে থাকিব, এই রূপে অতিবাহন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হইলাম। তার পর ইনি যেখানে লইয়া যাইবেন সেই খানেই যাইব এবং সেখানে গিয়াও আবার এই রূপ আচরণ করিব।

এই ব্রাহ্ম-সমাজ আমাদের উৎসব-গৃহ, এখানে প্রবেশ করি-লেই আমাদের সকল জ্বালা নির্ব্বাণ হয়। আমরা প্রতি সপ্তাহে

প্রতি মাসে এই গৃহে উৎসব করিয়া থাকি। আবার প্রতি বৎসরের মাঘ মাসে আমাদের এই রূপ মহোৎসব হয়। মহোৎসবের পূর্ব্বে আমাদের চেষ্টা, আমাদের যত্ন, আমাদের আশা অধিক হয়; এই জন্য এই দিনে আমরা তাঁর আবির্ভাব অধিক দেখিতে পাই। আজি বলিয়া নয়, যে দিন আমাদের যে রূপ আগ্রহ থাকিবে, সে দিন তাঁহার আবির্ভাব সেই পরিমাণে দেখিতে পাইব। এই গৃহ বলিয়াও নয়, যেখানে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব, সেই খানেই তিনি আমাদিগকে দর্শন দিবেন। অরণ্যেও আমাদের উৎসব হইতে পারে; গিরি-কন্দরও আমাদিগের সমাজ-গৃহ হইতে পারে; সমুদ্রও আমাদিগের উৎসব-ভূমি হইতে পারে, যাঁহাকে লইয়া আমাদের উৎসব, তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, সুতরাং সকল স্থানই আমাদিগের উৎসব-গৃহ। আমাদের উৎসবের আত্মা দেশ কালের অতীত, সুতরাং আমাদের উৎসবও দেশ কালের অতীত।

আমরা গুরু শিষ্যে, পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, মিত্রে মিত্রে একহৃদয় হইয়া সেই পরম পিতার—সেই পরম গুরুর প্রেম পান করিতেছি, তাঁহার প্রেম-গান শুনিতেছি, এবং তাঁহাকে প্রেম দান করিতেছি। চিরকালই আমরা এই রূপ করিব। আমাদের যে সকল ভ্রাতা এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত আছেন, তাঁহাদিগকে ইহাতে আনিবার চেষ্টা করিব। যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদিগের সহিত একহৃদয় হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিব। যাঁহারা দূরে যাইবেন, তাঁহাদিগের শুভ বুদ্ধির নিমিত্ত পিতার নিকট প্রার্থনা করিব। ধর্ম্মের জয় হউক, সত্যের জয় হউক, পিতা মাতা পুত্র কন্যার কল্যাণ সাধন করুন, পুত্র কন্যা পিতা মাতার প্রিয় কার্য্য করুক; ভ্রাতায় ভ্রাতায় সৌভ্রাত্র অক্ষত হইয়া থাকুক, পতি পত্নী পরস্পর অনুরক্ত হউক; সকলের হৃদয় ঈশ্বরেতে সমর্পিত হউক; এই আমাদের ইচ্ছা।

হে পরম পিতা! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার। আমরা প্রতি নিশ্বাসে তোমারই করুণা প্রত্যক্ষ করিতেছি, চতুর্দ্দিকে তোমারই মঙ্গল ভাব দেখিতেছি। আমাদিগের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ

কর, আমাদের প্রীতি গ্রহণ কর, আমাদের আত্মাকে গ্রহণ কর, আমাদের আত্মা চরিতার্থ হউক। সমুদায় লোক তোমার প্রেম পান করিতে করিতে তোমার উৎসবে আনন্দিত হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৬ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

প্রথম বক্তৃতা।

সত্যের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যে ব্যক্তির হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি এই মর্ত্ত্য লোকে থাকিয়াও দেবতাদিগের ন্যায় গৌরবান্বিত হন; যে দেশে সত্যের রাজ্য সংস্থাপিত হয়, সে দেশ দেব লোকের ন্যায় স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি নিকেতন হয়। সত্য কাহারো নিজস্ব ধন নহে, অথচ ইহাতে সকলেরই অধিকার। সত্য অর্থের দাস নহে, সম্রাটেরও অনুগত নহে। ইহার নিকটে রাজ-প্রাসাদ ও পর্ণ কুটির উভয়ই সমান। ধনবান্ ও নির্ধন সকলেরই জন্য ইহার ক্রোড় নিরপেক্ষ ভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। ইহা লোক-বিশেষে অথবা সম্প্রদায়-বিশেষে অথবা জাতি-বিশেষে বিক্রীত হয় নাই। ইহা দেশেও বদ্ধ নহে, কালেও বদ্ধ নহে; সকল দেশে ও সকল সময়ে ইহার আধিপত্য। সত্য মহৎ ও উদার। ইহা আবার জীবন্ত ও বলীয়ান্। ইহার আধার নির্জীব জ্ঞানও নহে, তরল ভাবও নহে; জীবনই ইহার আবাস-ভূমি, জীবনেতেই ইহার যথার্থ প্রকাশ। যখন সমুদায় জীবন স্বর্গীয় বলে সংসারকে পরাস্ত করিয়া, পাপ, তাপ ও মৃত্যুকে পদানত করিয়া, ঈশ্বরাভিমুখে উন্নত হয়; তখনই সত্যের প্রকৃত মহিমা প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক সত্যই আমাদিগের জীবন, এবং যে পরিমাণে আমরা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হই, সেই পরিমাণে আমরা জীবন-বিহীন ও জড় ভাবাপন্ন হই। সত্যের এ রূপ জীবন্ত বল যে ইহার কণামাত্র কিরণে অমা-নিশার অভেদ্য তমোজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়, ইহার সংস্পর্শ মাত্রে সহস্রাধিক বর্ষ সঞ্চিত

বৃহদায়তন পাপ-রাশি চূর্ণ হইয়া যায়; নিরাশ মুমূর্ষু ব্যক্তি নব জীবন ও নব উদ্যম প্রাপ্ত হয়; অতি দুর্ব্বল ভীরু ব্যক্তি মহা বীরের ন্যায় বীর্য্যবান্ হয়; এবং অতি সামান্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিও সম্রাট্-পরাজিত প্রতাপে সহস্র সহস্র লোকের মনকে বশীভূত করিয়া তাহারদের দ্বারা স্বীয় মহান্ লক্ষ্য সংসাধন করিয়া লন। সত্যের বলের নিকটে জ্ঞান-বল ধন-বল দেহ-বল সকলই পরাভূত হয়—কেবল পরাভূত হয় এমত নহে, কিন্তু আবার অনুগত দাসের ন্যায় ইহার পরিচর্য্যা করে। বহু প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে যাহারা ভয়ঙ্কর বিকট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বদ্ধ-পরিকর ও খড়্গ-হস্ত হইয়া সত্য-পরায়ণ ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই আবার অনতিবিলম্বে সেই ব্যক্তির সেবা করে এবং অনুযাত্রী হইয়া তাহার আদেশানুসারে সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে! কি আশ্চর্য্য সত্যের মহিমা!

এই উদার ও জীবন্ত সত্যের উপরে আমাদের পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সংস্থাপিত; ফলতঃ সত্যই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। এই জন্যই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে সকল মনুষ্যের অধিকার। ইহা যেমন ভারতবর্ষের, তেমনি ইংলণ্ডেরও ধর্ম্ম; ইহা যেমন পূর্ব্বকালের, তেমনি বর্ত্তমান সময়েরও ধর্ম্ম। ইহা যেমন সূক্ষ্মদর্শী নানাবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতদিগের, তেমনি সরল-চিত্ত কৃষকদিগেরও ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহা জাতি-বদ্ধ বা সম্প্রদায়-বদ্ধ নহে। ইহাতে জাতির গৌরব নাই, দেশের গৌরব নাই। সকল মনুষ্যই স্বভাবতঃ ব্রাহ্ম! যিনি যে পরিমাণে স্বাভাবিক নির্ম্মল জ্ঞানের অনুসরণ করেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম। মনুষ্যাত্মার সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপী; আত্মার স্বধর্ম্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। দেশ কাল ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকলেরই ইহাতে অধিকার। জগৎ আমারদের দেব-মন্দির, পরমেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা, স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, উপাসনা আমাদের মোক্ষ পথ, আত্মশুদ্ধি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, সাধু ব্যক্তি মাত্রেই আমাদের গুরু ও নেতা। এই উদার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িক লক্ষণ কিছুই নাই; ইহাতে বিরোধের কারণ নাই। ইহা সাধারণ সম্পত্তি। সুতরাং ব্রাহ্ম-

সমাজ সাম্প্রদায়িক সমাজ নহে; যাঁহারা এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসক হইয়া তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগেরই এই সমাজ।

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে এই ১১ মাঘ দিবসে অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন, অত্যুন্নত-প্রশস্ত-হৃদয়-বিশিষ্ট মহাত্মা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্ম-সমাজের সূত্রপাত করেন। সেই দিবসে প্রীতি-বিস্ফারিত হৃদয়ে তিনি সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকদিগকে এক সাধারণ উপাসনা-গৃহে সত্য-স্বরূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আহ্বান করিলেন; এবং ব্রহ্মোপাসনা-রূপ অমূল্য ধনে সকলেরই যে অধিকার আছে ঐ গৃহ প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতে এই সুসমাচার ঘোষণা করিলেন। সেই দিন অবধি কত শত লোকে এই ব্রাহ্ম-সমাজের সুশীতল আশ্রয় লাভ করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সাহায্যে সত্যের প্রসাদে, হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়াছেন, মনকে উন্নত করিয়াছেন এবং আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন। দেখ কেমন আশ্চর্য্য-রূপে অল্পে অল্পে ব্রাহ্ম-সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শান্তির রাজ্য, প্রীতির রাজ্য, প্রসারিত হইতেছে! কত শত লোক সাম্প্রদায়িক সকল প্রকার শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক প্রশস্ত হৃদয়ে সত্যের সাধারণ ভূমিতে সকলের সহিত উচ্চতম বিমলতম সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন; বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিবাদ; বিসম্বাদ হইতে মুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ মনে সকল জাতি ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব সঙ্কলন করিতেছেন, সকলের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ হিতকর কার্য্য সাধন করিতেছেন, এবং উন্নত প্রীতি-যোগে সকলকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। দেখ, জগৎ যে পরিবারের গৃহ, ঈশ্বর যে পরিবারের পিতা মাতা, সেই পরিবার ক্রমে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে! এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শনে কাহার চিত্ত না মহোল্লাসে অদ্য উৎফুল্ল হইতেছে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহিমার পরিচয় পাইয়া কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত হইতেছে?

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদার ভাব দেখিয়া অদ্য যেমন মন প্রশস্ত হইতেছে, তেমনি ইহার আশ্চর্য্য স্বর্গীয় পরাক্রম দেখিয়া আমারদের আত্মা উৎসাহে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। এই পঞ্চত্রিংশ বৎসর

মধ্যে ইহার অগ্নি এ দেশকে কেমন উজ্জ্বল করিয়াছে; কত কত পর্ব্বতাকার বিঘ্ন বিপত্তি, কত ভয়ঙ্কর কুসংস্কার ঐ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। শত সহস্র বর্ষে যে সকল কুসংস্কার এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বলে সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, সমুদয় ভারতবর্ষ যে সকল ভ্রমের আয়তন তাহাও ক্রমে চূর্ণ হইতেছে। এই ভারতভূমি পৌত্তলিকতার দুর্গ স্বরূপ, ইহা কঠিন অভেদ্য কুসংস্কার প্রস্তরে নির্ম্মিত, অগণ্য পরাক্রম শালী বিরোধী বিপক্ষেরা সত্য-পরায়ণ ব্যক্তির প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া নিষ্কাশিত খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক প্রহরীর ন্যায় নিয়ত ঐ দুর্গকে রক্ষা করিতেছে; সেই দুর্গের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডিয়মান, এবং সেই বিরোধী দলের কত কত লোক এ ক্ষণে সত্য ধর্ম্মের পদাবলুণ্ঠিত হইতেছে। সাধু ব্রাহ্মেরা সত্যের প্রভাবে আপনাদিগকে ও পরিবার এবং স্বদেশকে ভয়ঙ্কর কুসংস্কার হইতে প্রমুক্ত করিয়া আনন্দ মনে জয়ধ্বনি করত সমুদয় ভারতভূমিকে নিনাদিত করিতেছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যাঁহাদের সহায়, এবং জীবন্ত জ্বলন্ত সত্য যাঁহাদের হস্তে তাঁহাদের নিকটে যে নির্জীব জীর্ণ ভ্রম নিচয় আপনা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ব্রহ্ম বলের সম্মুখে কি পার্থিব কোন বল তিষ্ঠিতে পারে? দেখ, ক্রমে কেমন পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। পরিবার মধ্যে পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী সদ্ভাবে মিলিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন; বৃদ্ধেরা গম্ভীর ভাবে জ্ঞানের সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতেছেন, যুবকেরা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ইহার সত্য সকল অনুষ্ঠানে পরিণত করিতেছেন, কোমল-হৃদয় মহিলারা বিশুদ্ধ প্রীতি-পুষ্পে ব্রহ্ম পূজা করিতেছেন। এ মহৎ জয় কেবল সত্যেরই বলে, এমন রমণীয় শোভা কেবল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই সৌন্দর্য্য।

ব্রাহ্মগণ! অদ্যকার উৎসবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদার ভাব ও দুর্জ্জয় বল সম্যক্ রূপে হৃদয়ে ধারণ কর এবং বিগত বর্ষের উন্নতি সমালোচনা করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর এবং আগামী বর্ষের

জন্য জ্ঞান-শিক্ষা কর; ইহাই এ মহোৎসবের যথার্থ তাৎপর্য্য। গত বর্ষে ঈশ্বর-প্রসাদে ভারতভুমির দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং মান্দ্রাজে কতিপয় উৎসাহী ভ্রাতা দলবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গ-দেশেরও নানা দিকে প্রচারকদিগের পরিশ্রমে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা বর্ত্তমান কালে যাহা কিছু ফল ফলিত হইয়াছে তাহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাই-তেছে যে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর যেরূপ অজস্রধারে করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহাতে এখন বিশেষ রূপে যত্ন করিলে প্রচুর ফল লাভ হইবে। আর একটি শুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব ও বৈর ভাব ছিল তাহা ক্রমে অনেক হ্রাস হইয়াছে; এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা ব্রাহ্ম-দিগের প্রতি অপেক্ষাকৃত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন। সাধু ব্রাহ্মদিগের প্রশস্ত প্রীতি, সত্যানুরাগ ও বিনয় দর্শনে অনেকে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং যাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না তাঁহারাও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মজীবনের মহত্ত্ব দেখিয়া ঘৃণা ও ক্রোধ বিসর্জ্জন দিতেছেন। এমন সময়ে আমাদিগের যত্ন ও অধ্যবসায় সহস্রগুণে বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। প্রচারের ক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে, সমুদয় ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। হে ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মগণ! তোমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বীজ লইয়া এই বিস্তীর্ণ উর্ব্বরা ভারত-ভূমিতে রোপণ কর। যে অমূল্য ধন লাভ করিয়াছি, তাহাতে কেবল আপনাদিগের অভাব মোচন করিয়া শয্যাতে শয়ান থাকিও না, কেবল আপনাদিগের আত্মাকে চরিতার্থ করিয়া ক্ষান্ত থাকিও না। দেশস্থ ভ্রাতা ভগিনীদিগের আত্মার রোদন-ধ্বনিতে বোধ হইতেছে যেন গগন বিদীর্ণ হইতেছে; তাঁহারা যেন চতুর্দ্দিক হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, ইহার উদার সদাব্রতে অংশী হইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছেন। আমরা কি এ সময়ে দয়া শূন্য-হৃদয়ে উপেক্ষা করিব? না গর্ব্বিত ভাবে আপনাদিগের তৃপ্তি সুখ প্রদর্শন পূর্ব্বক

ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিদিগকে অনাদর করিব? আমি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ধর্ম্মাভাবে দুঃখী ভ্রাতা ও দুঃখিনী ভগনী-দিগকে আশ্রয় দিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবিত হও; সত্যান্ন দ্বারা ক্ষুধিত আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর, শান্তি বারি দ্বারা পিপাসু হৃদয়কে শীতল কর।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের পিতা ও প্রভু; যাহাতে দৃঢ়ব্রত হইয়া চির দিন তোমার পদ সেবা করিতে পারি, এ প্রকার একাগ্রতা ও ধর্ম্মবল বিধান কর। আমারদের ধন সম্পত্তি আমারদের শরীর মন, আমারদের মান মর্য্যাদা, সকলই তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি আমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার মঙ্গল কার্য্যে নিয়োগ কর, যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া, তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবনকে সার্থক করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৬ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা।

আজ মাঘের একাদশ দিবস, আজ বঙ্গভূমির—সমুদায় ভারত-ভূমির একমাত্র উৎসব দিন। আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে—মৃত্যু মুখ হইতে বিমুক্ত হইলে যেমন সেই দিনটী সকলেরই চির-স্মরণীয় হইয়া থাকে, সেই রূপ এই মাঘের একাদশ দিবসটী স্বদেশানুরাগী ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি মাত্রেরই স্মরণ পথে চির মুদ্রিত থাকা নিতান্তই কর্ত্তব্য। কেন না এই দিনে এই অসহায় মৃতকল্প বঙ্গভূমির প্রকৃত প্রাণ সঞ্চার হয়—এদেশের সকল সুখ সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। বঙ্গদেশে যে সকল কুরীতি কদাচার এত দিন একাধিপত্য করিতেছিল, এই দিন হইতে এমন একটী কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হইল, যাহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে

এ দেশের সকল অভাব বিদূরীত হইতেছে, যাহার প্রসাদে প্রতি গৃহের—প্রতি আত্মার সকল অনটন বিমোচন হইয়া আমারদিগের জন্ম ভূমির বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন হইতেছে। চির দুঃখিনী বঙ্গ মাতার স্বাধীনতারূপ অমূল্য হার পরিধানের সময় লক্ষ্য করিবারও কাল উপস্থিত হইয়াছে। যখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এ দেশের সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সম্যক্-রূপে উদিত হয়েন নাই, তখন যে কখনও বঙ্গভূমির দুঃখের নিশা অবসান হইবে ইহা ভাবিয়া স্থির করাও কঠিন হইত। এখন তো আমরা গণনার কাল প্রাপ্ত হইয়াছি—এখন তো উন্নতির সোপান লাভ করিয়াছি। এখন আমরা বর্ষ গণনার সঙ্গে সঙ্গে গণনা করি, যে দেশের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইল,—হৃদয় কি পরিমাণে পাপ মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইল,—আত্মা কত দূর উন্নত হইল। কোন সদাশয় মহাত্মা কর্ত্তৃক আমারদিগের কোন না কোন একটী অভাব নিরাকৃত হইলে, তাঁহার নিকটে কত কৃতজ্ঞ হই, বিনয় বচনে তাঁহাকে কত সাধুবাদ প্রদান করি, কিন্তু যিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সকল মঙ্গলের একমাত্র আয়তন; যাঁহা হইতে দেশের অভাব প্রতি গৃহ—প্রতি পরিবার—প্রতি আত্মার গভীরতম অভাব বিদূরিত হইয়াছে, সেই ত্রিভুবনের রাজার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি যত্ন ও আয়াস সাধ্য! তাঁহাকে স্মরণ করিতে কি আজ উদ্বোধনের প্রয়োজন! আজ মাঘের একাদশ দিবস, আজ ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপনের প্রথম দিন। ইহা উচ্চারণ করিবা মাত্রই শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, নয়ন যুগল প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়, হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে যুগপৎ প্রীতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব ঈশ্বরের প্রতি উচ্ছসিত হইয়া কণ্ঠ নিরোধ করিয়া ফেলে! চারিদিকে ঈশ্বরের মহিমা জাজ্জ্বল্যমান সন্দর্শন করিয়া, এই শোভা সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে, এই সাধকদলের মুখমণ্ডলে তাঁহার সত্য জ্যোতি বিকীর্ণ দেখিয়া বিস্ময়রসে হৃদয় প্লাবিত হইতেছে। অনন্তের মহিমা ব্যক্ত করিতে গিয়া রসনা অসাড় হইয়া যাইতেছে—তাঁহার গুরু ভার ধারণ করিতে গিয়া হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

সম্মুখে কি মনোহর দৃশ্য! শত সহস্র ব্যক্তি শান্ত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সেই দেব দেবের পূজার নিমিত্ত একত্রিত হইয়াছেন, আনন্দোন্মীলিত—নিমীলিত নয়নে সকলে আমারদিগের "সাক্ষাৎ পিতা, পুরাতন পিতামহ" পরমেশ্বরের অর্চ্চনার জন্য—তাঁহার ধ্যান ধারণার নিমিত্ত সমাসীন হইয়াছেন, সকলে এক লক্ষ্য এক হৃদয় হইয়া এক বাক্যে ঈশ্বরের প্রসাদ-বারি যাচ্ঞা করিতেছেন, ইহা সন্দর্শন করিলে মনুষ্য মাত্রেরই তো হৃদয় কমল প্রস্ফুটিত হইবেই, দেবতারাও এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করিতে প্রার্থনা করেন।

ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব প্রশান্তাত্মা গৃহপতির এই সমুদায় আয়োজন—সমুদায় আমন্ত্রণ কেবল ঈশ্বরেরই জন্য। তিনি ঈশ্বর হইতে আপনার মঙ্গল, পরিবারের মঙ্গল, সমুদায় বঙ্গভূমির মঙ্গল লাভ করিয়া আনন্দে উত্তম্ভিত হইয়া চারিদিকে এই সকল মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। আজ ত্রিভুবনের রাজার পদ ধূলি তাঁহার আশ্রমে পতিত হইবে, আজ সেই ভুবনেশ্বরের পূজা তাঁহার গৃহে সুসম্পন্ন হইবে, এই জন্য তো সপরিবারে হৃদয়-থাল প্রীতি-কুসুমে পূর্ণ করিয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন—তাঁহার উৎসব আনন্দ জনিত পবিত্রতর সুখের ভাগী করিবার জন্য আমারদিগকেও আহ্বান করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণে—ঈশ্বরের সস্নেহ আহ্বানে নানা স্থান হইতে প্রস্ফুটিত প্রীতি-কুসুম লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই দেব দেবের পূজার উপচার লইয়া সকলে একত্রিত হইয়াছি। আইস সকলে মিলে ঈশ্বরের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই, হৃদয়ের পরিশুদ্ধ কৃতজ্ঞতা উপহার তাঁহাকে দিয়া জীবন স্বার্থক করি। আপনার উন্নতি, দেশের উন্নতি, প্রাণসম ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য সকলে মিলে তাঁহার মহদ্যশ ঘোষণা করি।

হে অখিল-মাতা বিশ্ব-বিধাতা পরমেশ্বর! আমরা তোমার পূজার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তোমাকে লইয়াই আমারদিগের উৎসব আনন্দ সুখ সৌভাগ্য সকলই। আমরা তোমার চিরাশ্রিত চিরানুগত দাস—আমারদের প্রতি তোমার এত করুণা!

আমারদিগকে নিতান্ত নিরাশ্রয় একান্ত অসহায় দেখিয়া তোমার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আনয়ন করিয়াছ, তুমি আমারদিগকে নির্ধন নিরর্থ দেখিয়া কৃপা করিয়া দেব দুর্লভ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অধিকারী করিয়াছ। তুমি দীন হীন মলিন বঙ্গ দেশের অভ্যন্তর হইতে অমৃত-খনি উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ইহাকে জীবন যৌবনে পুনরুত্থিত করিতেছ। ধন্য ধন্য নাথ! ধন্য তোমার করুণা! তোমার প্রসাদ গুণে দুর্ব্বলও বল লাভ করে, ভীরুও সাহসী হইয়া উঠে।

হে দুর্ব্বলের বল, গতি হীনের গতি পরমেশ্বর! তুমি এই গৃহ স্বামির মঙ্গল কর। তুমি ইহাঁর সন্তান সন্ততিগণকে তোমার জ্ঞান-ধর্ম্মে—তোমার প্রীতি পবিত্রতাতে উন্নত কর। সংসারের পর্ব্বত সমান তরঙ্গের মধ্যে তোমার অভয় পদ আশ্রয় করিয়া যথা সর্ব্বস্ব পণ করত যেমন ইনি নির্ব্বিঘ্নে শান্তি উপকূলে উপনীত হইয়া স্বীয় নিবাস নিকেতনের মধ্যে তোমার এই সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তেমনি যেন চির কাল অবাধে এখানে তোমার পূজা সম্পন্ন হয়। তোমার পবিত্র নাম যেমন এখানে বাহিরে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে, তেমনি যেন ইঁহার বংশ পরম্পরা ক্রমে সকলের হৃদয় পটে তোমার পবিত্র ধর্ম্মের মঙ্গল ভাব সকল চির মুদ্রিত থাকে।

যাঁহার গৃহে আজ সমুদায় বঙ্গভূমির—ভারত ভূমির শান্তি স্বস্ত্যয়ন হইতেছে, যাঁহার আহ্বানে আমরা সকলে এখানে উপস্থিত হইয়া তোমাকে লাভ করিতেছি তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা না করিয়া কি হৃদয় সুস্থির হইতে পারে?

হে ঈশ্বর! তোমার নাম সর্ব্বত্র ঘোষিত হউক, তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক, তোমার ধর্ম্ম সমুদায় পৃথিবী ময় ব্যাপ্ত হউক, এই আমারদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৭৮৬ শক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

তৃতীয় বক্তৃতা।

বাহিরে বান্ধবগণের আনন্দকর সমাগম অন্তরে সেই চির জীবন-সখার মধুময় আবির্ভাব, অদ্যকার এই মহোৎসবের মধুরতা ও আমাদের জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিল। যে প্রকার প্রত্যাশা করিয়া এই মহোৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা পরিপূর্ণ হইল। স্নিগ্ধমূর্ত্তি সুহৃদ্গণের প্রীতি বিকশিত মুখমণ্ডল দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই চির-সুহৃদের আবির্ভাব অনুভূত হইল। আত্মা তেজস্বী হইল, মন বিনীত হইল, হৃদয় কোমল হইল, জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইল, প্রীতি চরিতার্থ হইল, ইচ্ছা পবিত্র হইল, প্রাণ শীতল হইল। কি শুভক্ষণে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছিল! কি আশ্চর্য্য গতিতে ইহা প্রসারিত হইতেছে! কি মধুর ভাবে জন-সমাজে শুভ সাধন করিতেছে! ভবিষ্যতে কি মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিবে!

যখন বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণতর আলোক প্রতি আত্মার স্বাধীনতা আবিষ্কৃত করিল, মনুষ্যের অভ্রান্ততা বিলুপ্ত করিল, সমুদায় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল, সেই উপযুক্ত সময়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া সেই প্রত্যগাত্মার সহিত প্রতি আত্মার সাক্ষাৎ যোগ প্রকাশিত করিল; স্বাধীনতার মধুর ভাব, কর্ত্তব্যের সরল পথ, প্রীতির প্রকৃষ্ট রীতি শিক্ষা দিতে লাগিল। এক দিকে চির-সেবিত অন্ধকারে স্নেহবন্ধন-বশত বিদ্যার বিপক্ষে, বিজ্ঞানের বিপক্ষে, স্বাধীনতার বিপক্ষে, সত্যের বিপক্ষে কোলাহল; অন্য দিকে অন্ধকার হইতে সহসা আলোকে গমন করিয়া নূতনবিধ অন্ধতা; এক দিকে জড়ের ন্যায়—যন্ত্রের ন্যায় কর্ত্তৃত্ব-হীন হইয়া আলস্যকে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ভাবিয়া কাপুরুষতা, অন্য দিকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া পৌরুষের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারের আনুগত্য; এক দিকে প্রকৃতির অতীত স্বতন্ত্র পুরুষকে আপনার সমান নীচ ভূমিতে প্রকৃতির শৃঙ্খলার

মধ্যে আনিবার নিমিত্ত প্রয়াস, অন্য দিকে প্রকৃতিকেই প্রকৃতির অতীত গুণে অলঙ্কৃত করিবার জন্য আগ্রহ; এক দিকে ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে শূন্যের উপর প্রীতি বন্ধনের চেষ্টা; অন্য দিকে ঈশ্বরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া ঈশ্বরকেই বিস্মৃত হওয়া; ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এই উভয় দিকের মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া নিতান্ত অসংগত পরস্পর বিরুদ্ধ এই উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য বিধান করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইল।

স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া কোন আত্মার অবমাননা করা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু সকল আত্মাকেই যথার্থ স্বাধীনতায় উত্থাপিত করা ইহার অভিসন্ধি। জ্ঞানের আলোক নির্ব্বাণ করিয়া অন্ধকার উৎপন্ন করা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু জ্ঞানের যথার্থ গতি নিরূপণ করাই ইহার অভিসন্ধি। একটী সংকীর্ণ সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সমাজ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকল সমাজের পরস্পর বিসম্বাদিতা উৎসন্ন করিয়া সকলকে এক প্রীতি-সূত্রে বন্ধন পূর্ব্বক সেই সাধারণ শান্তি-নিকেতনে প্রবেশিত করাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অভিসন্ধি। কোন সত্যের বিন্দুমাত্রও বিলুপ্ত করা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকল স্থানের সকল সত্য সংগ্রহ করিয়া সেই সত্য-স্বরূপের মহিমাকে মহীয়ান্ করাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অভিসন্ধি। অজ্ঞানের প্রতি, দুর্ব্বলের প্রতি, পাপীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া আপনার অনুদারতা প্রদর্শন করা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকলের আত্মাকে সংশোধন করিয়া ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত করাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অভিসন্ধি। এই সকল উচ্চতম উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অবির্ভাব।

আমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আমাদিগকে যে আনন্দ—যে উৎসব আনিয়া দেয়, তাহা আমাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আমাদিগকে যে উপদেশ দেয়, আমাদের জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা একত্র হইয়া তাহা অঙ্গীকার করে। যেখানে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আলোচনা হয়, সহস্র কর্ম্ম

পরিত্যাগ করিয়াও সেখানে যাইবার নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল হয়। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি যাঁহার বিন্দুমাত্রও স্নেহদৃষ্টি দেখিতে পাই, মনের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাই। অধিক কি, স্বদেশের কোন বৃত্তান্ত শুনিলে চির প্রবাসীর হৃদয়ের ভাব যে প্রকার হয়, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নামোল্লেখ শুনিলে আমাদের মন সেই রূপ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

কেন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আমাদিগকে এ প্রকার করিল? কেন আমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এমন পক্ষপাতী হইলাম? কেন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আমাদিগকে চির কালের জন্য আকর্ষণ করিয়া রাখিল?

এই জন্য যে—ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আমাদিগকে সেই আরাম স্থান ব্রহ্মনিকেতনে লইয়া যায়; সেই প্রাণাধিক বন্ধুকে আমাদের হৃদয়ে আনিয়া আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া দেয়; যখনি চাই তখনি সেই সর্ব্ব-সন্তাপ হারিণী মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে আনিয়া দেয়; পাপে পতিত হইলে সেই পতিত পাবনকে স্মরণ করিয়া দেয়; সকল কার্য্যে সেই মঙ্গল হস্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতিকে দ্বিগুণিত করিয়া দেয়; শোক দুঃখে আকুল হইলে সেই প্রেম চক্ষুর সম্মুখে লইয়া সান্ত্বনা প্রদান করে এবং অন্তরের রিপু সকল উদ্বেল হইয়া আত্মাকে অশান্ত করিবার উদ্যোগ করিলে সেই শান্ত স্বরূপের গুণ গান করিয়া শান্তি শিক্ষা দেয়। মরুভূমি সদৃশ সংসার ক্ষেত্রে যে এক মাত্র ছায়া আমাদের বিশ্রাম স্থান, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অতি সহজে অতি নিকটে তাহা আমাদিগকে আনিয়া দেয়। আমারদের চরম স্থান পরমাত্মা নিষ্ঠুর নিয়ন্তা নহেন, কিন্তু পিতার ন্যায় হিতার্থী, ও জননীর ন্যায় কোমল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই মধুময় ভাব। তিনি কেবল অপূর্ণ মনুষ্যদিগের দোষ দর্শন করিবার নিমিত্তই বিশ্বতশ্চক্ষু নহেন, কিন্তু ভক্ত জনের বাঞ্ছা কল্পতরু; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই আশাকর উপদেশ। তিনি উদাসীন ও মূক সাক্ষী নহেন, কিন্তু আমাদের চির-জীবন-সহায় ও চিরন্তন উপদেষ্টা; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই নিগূঢ় মত। তিনি কেবল পাপের দণ্ডদাতা নহেন, কিন্তু পাপী জনের পরিত্রাতা; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই শীতলকর সান্ত্বনা

যে তাঁহার একান্ত আজ্ঞাকারী, তিনি কেবল যে তাহাকেই পরিত্রাণ করিবেন এমন নহে, চির জীবন যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তিনি তাহাকেও পরিত্রাণ করিবেন; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই অসাধারণ উদারতা। স্বর্গ-ধামে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত মৃত্যুর আলিঙ্গন অপেক্ষা করিতে হইবে না, স্বাধীন ভাবে একটি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান কর, নিজ হৃদয়ের মধ্যেই সেই স্বর্গ দেখিতে পাইবে; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই অমূল্য উপদেশ। আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব কর, স্বাধীন হইবে; ঈশ্বরে প্রেম বন্ধন কর, পরিতৃপ্ত হইবে; ইচ্ছাকে সাধু কর, কর্ত্তব্যের পথ সরল হইবে; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই তৃপ্তিকর আদেশ। ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে নির্ভর কর, আপনার পৌরুষ অবলম্বন কর, পাপের উপর জয় লাভ কর, অকুতোভয়ে চলিয়া যাও; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই তেজস্কর বাক্য। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই এই সকল মহত্তম উপদেশ। এই জন্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এত গৌরব ও এত আকর্ষণ।

এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই অদ্যকার উৎসব ভূমি নির্ম্মাণ করিল, উৎসবদ্বার উদ্ঘাটিত করিল, সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক এখানে সমবেত করিল, স্বর্গের আনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিল, আমাদের মুদ্রিত চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিল। অতএব আজি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই জয় ঘোষণা কর, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের গুণ গরিমা গান কর; আর মহোৎসবের আনন্দ, যত পার, উপভোগ কর। কেবল ব্রাহ্মদের জন্য নয়, কেবল ভারতের জন্য নয়, সমুদায় পৃথিবীর জন্যই এই উৎসব দ্বার উদ্ঘাটিত আছে। সকলের মন সমভাবে আকর্ষণ করিতে পারে, এমন বাহ্য সৌন্দর্য্য এ উৎসবে কিছুই নাই; তবে এখানকার এই সামান্য বাহ্য সৌষ্ঠব যদি কোন দীন হীনের নয়ন মন আকৃষ্ট করে, করুক, কিন্তু ইহার যে স্থান হইতে আকর্ষণ-শক্তি বিনির্গত হইতেছে, তাহা তোমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যাঁহারা ধন চান, রত্নগর্ভা পৃথিবীকে খনন করুন, মান সম্ভ্রম চান, রাজ-প্রাসাদে গমন করুন, কেবল প্রবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিতে চান, স্বেচ্ছাচারের সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত আছে, তথায়

প্রস্থান করুন; প্রভুত্ব চান, আপনার দাস দাসীর নিকটেই অবস্থান করুন, যদি ধর্ম্মবল চান, প্রেমবল চান, আরাম চান, শান্তি চান, ঈশ্বরকে চান, এই উৎসবের অংশভাগী হউন। এখানে ধনের অনুরোধ নাই, সম্ভ্রমের অনুরোধ নাই, প্রভুত্বের অনুরোধ নাই; পদের অনুরোধ নাই; এখানে ঈশ্বরের অনুরোধ, প্রেমের অনুরোধ, ধর্ম্মের অনুরোধ, কর্ত্তব্যের অনুরোধ। সংসারে যাহা লইয়া শ্রেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্বের বিচার হয়, এখানে তাহা নাই, এখানে যিনি ঈশ্বরের যত নিকটবর্ত্তী তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এখানে সকলই বিপরীত; যিনি এখানকার আপনার শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই চান না, তিনিই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি এখানকার কোন কার্য্যের প্রভুত্ব করিতে চান না; তিনিই সকল কার্য্যের প্রভু। যিনি যশের বিন্দুমাত্রও চান না, তিনিই এখানকার প্রধান যশস্বী। যিনি এখানে মান সম্ভ্রম চান না, এখানে তাঁহারই মান সম্ভ্রম অধিক। যিনি আপনার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্। যিনি আপনার জন্য কিছুই রাখেন না, এখানকার সমস্তই তাঁহার জন্য থাকে। অধিক কি, সংসারে যখন রাত্রি, এখানে তখন দিবা, সংসারে যখন দিন, এখানে তখন রাত্রি, সংসারে যিনি নিরন্তর জাগিয়া আছেন, এখানে তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত; সংসারে যিনি নিদ্রিত এখানে তিনি জাগ্রৎ। আমাদের উৎসবের এই অবস্থা, এই গতি, এই ভাব, এই ভঙ্গী; ইচ্ছা হয়, উৎসব-ক্ষেত্রে প্রবেশ কর; আমাদিগকে আপ্যায়িত কর, আপনারাও আপ্যায়িত হও। বাহিরে থাকিয়া দর্শন করিলে ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, হয় ত সকলই বিশৃঙ্খলা—সকলই প্রহেলিকা দেখিবে। অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবে। "ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ; তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।" "পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।" এই টুকু এই প্রকাণ্ড ব্যাপারের ভিত্তিভূমি। "তদেব নিত্যং জ্ঞান মনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপী

সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিম-মিতি।" "তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।" ইহার জীবন। "একস্য তস্যৈ-বোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।" "একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।" এইটি ইহার ফল। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" "তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।" এইটি আমারদের উৎসব।

ব্রাহ্মগণ! শ্রদ্ধার আস্পদ, প্রেমের আস্পদ, স্নেহের আস্পদ্ ভ্রাতৃগণ! আজি যেন তোমাদিগকে বহু দিনের পর দেখিতেছি, কুশল জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও। আমাদের সেই করুণা-পূর্ণ পিতা, স্নেহ পূর্ণ মাতার সংবাদ কি? এই এক বৎসর তিনি কি তোমাদের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজমান আছেন? সৎপুত্রের যত দূর উচিত, সেই পরিমাণে এই এক বৎসর কি তাঁহার সেবা করিতে পারিয়াছ? তাঁহার প্রসন্নতা কত টুকু উপার্জ্জন করিয়াছ? তিনি যখন যাহা বলিয়াছেন, প্রীতির সহিত তাহা প্রতিপালন করিতে পারিয়াছ? এখানে বিঘ্ন বিপত্তি অনেক, তপস্যার কি রূপ উন্নতি হইয়াছে? এখানে প্রলোভন যথেষ্ট, অবলম্বিত ব্রতের ত ভঙ্গ হয় নাই? এখানে পদে পদে শত্রু, প্রেমের বল ত হ্রাস হয় নাই? এখানে দয়া গুণের সংকোচক ধূর্ত্ত প্রতারক অনেক, কৃপা পাত্রও যথেষ্ট, দয়ার ত ব্যাঘাত হয় নাই? এখানে পরস্পর অপরাধী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, ক্ষমাগুণ ত বর্দ্ধিত হইয়াছে? এখানে সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক অনেক, তোমরা ত নিরুৎসাহ হও নাই? এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মত ভেদের যথেষ্ট সম্ভাবনা, তজ্জন্য ত বিদ্বেষ ভাব উপস্থিত হয় নাই? এখানে সকলে সমান পুণ্য উপার্জ্জন করিতে পারে না, তজ্জন্য তোমাদের উদারতার ব্যাঘাত হয় নাই? যেখানে ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করা উচিত, সেখানে ত আপনার জয় ঘোষণা করিতে

যাও নাই? যেখানে ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করা উচিত, সেখানে আপনার মহিমাকে ত স্ফীত করিতে যাও নাই? ব্রাহ্মগণ! আমরা কি জ্ঞান ধর্ম্মে এত দূর উন্নত হইয়াছি, যে আমাদের আর ভাবিতে হইবে না? ইহা কখনই না। আমরা সেই সর্ব্বসাক্ষীর সমক্ষে যে কত অপরাধ করিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞাকারী দাস হইয়া কত বার যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। অতএব আজি সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এই সম্বৎসর কাল তিনি যে অনুপম করুণার সহিত আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে যে রক্ষা করিয়াছেন, স্বহস্তে কত বিশুদ্ধ সুখ—আনন্দ আমাদের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আজি কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিব। ভবিষ্যতে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ভয়ানক পাপে পতিত হইতে না হয়, এবং যাহাতে তাঁহার কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারি, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম বল প্রার্থনা করিব।

হে বিশ্বপিতা অখিল-মাতা পরমেশ্বর! তোমারই অনুপম প্রীতি উপভোগ করিতে করিতে আমরা নির্ব্বিঘ্নে সম্বৎসর অতিবাহিত করিলাম। তোমারই সুকোমল অঙ্কে অধিরূঢ় হইয়া এক বৎসরের পথ অতিক্রম করিলাম। এই বৎসর মধ্যে কত সুখ—কত আনন্দ তুমি স্নেহের সহিত প্রদান করিয়াছ তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। আমাদের সংশোধনের নিমিত্তে তুমি যে সকল শোক, দুঃখ, বিপদ্ প্রেরণ করিয়াছিলে তাহাতে তোমারই মঙ্গল ভাব অনুভব করিয়াছি, এক্ষণে কোটি কোটি নমস্কার পূর্ব্বক তোমার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি, তুমি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

হে মঙ্গল দাতা মুক্তি দাতা পরমেশ্বর! তুমি সকলের অন্তর্যামী ও সকল হৃদয়ের অধীশ্বর! আমাদের পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উন্নতি অবনতি সকলি জানিতেছ। তোমাকে আর কি বলিব। আমাদের আত্মাকে গ্রহণ কর এবং এই মলিন আত্মা দ্বারা যাহাতে তোমার কার্য্য সিদ্ধ হয়, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন হয়, তাহাই কর। দণ্ড পুরস্কার তোমারই হস্তে।

হে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর! তোমার মঙ্গল রাজ্য বিস্তার কর, তোমার প্রেম শিক্ষা দাও, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার অনুগত কর, পৃথিবীর সর্ব্বত্র তোমার জয়-ঘোষণা ঘোষিত হউক, তোমার নাম কীর্ত্তিত হউক, নর নারী সকলে মিলিয়া তোমার মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতে থাকুক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সম্পূর্ণ

